উৎসর্গ

কল্যাণীয়া

শ্রীমতী অর্চনা দেবী

দীর্ঘজীবেষু :—

বৌমা,

গীতার মর্মবাণী নারায়ণ শ্রীমধুসূদন হচ্ছেন জীবজগতের সারথি। আর আমার মর্মবাণী বধূ হচ্ছে সৃষ্টির আধার ও সংসারের লক্ষ্মী প্রতিমা। স্বামী পুত্র, দেবর শাশুড়ী সমাজ ধর্ম সকলকে সমান মর্যাদার আসনে প্রতিষ্ঠিত করে জীবন সংগ্রামে জয়ী হও, অমৃতের পুত্র আমরা, সমাজ জীবনে সেই অমৃতের স্বাদ গ্রহণ করে ধন্য হও, ঈশ্বরের কাছে এই কামনা করেই তোমার হাতে তুলে দিচ্ছি আমার ক্ষুদ্র উপহার "শপথ নিলাম" বা ধর্মরাজ্য নাটক। ধর্ম তোমার সহায় হোক।

আশীর্বাদক

শ্রীকানাইলাল রায়।

ভূমিকা

সর্বধর্মান্ পরিত্যজ্য মামেকং শরণং ব্রজ।
অহং ত্বাং সর্বপাপেভ্যো মোক্ষয়িষ্যামি মা শুচঃ ॥

শ্রীমদ্ভাগবৎ গীতার মর্মবাণীকে আশ্রয় করিয়া এই ধর্মরাজ্য নাটক রচনা করিবার চেষ্টা করিয়াছি। কতদূর কৃতকার্য হইয়াছি, তিনিই জানেন—যিনি এই নাটক রচনা করাইয়াছেন। পরমারাধ্য দেবতা গুরুদেবের শ্রীচরণে আমার অসংখ্য প্রণাম।

আমার পরম স্নেহাস্পদ স্বনামধন্য অভিনেতা ও নাট্যকার শ্রীশিবাজী রায় আমার এই নাটকের 'ধর্মরাজ্য' নামকরণ করায় আমি বিশেষ আনন্দিত হইয়াছি।

ইতি—
শ্রীকানাইলাল রায়

চরিত্র পরিচয়

—পুরুষ—

শ্রীকৃষ্ণ	...	...	দ্বারকার রাজা।
অর্জুন	...	...	তৃতীয় পাণ্ডব।
অভিমন্যু	...	...	ঐ পুত্র।
ভীম	...	...	মধ্যম পাণ্ডব।
দুর্যোধন	...	...	কুরু যুবরাজ।
বিকর্ণ	...	...	ঐ কনিষ্ঠ ভ্রাতা।
পুরোচন	...	...	ঐ পার্শ্বচর।
দ্রোণাচার্য	...	...	ঐ আচার্য।
শকুনি	...	...	ঐ মাতুল।
কর্ণ	...	...	অঙ্গরাজ।
বৃষকেতু	...	...	ঐ পুত্র।
দ্রুপদ	...	...	পাঞ্চালরাজ।

পরশুরাম, গৌতম, ময়দানব, অগ্নি, ব্রাহ্মণ, সত্যবন্ধু।

—স্ত্রী—

কুন্তী	...	...	পাণ্ডব মাতা।
পদ্মা	...	...	কর্ণের স্ত্রী।

মায়া ও অত্রি।

চুঁচুড়া কণক

প্রথম অভি

—

শ্রীকৃষ্ণ ...
অর্জুন ...
ভীম ...
অভিমন্যু ...
দুর্যোধন ...
বিকর্ণ ও দ্রুপদরাজ ..
পুরোচন ..
শকুনি ..
দ্রোণাচার্য ..
কর্ণ ..
বৃষকেতু ..
ব্রাহ্মণ ..
গৌতম ও ময়দানব .
পরশুরাম .
অগ্নি .
সত্যবন্ধু .

—

কুন্তীদেবী .
পদ্মা .
আত্রী .
মায়া ...

নাট্য পরিচালনায়—বলাই চাঁদ চট্টোপাধ্যায়
সঙ্গীত পরিচালনায়—সুহৃদ কুমার বিশ্বাস

—

বন্দনা

সত্য সনাতন তুমি নারায়ণ
কৃষ্ণ কেশব মুকুন্দ মুরারী,
সর্ব্ব জীব মাঝে তুমি ত রয়েছ
তোমারই চরণে প্রণাম করি।
সবার সেরা মানব রূপে
সদা বিরজিছ জগৎ মাঝে,
তাই তো তোমাকে পাই যে দেখিতে
মানুষের রূপেতে তুমি শ্রীহরি।
যেদিকে তাকাই দেখিতে যে পাই
তুমিময় সব তোমারই সবই
তোমারই নামে পাই আনন্দ
বারে বারে তোমায় প্রণাম করি।

[প্রস্থান।

শপথ নিলাম

—:(০):—

প্রথম অংক

—এক—

বনপথ

ধনুর্বাণ করে কর্ণের প্রবেশ।

কর্ণ। দাঁড়াও সুচতুর মৃগ
কোথায় লুকাবে তুমি?
আমি কর্ণ। বসুসেন মোর পিতৃদত্ত নাম!
বহু কষ্টে, করায়ত্ত হয়েছে মোর,
এই শব্দভেদী বাণ।
যেখানেই লুকাও তুমি, নাহিকো নিস্তার আর!
[প্রস্থানোদ্যত]

মায়ার প্রবেশ।

মায়া। হিঃ। হিঃ-হিঃ-হিঃ।

কর্ণ। কে? কে তুমি নারী?

মায়া। কে আমি? আমাকে কে না জানে বল তো? জগতের সকলেই আমাকে ভালবাসে। কিন্তু যথনই আমার নাম আর

আসল পরিচয়টা জানতে পারে, তখনই আমাকে দূর ছাই বলে, দূরে সরিয়ে রাখতে চায়।

কর্ণ। কেন?

মায়া। কেন? আগে আমার কথার উত্তর দাও তো। বলতে পারো, জীবন্ত হরিণ কখনও সোনার হয়?

কর্ণ। সোনার হরিণ? কই না, কখনও দেখি নাই তো।

মায়া। অথচ পূর্ণব্রহ্ম রামচন্দ্র, যাঁর অজানা এ সংসারে কিছুই নেই। তিনিই কিনা সীতার কথায় সেই সোনার হরিণ ধরতে ছুটে গেলেন, কেমন মজা দেখেছো?

কর্ণ। সে সোনার হরিণ তো মায়া।

মায়া। মায়া! মায়া! সবই মায়ার খেলা, কেমন? মায়া যে যাদু জানে গো। শিশু ভূমিষ্ঠ হওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই মায়া তাকে যাদু করে ফেলে! বুঝলে কিছু? উপায় নেই, উপায় নেই! হিঃ-হিঃ-হিঃ-হিঃ।

[প্রস্থান।

কর্ণ। মায়া, মায়া! ত্রেতায় রামচন্দ্রকে মায়ায় বশীভূত করেছিল। কিন্তু আমি কর্ণ। ঋষিকুলশ্রেষ্ঠ পরশুরাম আমার গুরু। ওই, ওই আবার সেই শব্দ। তিষ্ঠ ক্ষণকাল। এই শব্দভেদী বাণ, নাহিকো নিস্তার তোর।

[প্রস্থান।

গৌতমের প্রবেশ।

গৌতম। কে, কে রে? কে হেন নির্মম পাষণ্ড, আমার হোম-ধেনু করিলি বধ?

আত্রির প্রবেশ।

আত্রি। বাবা! বাবা! এমন উন্মত্তের মত কোথায় ছুটে চলেছো বাবা?

গৌতম। স্বর্গ, মর্ত্য, রসাতল। ত্রিভুবনে খুঁজে দেখবো। কোথায় লুকাবে এই গোবধকারী পাপাত্মা?

আত্রি। ফিরে চলো বাবা, আশ্রমে ফিরে চলো।

গৌতম। ফিরে যাবো? আশ্রমে ফিরে যাবো? না আত্রি, গোবধকারী এই পাপিষ্ঠকে দণ্ড না দিয়ে, আমি আশ্রমে ফিরবো না।

আত্রি। দণ্ড দিলে আমাদের গাভী কি আবার বেঁচে উঠবে? আর তো সে ফিরে আসবে না।

গৌতম। জানি আত্রি, যে মরে যায়, সে আর ফিরে আসে না। তবু, তবুও পাপীকে তার পাপের দণ্ড না দিলে, সেই পাপীষ্ঠের বুকের সাহস আরও বেড়ে যাবে।

আত্রি। বাবা! তুমি দণ্ড দেবার কে? ভগবান আছেন, তার পাপের দণ্ড তিনিই দেবেন, তুমিই তো বল বাবা, ব্রাহ্মণের ক্ষমা করাই ধর্ম।

গৌতম। আত্রি! আত্রি! তুই বুঝতে পারবি না মা! কত আঘাত কত ব্যথা লেগেছে আমার এই বুকখানার মাঝে।
ও হোঃ-হোঃ আমার হোমধেনু। [ক্রন্দন]

আত্রি। বাবা! বাবা! কেঁদো না বাবা, চলো আশ্রমে ফিরে যাই। যে তোমার হোমধেনু বধ করেছে, সেই পাপিষ্ঠ তোমার দণ্ড পাবার ভয়ে পালিয়ে গেছে বাবা!

কর্ণের প্রবেশ।

কর্ণ। না দেবী। সে পালায় নি! আর ভয় যে কাকে বলে তাও সে জানে না।

গৌতম। বটে! তবে দণ্ড নেবার জন্য প্রস্তুত হ রে পাষণ্ড! আমার হোমধেনু, তোর কি এমন অপরাধ করেছিল, যে অতর্কিতে হত্যা করলি?

কর্ণ। ব্রাহ্মণ! শুন মোর কথা, সত্যই যদি অপরাধ করে থাকি আমি, দণ্ডই চাই, নাহি চাই ক্ষমা।

গৌতম। আরে, আরে দাম্ভিক যুবক। এত স্পর্ধা তোর?

আত্রি। বাবা, বাবা আগে শোন, উনি কি বলতে চান!

গৌতম। না, না, আত্রি। গোবধকারী তস্কর সম্মুখে দাঁড়িয়ে, দর্পভরে কথা বলবে, নির্বিবাদে তাই সহ্য করে যাব? না আত্রি, আমি অভিশাপ দেবো, এমন অভিশাপ দেবো—

আত্রি। বাবা! অভিশাপ দিয়ে তোমার সাধনার সম্পদ ক্ষয় কোর না বাবা! সেই সাধনার পূরণ করতে আবার তোমার অনেক সময় লাগবে। বলুন বীর। কি আপনাব বলবার আছে?

কর্ণ। আমি ইচ্ছা করে, তোমাদের মনে দুঃখ দিইনি, মৃগভ্রমে ভুলবশতঃ আমি এই গোবধ করে ফেলেছি। তার জন্যে আমি অনুতপ্ত!

আত্রি। অনুতপ্ত?

কর্ণ। হ্যাঁ দেবী, অতীব অনুতপ্ত আমি। জগতের মধ্যে শ্রেষ্ঠ বীর হবার আশায়. ঋষিকুলশ্রেষ্ঠ পরশুরামের আমি শিষ্যত্ব গ্রহণ করেছি।

গৌতম। কি, কি বললে পাষণ্ড! জমদগ্নি শিষ্যের এমন হীন জঘন্য ব্যবহার? ছিঃ-ছিঃ-ছিঃ-ছিঃ, তোমাকেও ধিক, আর তোমার গুরু—

কর্ণ। ব্রাহ্মণ! গুরুনিন্দা শোনা মহাপাপ! যা বলতে হয় আমাকে বলুন, যে কোনও দণ্ড, যে কোনও অভিশাপ, যদি পাবার যোগ্য হই আমি, দিন ব্রাহ্মণ! আমি মাথা পেতে গ্রহণ করবো কিন্তু আগে শুনুন আমার কথা।

গৌতম। কি আর তুমি বলবে যুবক? আজ তুমি আমার বুকে যে শেল বিদ্ধ করেছো, তারই দাহে যতই তোমাকে দেখছি ততই অভিশাপ না দিয়ে থাকতে পারছি না।

আত্রি। বাবা! বাবা!

গৌতম। আমি তোমাকে অভিশাপ দিলাম, প্রতিদ্বন্দ্বী সহ দ্বৈরথ সমরে—

কর্ণ। ঋষিবর! [পদতলে উপবেশন]

গৌতম। রথচক্র তব গ্রাসিবে মেদিনী।

আত্রি। বাবা, এ তুমি কি করলে?

গৌতম। আয় চলে আয় আত্রি।

[উভয়ের প্রস্থান।

কর্ণ। রথচক্র গ্রাসিবে মেদিনী! হাঃ-হাঃ-হাঃ, হাসালে ব্রাহ্মণ।

গীতকণ্ঠে মায়ার প্রবেশ।

মায়া।—   **গান**

মিছে আশা ছুটে আসা, আসা মাত্র হোল সার
যা হবার তা আপনিই ঘটে, ললাটে লিখন যেমন যার।

শ্রী পুত্র তোর কাঁদছে সেথা,
ভাবছিস না তুই তাদের কথা,
জন্ম হতে দুঃখ যে তোর,
ভেবেছিস কি একবার?
কে তোর পিতা, কে তোর মাতা,
ছিলি কোথা যাবি কোথা,
উচ্চ আশা সেই কারণে, কেন করিস অহংকার।

মায়া। কিগো, কি হল?

কর্ণ। নারী, কি বলছো তুমি?

মায়া। যত দিন যায় ভাবিস তোরা, যা কিছু হয়, তোর ইচ্ছাতে। তোর মনটি আমার মুঠোরই ভিতর—বুঝলে কিছু? হিঃ-হিঃ-হিঃ-হিঃ।

[প্রস্থান।

কর্ণ। নারী! নারী! শুনে যাও, চলে গেলে? চলে গেলে?

পরশুরামের প্রবেশ।

পরশু। কে চলে গেল কর্ণ?

কর্ণ। গুরুদেব? আপনি? প্রণাম। [প্রণাম]

পরশু। মনোবাসনা পূর্ণ হোক বৎস। কার সঙ্গে কথা বলছিলে কর্ণ?

কর্ণ। [নিরুত্তর] গুরুদেব।

পরশু। নিরুত্তর? কর্ণ! স্মরণ রেখো আমি তোমার গুরু। বলেছিলাম না, যে আমার নিকটে তোমার গোপনীয় কিছুই রাখা উচিত নয়!

কর্ণ। গুরুদেব! এক নারী—

পরশু। আশ্রম সন্নিধানে নারী?

কর্ণ। হ্যাঁ গুরুদেব, এক নারী আমাব মনটাকে চঞ্চল করে দিচ্ছে, আমার মনে হচ্ছে যেন এক মায়াবিনী রাক্ষসী আমার পিছনে তাড়া করেছে।

পরশু। ও কিছু নয় বৎস। মনের দুর্বলতা মাত্র।

কর্ণ। মনের দুর্বলতা নয় গুরুদেব, সত্যই তাকে আমার ভয় হচ্ছে।

পরশু। ভয় হচ্ছে? তোমার ভয় হচ্ছে? তুমি না জগতের মধ্যে শ্রেষ্ঠ বীর কর্ণ? আমার শিষ্য না তুমি? তোমার ভয়? ভয়কে তুচ্ছ জ্ঞান কর।

কর্ণ। সে ভয় নয় গুরুদেব। এই নারীকে আমি ঠিক বুঝতে পাবছি না, মানবী? না দানবী? না দেবী এই নারী?

পরশু। তুমি জানো না বৎস আমার কথা।
কি উদ্বেগে গেছে মোর দিন
চিরকাল বিচার বিহীন আমি,
মনে পড়ে পিতৃবধের নিতে প্রতিশোধ,
একাধিক বিংশবাব, কি নির্মম ভাবে,
নিঃক্ষত্রিয়া করেছি ধরণী।

কর্ণ। গুরুদেব! আজ আমাকে
গৃহে ফিরে যাবার অনুমতি করুন।
মন আমার বড়ই বিচলিত হয়েছে
বহুদিন করি নাই স্ত্রী পুত্র দর্শন।
আর—

পরশু। আর কি বৎস?
কর্ণ। না গুরুদেব, আর কিছু নয়।
ভাবছি সেই রাক্ষসীর কথা।
পরশু। বলেছি তো কর্ণ!
দূর কর তোমার মন হতে, চিন্তা আর ভয়,
ব্রাহ্মণের মনে, ক্ষণকালের জন্যও
ভয় থাকা উচিত নয়। ব্রাহ্মণ জেনেই
এই শব্দভেদী বাণ,
তোমাকেই শিক্ষা দিয়াছি।
তোমার ভয় কি বৎস! তুমি তো ব্রাহ্মণ।
কর্ণ। না গুরুদেব! আমি ব্রাহ্মণ নহি।
পরশু। ব্রাহ্মণ নহ?
তবে! কোন জাতি রে তুই?
কোন কুলে জনম রে তোর?
ব্রাহ্মণ জানিয়া তোরে,
নিঃসংশয়ে ব্রহ্ম অস্ত্র করিয়াছি দান।
বল প্রতারক! সত্য কেবা তুই?
পরিচয় রহস্য কি তোর?
নহে, মোর রোষবহ্নি হতে
বাঁচিবার নাহিকো উপায়।
কর্ণ। গুরুদেব! সম্বর তব ক্রোধ।
শিষ্য বলি একবার
পদাশ্রয় দিয়েছো দাসেরে।
নিষ্ফল কোর না প্রভু, করুণা তোমার।

অকপটে কহি সত্য, ভাস—
আভাষে বুঝহ আজি মন ব্যথা মোর।
নহি ব্রাহ্মণ, নহি গো ক্ষত্রিয় আমি।

পরশু। ক্ষত্রিয়-ও নহিস রে তুই!

কর্ণ। না প্রভু! নীচ আমি
জন্ম মোর অতি হীনকুলে—
জন্ম মোর নীচ কুলে সূতপুত্র আমি।

পরশু। সূতপুত্র! ছিঃ-ছিঃ-ছিঃ, নীচ সূতপুত্রে
শিক্ষা দেহী ব্রাহ্ম বিদ্রাযত?

কর্ণ। ক্ষমা কর গুরুদেব। উচ্চ হতেও,
অতি উচ্চ আশার তাড়নে,
জগৎ মাঝারে, শ্রেষ্ঠ বীরত্ব লোভের আশায়,
হিতাহিত জ্ঞানশূন্য আমি।
সূতপুত্র বলি, দ্রোণাচার্য ঠেলিলা চরণে।
অভিমানে আত্মহারা।
শুধু ধনুর্বিদ্যা শিক্ষা লাভ তরে,
করিয়াছি মিথ্যা প্রবঞ্চনা।
গুরু! ধরি চরণে তোমার,
পুত্র বলি, শিষ্য বলি, ক্ষমা কর মোরে।

পরশু। সূতপুত্র তুই? জন্ম লভি হীন সূতকুলে,
ব্রাহ্মণ বাঞ্ছিত উচ্চ আশা তোর?
তবে আশ্রমে প্রবেশের কালে,
দ্বিজ বংশধর বলি, কেন দিলি পরিচয়?

কর্ণ। দ্বিজ তুমি, গুরু তুমি, করিয়াছ শাস্ত্রের বিধান।

মন্ত্র, বিদ্যা দাতা যেই গুরু,
তাঁর বংশে দিতে পরিচয়,
আছে গুরু শিষ্যের এ অধিকার।

পরশু। না-না, শাস্ত্রকে করেছিস প্রতারণা।
মিথ্যার অন্তরালে অন্তরের সকল কথা
করিয়া গোপন, সত্যকে করেছিস প্রবঞ্চনা।
শোন রে হীন কুলাধম!
আসন্ন সময়ে তুই, দ্বৈরথ সমরে,
বিস্মরণ হয়ে যাবি, সর্ব শিক্ষা তোর।
অভিশাপ মোর না হবে নিষ্ফল।

[প্রস্থান।

কর্ণ। অভিশাপ! অভিশাপ!
চরণেতে ধরি চাহিলাম ক্ষমা,
তবুও দিলেন অভিশাপ? উত্তম।
আমিও করিলাম প্রতিজ্ঞা আজি,
দান, ব্রত, অতিথি সৎকারে,
খণ্ডন করিব তব ব্রহ্মা অভিশাপ
দাতাকর্ণ নাম মোর, জগতে রহিবে অটুট।

[প্রস্থান।

—দুই—

রাজ উদ্যান

দুর্যোধন ও পুরোচনের প্রবেশ।

দুর্যোধন। এই স্থানটাই বেশ নির্জন, কি বল পুরোচন?

পুরোচন। হ্যাঁ মহারাজ। এই স্থানটাই বেশ নির্জন, তার উপর এই বৃহৎ বটগাছটা আরও নির্জন করে রেখেছে।

দুর্যোধন। অন্ধকূপ কারাগারে আজ কি দেখে এলে পুরোচন?

পুরোচন। আজ আর কারও সাড়া শব্দ পেলাম না। মনে হোল আর বোধ হয় কেহই বেঁচে নেই মহারাজ।

দুর্যোধন। এতদিনে আমার মনোবাসনা পূর্ণ হোল। প্রতিজ্ঞা করেছিলাম, ছলে হোক, বলে হোক, আর কৌশল করেই হোক, গান্ধারের ওই বৃদ্ধ সুবল রাজা আর তার একশত পুত্রকে অনাহারে তিলে তিলে দগ্ধ করে মারবো।

পুরোচন। আমি জানি মহারাজ, আপনারা যজ্ঞ করেছেন বলে আপনার মাতামহ সুবল রাজ, আর আপনার একশত মাতুলকে আমিই তো গান্ধার হতে নিমন্ত্রণ করে নিয়ে এসেছি। কিন্তু কেন যে আপনি এভাবে তাদের সকলকে হত্যা করলেন তা আমি জানি না।

দুর্যোধন। যজ্ঞ করছি নয়? তবে শোন পুরোচন, আমি জানি, আমার প্রাণের চেয়ে আমার মানের দাম অনেক বেশী।

পুরোচন। জানি মহারাজ, আপনি মহামানী দুর্যোধন।

দুর্যোধন। আমার পিতা অন্ধ বলে, তাঁর সঙ্গে প্রতারণা করেছিল চতুর প্রবঞ্চক, ওই সুবল রাজ।

পুরোচন। আপনার পিতার সঙ্গে প্রতারণা করেছিলেন সুবল রাজ ?

দুর্যোধন। হ্যাঁ আমার মাতা গান্ধারীর কুমারী বয়সের সময়ে জ্যোতিষীরা গণনা করে বলেছিল, বিবাহ রাত্রে বৈধব্য যোগ।

পুরোচন। বিবাহ রাত্রে বৈধব্য যোগ ?

দুর্যোধন। সেই কারণ, সুবল রাজ তার মেয়ের বিবাহ দিয়েছিল একটা ছাগলের সঙ্গে।

পুরোচন। ছাগলের সঙ্গে মানুষের বিবাহ ?

দুর্যোধন। তারপর শোন পুরোচন, জ্যোতিষীর গণনা কিন্তু নিষ্ফল হয়নি। সেই রাত্রেই ছাগলটার মৃত্যু হয়।

পুরোচন। তারপর মহারাজ ?

দুর্যোধন। আমার অন্ধ পিতাকে প্রতারণা করে, কন্যা সম্প্রদান করেছিল ওই ধূর্ত সুবল রাজ।

পুরোচন। সে তো বহুকালের কথা, এতকাল পরে এসব কথা আপনি জানলেন কিরূপে মহারাজ ?

দুর্যোধন। সেদিন সভার মাঝে যুধিষ্ঠির আমাকে বললো অজপুত্র দুর্যোধন।

পুরোচন। অজপুত্র ? অজ মানে তো ছাগল ?

দুর্যোধন। হ্যাঁ, আমি বলেছিলাম, এস ভাই ধর্মপুত্র যুধিষ্ঠির এস। তার উত্তরে যুধিষ্ঠির বললো কিনা, অজপুত্র দুর্যোধন। ওঃ, কি বলবো পুরোচন ! অপমানে ঘৃণায়, লজ্জায় একেবারে যেন মরমে মরে গেলাম, সেই দিনই মনে হোল একদিনে এই পৃথিবীটাকে জ্বালিয়ে, পুড়িয়ে ছারখার করে ফেলি।

পুরোচন। মহারাজ!

দুর্যোধন। আমি ক্ষিপ্তপ্রায় হয়ে মাতা গান্ধারীর কাছে ছুটে গেলাম। তিনি একটি কথাও গোপন করেননি। সুবল রাজের হীন প্রতারণার কথা শুনে সেই দিনই প্রতিজ্ঞা করেছিলাম, এমন প্রতিশোধ নেবো যা দেখে জগৎশুদ্ধ লোক স্তম্ভিত হয়ে যাবে।

পুরোচন। মহারাজ! শান্ত হউন।

দুর্যোধন। হ্যাঁ শান্ত হবো সেই দিন, যেদিন যুধিষ্ঠিরকে এই জগৎ থেকে একেবারে বিলুপ্ত করতে পারবো, শোন পুরোচন!

পুরোচন। বলুন মহারাজ।

দুর্যোধন। এ কাজ তোমাকেই করতে হবে, কিন্তু খুব গোপনে। আমি জানি তুমিই পারবে এ কাজ করতে।

পুরোচন। হ্যাঁ মহারাজ! আমিই পারবো। নিশ্চয়ই পারবো। আমি যে অনার্য, আমার অসাধ্য কাজ এ জগতে কিছুই নেই। মহারাজের আদেশ পেলে, আমি মৃত্যুরাজকেও ভয় করি না।

দুর্যোধন। বারনাবতে জতুগৃহ নির্মাণ, তারপর অগ্নি সংযোগ, যুধিষ্ঠির, ভীম, অর্জুন, নকুল আর সহদেবকে একসঙ্গে, বুঝেছো? একসঙ্গে পুড়িয়ে মারতে হবে, পারবে?

পুরোচন। পারবো। নিশ্চয়ই পারবো মহারাজ। কিন্তু তাদের মা কুন্তীদেবীই বা বাদ যাচ্ছে কেন মহারাজ?

দুর্যোধন। কেউ বাদ যাবে না পুরোচন, কেউ বাদ যাবে না। ছেলেদের শোকে কুন্তীদেবীও তিলে তিলে দগ্ধে দগ্ধে প্রাণ হারাবে। ওই পাপীষ্ঠাই তো যুধিষ্ঠিরকে বলতে বলেছিল অজপুত্র দুর্যোধন।

পুরোচন। আমি বলি কি মহারাজ! এই সঙ্গে কুন্তীদেবীকেও বারনাবতে জতুগৃহে পাঠিয়ে দিন। আপনি একসঙ্গে আপনার

মাতুল বংশটা ধ্বংস করলেন, আর আমি একসঙ্গে এই পাণ্ডব বংশটা ধ্বংস করতে পারবো না?

দুর্যোধন। পাণ্ডব বংশ ধ্বংস! বাঃ! খাসা যুক্তি দিয়েছ পুরোচন, একি! কে আমার মাথায় আঘাত করলো?

পুরোচন। কেউ আঘাত করেনি মহারাজ, একটা বটফল গাছ থেকে পড়েছে, এই দেখুন।

দুর্যোধন। বটফল? [হাতে লইয়া দেখিয়া] হাঃ-হাঃ-হাঃ-হাঃ।

পুরোচন। হাঃ-হাঃ-হাঃ-হাঃ।

দুর্যোধন। পুরোচন! বিদ্রুপ করলে কেন?

পুরোচন। না মহারাজ! বিদ্রুপ করিনি তো।

দুর্যোধন। বিদ্রুপ করোনি? আমার হাসির মত নকল করে হাসার অর্থ কি বিদ্রুপ নয়?

পুরোচন। না মহারাজ। আমি অত অর্থ বুঝে হাসিনি। আপনি হাসলেন দেখে, আমিও হেসেছি।

দুর্যোধন। আমি কেন হেসেছি তা যদি বলতে না পারো, তা হলে জেনে রাখ, তোমার শাস্তি, মৃত্যু।

পুরোচন। মৃত্যুভয় আমাকে দেখাবেন না মহারাজ। যে দিন হতে আপনার মত খেয়ালি মহারাজের অনুগ্রহ লাভ করেছি, সেইদিন হতেই জেনেছি যে কোন সময়ে আমার মৃত্যু হতে পারে।

দুর্যোধন। উত্তম। আজ হতে মাত্র সাতদিন সময় দিলাম। সাতদিন পরে ঠিক এমনি সময়ে, আমি কেন হেসেছি, যদি সঠিক না বলতে পার, তোমারও শাস্তি কারাদণ্ড, ওই অন্ধকূপ কক্ষে।

[প্রস্থান।

পুরোচন। অন্ধকূপ কক্ষে। ছিলে তুমি স্বাধীন অনার্য, পরাধীন মন্ত্রী হবার সাধ হয়েছিল। হুঁশিয়ার দুর্যোধন, বিচলিত হয়ো না। তুমি জগতে এসেছ আনন্দ করবার জন্য, হাসবার জন্য। তবুও স্মরণ রেখ, তুমি দাস, দাসত্বের জীবন মৃত্যুরই নামান্তর। হ্যাঁ দেখতে হবে, ভেবে দেখতে হবে, কেন হেসেছেন মহারাজ দুর্যোধন। হাঃ-হাঃ-হাঃ-হাঃ। [প্রস্থানোদ্যত]

গীতকণ্ঠে সত্যবন্ধুর প্রবেশ।

সত্য।—

গান

হাঃ হাঃ-হাঃ-হাঃ
নকল করা হাসি তুমি হাসবে কত আর,
নকল হাসি শুনে আমার লাগছে চমৎকার,
বিশ্বপিতা ভাবছেন তোমার বাহাদুরী দেখে,
কিসে রক্ষা হবে তার বিশ্ব সংসার।
তুমি ভাবছ তোমার কাজ তুমিই করিবে,
ইচ্ছাময়ের ইচ্ছা পূরবে পূরবে না তোমার,
তুমি তাঁর মায়ার পুতুল যেমন নাচাবেন,
তেমনি তোমায় নাচতে হবে মিছে অহঙ্কার।

পুরোচন। কে তুমি ভাই?

সত্য। আমি সকলের বন্ধু, সকলেই আমার বন্ধু, যা সত্যপথ, তাই জানানোই আমার কাজ।

পুরোচন। আমার উপায় কি বল তো ভাই?

সত্য। তোমার উপায়? শোন তবে।

গান

সুন্দর আকাশ, সুন্দর বাতাস কে গড়েছে বলো?
সুন্দর এসব জগৎ সংসার কোথায় ছিল।
কে তোমায় এনেছে এই ধরণীর মাঝে।
তাহারে কাতর হৃদয়ে ডাক তাঁহাকে
জানাবেন তিনি তোমার উপায়।

[উভয়ের প্রস্থান।

—তিন—

খাণ্ডব প্রস্থ

অর্জুন ও কৃষ্ণের প্রবেশ।

অর্জুন। কৃষ্ণ! তুমি যে বললে জন্ম হোক যথা তথা, আর কর্ম হোক ভাল। এ কথাটা আমি ঠিক বুঝতে পারলাম না।

কৃষ্ণ। মানুষ আপন আপন জ্ঞান বুদ্ধিমত, যে যে রূপ কর্ম করে, সে সেইরূপ কর্মের ফল অনুযায়ী সেইরকম রূপ, দেহ, প্রাপ্ত হয়। আর সেই রকম সংসারে জন্মগ্রহণ করে। কর্মটাকে সৎ করতে হলে, সৎজ্ঞান আর সৎবুদ্ধি লাভ করা প্রয়োজন।

অর্জুন। সৎজ্ঞান আর সৎবুদ্ধি কি করে লাভ করা যায়?

কৃষ্ণ। সাধনা করে লাভ করতে হয়। সত্যযুগের সাধনা ছিল শ্রীবিষ্ণুর ধ্যান, ত্রেতাযুগের সাধনা ছিল যাগ, যজ্ঞ, হোম, আর এই দ্বাপর যুগের সাধনা হোল গো, ব্রাহ্মণ, আর অতিথিকে নারায়ণ জ্ঞানে সেবা করা একমাত্র সাধনা, অতিথি সৎকার।

অগ্নির প্রবেশ।

অগ্নি। অতিথি সৎকার, অতিথি সৎকার! ঠিক বলেছ বাবারা, অতিথি সৎকার। হেঃ-হেঃ-হেঃ-হেঃ, এইত বাবারা, তোমাদের ধরে ফেলেছি। আগে ভেবেছিলুম এই বিশ্ব-ব্রহ্মাণ্ডটা বুঝি একটুখানি, কিন্তু এখন দেখছি, ওরে বাবা, এর গোড়াও নেই, শেষও নেই। একেবারে অন্তঃসারশূন্য, শুধুই শূন্য, ধূ-ধূ, শূন্য, মহাশূন্য।

অর্জুন। কে তুমি বৃদ্ধ?

অগ্নি। দেখতেই তো পাচ্ছো বাবারা, আমি ক্ষুধার্ত ব্রাহ্মণ। প্রচণ্ড ক্ষুধা বাবারা, প্রচণ্ড ক্ষুধা। বিশ্ব-ব্রহ্মাণ্ডের ক্ষুধায় আমার জঠরানল জ্বলে যাচ্ছে। তোমরাই পারবে, হঁ্যা একমাত্র তোমরাই পারবে আমার এই বিশ্বগ্রাসী ক্ষুধার নিবৃত্তি করতে।

কৃষ্ণ। কি বলছো বৃদ্ধ? তোমার বিশ্বগ্রাসী ক্ষুধার নিবৃত্তি করতে আমরাই পারব?

অগ্নি। হঁ্যা বাবারা, তোমরা ছাড়া আর কেউ পারবে না। বল বাবারা, একবার বল; তোমরা আমাকে পেটভরে খেতে দেবে?

অর্জুন। এই খাদ্যহীন, গভীর বনের মাঝে কি খেতে দেব ব্রাহ্মণ?

অগ্নি। মাংস—মাংস, রাশি রাশি মাংস। খেতে দাও বাবারা!

কৃষ্ণ। রাশি রাশি মাংস? এত মাংস পাব কোথায় ব্রাহ্মণ?

অগ্নি। কেন? ওই খাণ্ডব বনে মাংসের অভাব? পশু-পক্ষী, জন্তু-জানোয়ার, যক্ষ রক্ষ দানব প্রচুর আছে বাবারা, প্রচুর আছে।

অর্জুন। অসম্ভব।

কৃষ্ণ। ওই বিরাট বনের জন্তু-জানোয়ার, সব হত্যা করে তোমাকে খেতে দেওয়া অসম্ভব।

অগ্নি। অসম্ভব? কৃষ্ণ আর অর্জুনের মুখে অসম্ভব কথাই শোভা পায় বটে! অসম্ভবই যদি হয়, বেশ চলে যাই। জনে জনে বলে বেড়াবো, ক্ষুধার্ত ব্রাহ্মণ আমি, তায় অতিথি। কৃষ্ণ আর অর্জুনের কাছ হতে বিরাট ক্ষুধা নিয়ে বিমুখ হয়ে ফিরে চলেছি।

অর্জুন। যেও না ব্রাহ্মণ! শোন, মনে হয়, সামান্য ব্রাহ্মণ নও তুমি।

অগ্নি। হেঃ-হেঃ-হেঃ-হেঃ! এই তো বাবা! বুঝতে পেরেছ, তাহলে খেতে দেবে তো?

অর্জুন। আগে তোমার সত্য পরিচয় দাও, কে তুমি?

অগ্নি। তোমরাও আগে সত্য করে বল বাবারা, আমাকে পেট-ভরে মাংস খাওয়াবে?

কৃষ্ণ। উত্তম। আমরা সত্য করেই বলছি তোমাকে পেট ভরে মাংস খাওয়াবো।

অর্জুন। বল, তোমার সত্য পরিচয় কি? তুমি কে?

অগ্নি। আমি অগ্নি, শ্বেতকী রাজার হোমযজ্ঞে, বহুকাল যাবৎ শুধুই ঘি খেয়ে খেয়ে মুখে অরুচি ধরে গেছে বাবা। এখন একমাত্র প্রচুর মাংস না খেলে, এ ক্ষুধামান্দ্য রোগ আমার সারবে না।

কৃষ্ণ। অগ্নি! তুমি নিজেই তো ওই খাণ্ডব বনটাকে দগ্ধ করে, তোমার ইচ্ছামত মাংস খেতে পারতে!

অগ্নি। সে চেষ্টা কি করি নাই কৃষ্ণ! যতবারই আমি ওই খাণ্ডব বনটাকে দগ্ধ করতে এগিয়ে গিয়েছি, মেঘপতি ইন্দ্র ততবারই আমাকে বাধা দিয়েছে।

কৃষ্ণ। কেন? তাতে ইন্দ্রের লাভ?

অগ্নি। লাভ কি ক্ষতি, তা জানি না কৃষ্ণ, বনের হাতীগুলো

শুঁড়ে করে জল এনে অবজ্ঞা ভরে আমার গায়ে ছিটিয়ে দিয়েছে। বড় বড় সাপগুলো মুখে করে জল এনে দূর থেকে আমার গায়ে ছুঁড়ে মেরেছে। তার উপর মেঘপতি ইন্দ্র, প্রচুর বর্ষণ দ্বারা আমাকে নিস্তেজ করে দিয়েছে, এখন তোমরা ছাড়া আমার আর কোন গতি নাই।

অর্জুন। কিন্তু এই অস্ত্রহীন অবস্থায়, ইন্দ্রের বিপক্ষে কিরূপে এগিয়ে যাব ব্রাহ্মণ?

কৃষ্ণ। শত যোজন বিস্তৃত ওই খাণ্ডব বন, ওই বিরাট জঙ্গলে, জন্তু-জানোয়ার ছাড়া বহু যক্ষ দানব নিশাচব বাস করে, একমাত্র বাহুবলের দ্বারা। তাদের কি জয় করা সম্ভব হবে অগ্নি?

অগ্নি। না, তা হবে না, তার উপর মেঘপতি ইন্দ্র আছে; আমি তোমাদের দুজনকে এমন অস্ত্র দেব, যক্ষ দানব তো তুচ্ছ। ইন্দ্রের শক্তি পর্যন্ত চূর্ণ-বিচূর্ণ হয়ে যাবে।

অর্জুন। তুমি? তুমি আমাদের সেইসব অস্ত্র দেবে?

অগ্নি। হ্যাঁ আমি, আমিই তোমাদের সেইসব দেব কৃষ্ণ। আর অর্জুন! তোমরা দুজনে যখনই একত্র হয়েছ, আমি তখনই জেনেছি আগুন আপনা হতেই জলে উঠেছে, এখন শুধু ইন্ধন চাই অর্জুন, শুধু ইন্ধন জোগান চাই।

কৃষ্ণ। সে ইন্ধন কে জোগাবে অগ্নি?

অগ্নি। এখন আর চালাকি করা চলবে না কৃষ্ণ। তোমরা আমার কাছে সত্য করেছ, তোমাদের দুজনের হাতে আমার মন্ত্রঃপূত সজীব অস্ত্রগুলি তুলে দেব, তোমরা যখন দুদিক থেকে দুজনে আমার ইন্ধন জোগাতে থাকবে, তখন আমি শতগুণে তেজোদ্দীপ্ত হয়ে বলীয়ান হয়ে উঠব।

কৃষ্ণ। তবে দাও তো অগ্নি, কোথায় রেখেছ তোমার মন্ত্রঃপূত সজীব অস্ত্র।

অগ্নি। ধীরে কৃষ্ণ ধীরে। অতটা অধীর হয়ো না।

অর্জুন। আবার ধীরে কেন অগ্নি? আজই এই দণ্ডেই খাণ্ডব বনের, ধ্বংসযজ্ঞের আরম্ভ হোক। আর তুমি মনের সাধে তোমার উদর পূর্ণ করতে থাক।

অগ্নি। তবে এস আমার সঙ্গে, তোমাকে দিব অর্জুন, অক্ষয় যুগল তূণ, গাণ্ডীব ধনু আর কপিধ্বজ রথ, যা পেলে তোমার মত বীর জগতে অজেয় হয়ে থাকবে। আর যদুপতি কৃষ্ণ! তোমাকে দিব কৌমদকী গদা, আর সুদর্শন চক্র। তুমি ছাড়া আর কেউ সুদর্শন চক্রের মর্যাদা রাখতে পারবে না। এস—এস, হেঃ-হেঃ-হেঃ।

[প্রস্থান।

অর্জুন। চল সখা!

[হাত ধরিয়া প্রস্থান।

—চার—

অন্ধকূপ কারাগার

তিনটি পাশা হাতে শকুনির প্রবেশ।

শকুনি। হ্যা-হ্যা-হ্যা, এই পাশা! এইবার ঠিক হয়েছে, কি বাবা! দেখছো কি? এ যে তোমারই হাড়ের পাশা। এই পাশাই হবে ধ্বংসযজ্ঞের মারণ অস্ত্র। তুমিই তো বলেছ বাবা, এই পাশা হতেই কুরুবংশ ধ্বংস হবে! আমার নিরানব্বইটা ভাই এক একটা করে, অনাহারে তৃষ্ণায় ছাতি ফেটে শুকিয়ে কুঁকড়ে আড়ষ্ট হয়ে মরে গেল। আমি শকুনি, এখনও আমার বুকটা একটুও কাঁপেনি, একটুও টলেনি, শুধু তোমার আশীর্ব্বাদে বাবা। তোমার ঋণ পরিশোধ করবার জন্য আমি শুধু বেঁচে আছি। তোমার অন্তিম সময়ে আমি যে তোমাকে কথা দিয়েছি বাবা। প্রতিশোধ নেব, সেই প্রতিশোধ নেবার জন্য আশায় বুক বেঁধে এখনও বেঁচে আছি। উঃ বড় কষ্ট, এই অন্ধকূপ কারাগারে বড় কষ্ট। তার উপর বাতাস নেই, পচা দুর্গন্ধে প্রতি মুহূর্তে আমার নিশ্বাস বন্ধ হয়ে আসছে। দুর্যোধন! দুর্যোধন!

পুরোচনের প্রবেশ।

পুরোচন। কে? কে মহারাজের নাম ধরে ডাকলে? এইদিক থেকেই শব্দটা এলো না? কে? কে দুর্যোধন বলে ডাকলে?

শকুনি। আমি—ওহে আমি, এই অন্ধকূপ কারাগারের জানালায় লক্ষ্য কর।

পুরোচন। কে তুমি? শুষ্ক মুখ, বীভৎস চেহারা। ওহো, চিনতে পেরেছি। তুমি সেই সুবল রাজার বেটা না? তুমি জীবিত না মৃত? অথবা প্রেতাত্মা তুমি তার?

শকুনি। না ভাই আমি মরিনি, এখনও বেঁচে আছি।

পুরোচন। বেঁচে আছ? শুধু তুমিই বেঁচে আছ? না তোমার আর কেউ এখনও বেঁচে আছে?

শকুনি। না ভাই, আর আমার কেউ বেঁচে নেই।

পুরোচন। তোমরা কি আগে জানতে পারোনি, যে এটা দুর্যোধনের ষড়যন্ত্র?

শকুনি। ষড়যন্ত্র! ষড়যন্ত্র! ও-হোঃ-হোঃ! আমারই ভগ্নী গান্ধারী, তার ছেলেরা যজ্ঞ করছে শুনে, আনন্দে আত্মহারা হয়ে আমরা সকলেই এখানে ছুটে এলাম।

পুরোচন। তারপর এসে দেখলে, যজ্ঞ টজ্ঞ সব মিথ্যা কথা; দুর্যোধনের চক্রান্ত, কেমন?

শকুনি। চক্রান্ত! চক্রান্ত! সত্যই চক্রান্ত, যখন দেখলাম হস্তিনার রাজপুরীর পরিবর্তে এই নির্জন অন্ধকূপ কারাবাস; তখনই ভাবলাম ভীষণ চক্রান্ত, তার উপর মাত্র একজনের মত খাদ্য আর পানীয়ের ব্যবস্থা। ওঃ! কি বলবো ভাই! আমার বাবা তার নাতি, বড় আদরের নাতি এই দুর্যোধনের তীক্ষ্ণ বুদ্ধি রপ্রশংসা না করে থাকতে পারেন নি।

পুরোচন। তোমার বাবা তাঁর মৃত্যুর পূর্বে জানতে পেরেছিলেন যে, দুর্যোধনের শুধু তীক্ষ্ণ বুদ্ধি?

শকুনি। হ্যাঁ। আর আমাকেও বলেছিলেন, শকুনি! তুমি আমার ছোট ছেলে, ওই খাদ্য আর পানীয়, একমাত্র তুমিই খেয়ে বেঁচে থাক;

তোমার অনেক কাজ বাকী আছে, ও-হোঃ-হো বাবা! বাবা! আমি এখনও মরিনি, আমার যে অনেক কাজ বাকী আছে। হাঃ-হাঃ-হাঃ।

পুরোচন। তুমি হাসছ?

শকুনি। আমি হাসবো না ত আর কে হাসবে ভাই? আমি যে এখনও বেঁচে আছি।

পুরোচন। আমি তোমার সঙ্গী হবার জন্য একটু পরেই এখানে আসছি।

শকুনি। কেন? দুর্যোধনের সঙ্গে তোমার ভগ্নীর বিবাহ দিয়েছ নাকি?

পুরোচন। না, তা নয়।

শকুনি। তবে আর তোমার এমন কি অপরাধ হতে পারে? আমাকে দেখতে পাচ্ছ?

পুরোচন। হ্যাঁ।

শকুনি। ওই উপরে তাকিয়ে দেখ দেখি, কিছু দেখলে? কিছু না, কেমন? কোন শব্দ শুনতে পেলে কি? করুণ সুরের আর্তনাদ?

পুরোচন। কই, না তো।

শকুনি। অপদার্থ, তা যাই হোক, আমার একটু উপকার করতে পারবে?

পুরোচন। বল না, কি উপকার করতে হবে?

শকুনি। আমার মুক্তি, আমি মুক্তি চাই। আমি বাঁচতে চাই, আর পারছি না পচা দুর্গন্ধে প্রতি মুহূর্তে, আমার নিশ্বাস বন্ধ হয়ে আসছে।

পুরোচন। তুমি বলছ তুমি মুক্তি চাও কিন্তু, আমি তোমাকে কিভাবে মুক্তি দিতে পারি ভাই?

শকুনি। ওঃ তাও তো বটে, আচ্ছা দুর্যোধনকে বোল, তোমার ছোট মাতুল শকুনি, এখনও বেঁচে আছে; না-না. ওকথা বোল না ভাই, যদিই বা এখনও বেঁচে আছি, তাও হয়তো আর বাঁচতে দেবে না। তার চেয়ে তোমার অপরাধের কথাটা বল, তাই শুনি।

পুরোচন। আমার অপরাধের কথা, কি শুনবে বল। একটা বটফল! মহারাজের মাথার উপর পড়ে, ফলটা ফেটে গেল। সেই ফলটা হাতে নিয়ে দেখে, কি চিন্তা করলেন, তারপব হঠাৎ মহারাজ হা-হা করে হেসে উঠলেন।

শকুনি। সেই কাটা ফলটা দেখে, দুর্যোধন ভেবে দেখবার পর হেসে উঠলো, কেমন? তারপর?

পুরোচন। মহারাজ হাসলেন দেখে, আমিও হেসেছিলাম। মহারাজ অমনি আমাকে সাতদিন সময় দিয়ে বললেন, কেন তিনি হেসেছিলেন, যদি না বলতে পারি আমারও শাস্তি এই অন্ধকূপ কারাগার। আজ আমার শেষ দিন তাই রাজসভায় চলেছি।

শকুনি। কি বলবে ঠিক করেছ?

পুরোচন। কিছুই না, কি আর বলবো? মহারাজ হেসেছিলেন, তাই দেখে আমিও হেসেছি।

শকুনি। অর্থাৎ চাটুকারের যা কাজ, তাই তুমি করেছ। কেমন? দাঁড়াও, ভেবে দেখি সত্যই তো বটফল ফাটার সঙ্গে হাসির কি সম্বন্ধ থাকতে পারে? [মাথায় টোকা] ওঃ, বুঝেছি হাঃ-হাঃ-হাঃ, হাঃ-হাঃ-হাঃ।

পুরোচন। সেকি, হেসে একেবারে লুটিয়ে পড়লে যে!

শকুনি। আমার হাসি দেখে কই হাসলে না তো? এ তো

আর তোমার মহারাজের হাসি নয়, তা যাই হোক, তুমি তোমার মহারাজকে বোল, বটফলটা ফেটেছিল খুবই সত্য আর তাতে শত শত বীজও আছে। সব বীজে যদিও গাছ হয়, কিন্তু সব গাছ বাঁচে না। বাঁচলে শুধু বটগাছেতেই পৃথিবী ভরে যেত, তার প্রমাণ আমার বাবা আর একশত ভাই আমরা। যাও, নিশ্চিন্ত মনে চলে যাও।

পুরোচন। আচ্ছা, তবে আসি, নমস্কার।

[প্রস্থান।

শকুনি। বটে দুর্যোধন! তোমার এতখানি সুবুদ্ধি হয়েছে? তবে আর যায় কোথায়? [মাথায় টোক।] কি বাবা? হাসছো? হাসো, প্রাণ খুলে হাসো। এই পাশা! উল্টে দেবে, সব উল্টে দেবে। এই এক, এই দুই, এই হাঃ-হাঃ-হাঃ—[প্রস্থানোদ্যত]

সত্যবন্ধুর প্রবেশ ও গীত।

সত্যবন্ধু।—

বন্ধু, বন্ধু রে আমার,
বন্ধু ছাড়া এ জগতে সবই অন্ধকার।
যা হবার তা হবেই বন্ধু,
তুমি মিছে কেন কর অহংকার।
পান্থশালার পথিক তুমি,
কেন ভুলে যাও,
যে তোমায় এনেছে ভবে,
তাকে তুমি চাও।
সে ছাড়া আর কোনও উপায়,
কোনও গতি নাই।
যে জানে, যে ভাবে কেবল,
বিচিত্র এই সংসার।

শকুনি। দাঁড়াও, যেও না শোন, কে তুমি?

সত্যবন্ধু। আমি বন্ধু, সকলেই আমার বন্ধু।

শকুনি। আর কি বললে? যা হবার তাই হবে?

সত্যবন্ধু। হ্যাঁ বন্ধু, ঘটনার পর ঘটনা স্রোত, আপনিই বয়ে যায়। কেউ তার গতিরোধ করতে পারে না।

শকুনি। হুঁ, আর কি বললে? বিচিত্র সংসার?

সত্যবন্ধু। পরে কি ঘটবে, আগে থেকে লেখা হয়ে যায়। তাই তো বলি, বিচিত্র এই সংসার।

শকুনি। হুঁ, আচ্ছা যাও।

[গান গাহিতে গাহিতে সত্যবন্ধুর প্রস্থান।

শকুনি। বিচিত্র সংসার, হ্যাঁ বিচিত্র বইকি। হাঃ-হাঃ-হাঃ।

[প্রস্থান।

—পাঁচ—

খাণ্ডব-প্রস্থ

অর্জুন ও কৃষ্ণের প্রবেশ।

কৃষ্ণ। ওই, ওই শোন অর্জুন!
ইন্দ্রের মুহুর্মুহু কি ভীষণ বজ্রধ্বনি।
ওই শোন খাণ্ডবের, কি বিকট চিৎকার।
যেন মহাপ্রলয় হইবে আজি,
এ তো যুদ্ধ নয়, নয় মল্লযুদ্ধ,
শুধু ধ্বংস, ধ্বংস হয় খাণ্ডবের বন।

অর্জুন। হেন যুদ্ধ, কেহ দেখে নাই, শোনে নাই কেহ,
দেবতা আর মানবের সংঘর্ষ।
অলক্ষিতে দেবতা ইন্দ্র,
আর প্রকাশ্যে আমরা মানব দুজন।
তুমি আর আমি,
নিজ জীবন করিয়া তুচ্ছ,
দাঁড়ায়েছি দেবতার বিরুদ্ধে।

কৃষ্ণ। ওই, ওই দেখ অর্জুন,
মেঘের অন্তরালে থাকি
বজ্রদণ্ড লয়ে হাতে,
ধেয়ে আসে মেঘরাজ ইন্দ্র।

অর্জুন। ওঃ। কি ভীষণ কুজ্মটিকা সম,
অন্ধকার হইল আকাশ।

উচ্চরবে ডাকে পক্ষীকুল,
পরিত্রাহি ডাক ছাড়ে
সিংহ ব্যাঘ্র ভল্লুকাদি জন্তু-জানোয়ার।
ওই দেখ কৃষ্ণ,
দেবরাজ ইন্দ্র আশ্বাসিছে সবে
মাভৈ মাভৈ রবে।

কৃষ্ণ। আমাকেও একদিন, একাকী ওই ইন্দ্রের কবল হতে, গোকুলের ব্রজবাসীগণের রক্ষার জন্য মাভৈ রবে তুলিতে হয়েছিল গোবর্ধন-গিরি। কিন্তু আজ, অস্ত্র লয়ে হাতে, রক্ষা নয়, করিতেছি সংহার। সংহার! শুধু ক্ষুধার্ত ব্রাহ্মণ অগ্নির অনুরোধে।

অগ্নির প্রবেশ।

অগ্নি। হ্যাঁ আমারই অনুরোধে।
ভীষণ ক্ষুধার্ত আমি।
আমাকে আহুতি দিলে
আশীর্বাদে আমার, পুণ্য ছাড়া
পাপ না স্পর্শিবে তোমাদের।

অর্জুন। ব্রাহ্মণ, বায়ুবাণ! অগ্নিবাণ!
একসঙ্গে করিয়াছি ত্যাগ।
লেলিহান শিখা তুলি তব,
তাণ্ডব নৃত্যের তালে তালে।
অগ্রসর হও তুমি খাণ্ডবের গভীর জঙ্গলে।
আমরা দুজনে মিলি করিয়া সংহার,
আহুতি দেই খাণ্ডবের যত প্রাণীগণ।

অগ্নি।　　অতি উত্তম কথা বলেছ বাবারা.
আমার আশীর্বাদে তোমরাই
জগতে অনেক কীর্তি রেখে যাবে।

কৃষ্ণ।　　আশীর্ব্বাদে কাজ নাই অগ্নি!
তুমি ক্ষুধার্ত ভীষণ, এখন যাও।
মনের সাধে করিতে থাক উদর পূরণ।

অগ্নি।　　কৃষ্ণ! তুমি আরও তুলে ধর
তোমার সুদর্শন চক্র। আচ্ছাদন কর ইন্দ্রের গতি,
হঁ্যা ভাল কথা! চক্র যেন করিও না ত্যাগ ইন্দ্রের প্রতি।
যার নামে চক্র তুমি করিবে ত্যাগ,
শির তার স্কন্ধচ্যুত করিয়া নিশ্চয়,
আপনি আসিবে পুনঃ তব করে ফিরি।

[প্রস্থান।

কৃষ্ণ।　　ওই দেখ অর্জুন! অসংখ্য নিশাচরগণ।
ওই শোন, যক্ষ রক্ষ পরিত্রাহি রবে,
ডাক ছাড়ি করিছে চিৎকার।
কি ভীষণ কোলাহল,
ধর, ধর, অর্জুন গাণ্ডীব তোমার,
ওই বুঝি ধেয়ে আসে একত্রে সবে।

ময় দানবের প্রবেশ।

ময়। রক্ষা কর, রক্ষা কর আমারে অর্জুন। [পদতলে বসিল]

অর্জুন। ওঠো আর্ত! [ময়কে তুলিয়া] কে তুমি?

ময়। আমি দানব। আমি শিল্পীরাজ।

কৃষ্ণ। শিল্পীরাজ?

ময়। হ্যাঁ কৃষ্ণ! আমি শিল্পীরাজ। বিশ্বকর্মা যেমন দেবতাদের শিল্পী, দানবদের মধ্যে আমিই শ্রেষ্ঠ শিল্পী। আমাকে এত শীঘ্র নষ্ট কোর না কৃষ্ণ। জগতের অমূল্য সম্পদ আমি। আমার তুল্য শিল্পী জগতে আর একজনও নেই।

অর্জুন। তোমার মনে এত দর্প? তাই বুঝি প্রাণের মমতা এত বেশী তোমার!

কৃষ্ণ। কিন্তু কতকাল তুমি বেঁচে থাকবে দানব? আজ রক্ষা পেলেও একদিন তো তোমাকে মরতে হবেই, চিরস্থায়ী তো কিছুই নয়।

ময়। জানি কৃষ্ণ! চিরস্থায়ী কিছুই নয়, আরও জানি চিরদিন কেউ বেঁচে থাকবে না। একদিন সকলকেই মরতে হবে। তবুও আমার বৃদ্ধ পিতা মাতা স্ত্রী পুত্র কন্যা সকলের জীবন বিপন্ন জেনেও, ওই মৃত্যুর করালগ্রাসের মধ্যে তাদের ফেলে রেখে, লেলিহান অগ্নির শিখা ভেদ করে, আমি শুধু আমার, নিজের জীবন বাঁচাতে তোমাদের কাছে ছুটে এসেছি।

অর্জুন। তোমার পিতা মাতা স্ত্রী পুত্র কন্যা সকলের মৃত্যু নিশ্চিত জেনেও, শুধু তোমার নিজের জীবনটা বাঁচাবার জন্য, ছুটে এসেছ কিসের আশায়?

ময়। কিসের আশায়? বলতে পার অর্জুন এ জগতে জীবের সবচেয়ে প্রিয় কে? পিতা মাতা স্ত্রী পুত্র কন্যা—না, নিজের এই দেহটা?

অর্জুন। তোমার নিজের দেহটাই তোমার সবচেয়ে প্রিয় বলেই মনে করি।

ময়। কৃষ্ণ! তুমি কি বলিতে চাও?

কৃষ্ণ। আমি জানি, জীবের নিজ আত্মার চেয়ে প্রিয় তার আর কিছু নেই।

ময়। হ্যাঁ। জীবের নিজ আত্মার চেয়ে প্রিয় তার আর কিছু নেই, পিতা মাতা স্ত্রী পুত্র কন্যা—এমন কি নিজের দেহটাও একদিন নিঃশেষ হয়ে যাবে। কিন্তু আশায় জীব বেঁচে থাকতে চায়। কৃষ্ণ! আমার সেই আশা, এখনও পূরণ হয়নি! অতৃপ্ত আত্মা আমার, আশা নিয়ে চলে গেলে, আবার যে সেই আত্মাকে সেইরকম দেহ নিয়ে, ফিরে আসতে হবে কৃষ্ণ!

কৃষ্ণ। দানব! তুমি দানবকুলে জন্মেছ বটে, কিন্তু সামান্য দানব নও তুমি, দেবতাদের ন্যায় জ্ঞানে পূর্ণ তোমার মন।

ময়। জ্ঞানে পূর্ণ কি তা জানি না কৃষ্ণ, তবে বাসনা আমার অতি প্রবল। সেই বাসনা পূরণ করে, আত্মাকে তৃপ্তি দিতে পারলে, তখন মরণেও আমার কোন দুঃখ থাকবে না।

অর্জুন। তোমার নাম কি দানব?

ময়। নাম নিয়ে তো জন্মি নাই অর্জুন! দানবেরা ময় নামে ডাকে আমাকে।

কৃষ্ণ। তাহলে বাসনা বিহীন হয়ে তুমি মরতে চাও? কি বাসনা তোমার পূর্ণ করতে চাও দানব?

ময়। আমি জানি কৃষ্ণ, দেবতাদের কোন বাসনা নেই, আমি বাসনা বিহীন হয়ে, সেই দেবকুলে যেতে চাই। আমাকে সেই সুযোগ দাও কৃষ্ণ, সেই সুযোগ দাও।

কৃষ্ণ। কি এমন কর্ম করতে চাও দানব? যে কর্ম করলে, তোমার আত্মা বাসনা মুক্ত হবে?

ময়। আমি এমন একটা অক্ষয় কীর্তি রেখে যেতে চাই, যা দেখে জগতের সমস্ত মানব, দানব তো দূরের কথা, দেবতারাও আনন্দে আমাকে আশীর্বাদ করবেন।

অর্জুন। এমন কীর্তি রেখে যেতে চাও, যা শুধু দেখে মানব, দানব, এমন কি দেবতারাও পর্যন্ত আনন্দিত হবে, তোমাকে আশীর্বাদ করবেন?

ময়। হ্যাঁ অর্জুন! আমি দানব বটে, কিন্তু আমার মনে হয়, একসঙ্গে বহু আনন্দ দান করলে, বহু আশীর্বাদ লাভ করা যায়। আর সঙ্গে সঙ্গে আত্মার উর্ধ্বগতি লাভ হয়। তোমাদের এই খাণ্ডব-প্রস্থে, আমি এমন একটা গৃহ নির্মাণ করে দেব যে গৃহ দেবরাজ ইন্দ্রের সভাকেও ম্লান করে দেবে।

কৃষ্ণ। ইন্দ্রের সভাকেও ম্লান করে দেবে? আর এমন গৃহ তুমি নিজে নির্মাণ করবে?

ময়। হ্যাঁ কৃষ্ণ! আমি নিজেই নির্মাণ করবো। আর সেই গৃহের নাম হবে ইন্দ্রপ্রস্থ সভা। সেই; সভাগৃহ তোমাকেই দিতে চাই অর্জুন!

অর্জুন। না দানব, তোমার জীবন রক্ষার বিনিময়ে আমি কিছুই নিতে চাই না। তুমি নির্ভয়ে নিশ্চিন্ত মনে যেখানে ইচ্ছা চলে যেতে পার।

ময়। বিনিময় নয়, দান নয়, নয় প্রতিদান,
শুধু আমার আত্মার তৃপ্তি সাধন কৃষ্ণ!
আমাকে নিরাশ করো না তুমি।

কৃষ্ণ। সত্যপ্রিয় ধর্মরাজ যুধিষ্ঠির যদি নিতে চান,
তুমি তাঁর কাছে যাও।

ময়। 　　বেশ, ভাল কথা বলেছ কৃষ্ণ!
যাব, যাব আমি ধর্মরাজ যুধিষ্ঠির পাশে,
কহিও তাহারে,
রাজসূয় যজ্ঞের করিতে অনুষ্ঠান।

অর্জুন। 　　রাজসূয় যজ্ঞ করিতে বলিবে?

ময়। 　　আমি আছি চিন্তা কি তোমার?
সকলই জোগাবো আমি।
তুমি যাবে নিমন্ত্রিতে, জগতের রাজন্যবর্গে।
মৈনাক পর্বতের পাশে আছে বিন্দু সরোবর।
লুকায়িত আছে সেথা,
বিরাট এক মণিময় ভাণ্ড।
জগতের অমূল্য সম্পদ, তাহাও আনিয়া দিব।
দানবরাজ বৃষপর্বার, আছে এক প্রচণ্ড গদা।
শক্তি তার লক্ষ গদা তুল্য।
সেই গদা আনিয়া দিব মধ্যম পাণ্ডবে।
আর তোমাকে যৌতুক দিব অর্জুন,
দেবদত্ত নামে, সুস্বন এক মহাশঙ্খ।
কৃষ্ণ! তোমাকে কি দিব?

কৃষ্ণ। 　　আমাকে কি দিবার বাসনা হয় তোমার?

ময়। 　　হ্যাঁ! বাসনা কামনা যাহার,
তুলে দিয়ে তাহারই চরণে
চলে যেতে চাই আমি,
অসীম ওই মহাশূন্যের অন্তরালে।

কৃষ্ণ। 　　দানব! তুমি কি মুক্তি পেতে চাও?

ময়। না কৃষ্ণ! মুক্তি আমি চাই না—
যতকাল জগৎ থাকিবে,
ততকাল আমিও থাকিতে চাই।
কিন্তু কৃষ্ণ! দেবতার মত, দেবতার সম্পদ,
সুখ শান্তি প্রীতি তৃপ্তি আর আনন্দ পেতে চাই।
[যাইতে যাইতে ফিরিয়া]
আর সবার মূলে চাই প্রাণখোলা হাসি,
প্রাণখোলা হাসি আমি হাসতে চাই;
হাঃ-হাঃ-হাঃ-হাঃ।

[প্রস্থান।

অর্জুন। ওই, ওই দেখ কৃষ্ণ! কি ভীষণ প্রচণ্ড তেজে,
অগ্রসর হতেছে অগ্নি।
মনে হয়, আজই, এখনই ধ্বংস হবে খাণ্ডবের বন।
অগ্নি! অগ্নি! উত্তরের পথে হও, আরও অগ্রসর।
কৃষ্ণ আর আমি আছি পশ্চাতে তোমার।
খাণ্ডবের ধ্বংসলীলা, আজই হয়ে যাক শেষ।
চলে এস কৃষ্ণ।

[উভয়ের প্রস্থান।

———

দ্বিতীয় অংক

—এক—

রাজ-বহির্বাটি।

দুর্যোধনের প্রবেশ।

দুর্যোধন। এই সেই বটফল। এই ফাটা বটফলটাই দেখে, ভেবেছিলাম, এই ফলের মধ্যে শুধু বীজ আর বীজ। এর এক একটা বীজে যদি এক একটা গাছ হয়, আর প্রতি গাছে যদি লক্ষ লক্ষ ফল হয়, তাহলে শুধু বটগাছেতেই পৃথিবী ভরে যাবে। পরমুহূর্তেই ভেবেছিলাম, সব বীজে তো গাছ হয় না, আর হলেও, সব গাছ কিন্তু বেঁচে থাকে না। তার প্রমাণ, আমার মাতামহ সুবল রাজ আর তার এক শত পুত্র। তাদের প্রত্যেকের একশত করে পুত্র হওয়া তো দূরের কথা, তাদের একজনও আর বেঁচে নেই। পুরোচন! পুরোচন!

পুরোচনের প্রবেশ।

পুরোচন। নমস্তে মহারাজ! আজ্ঞা করুন কি করিতে হবে!

দুর্যোধন। আমি কেন হেসেছিলাম, তাই বলতে হবে।

পুরোচন। আপনি কেন হেসেছিলেন, তা আপনিই বলতে পারেন! আর যে লোকটা আমাকে বললো, সব বীজে গাছ হয় না, আর হলেও সব গাছ বেঁচে থাকে না। তার প্রমাণ সে নিজে। সেই লোকটা বলতে পারে।

দুর্যোধন। কোন লোকটা?

পুরোচন। আপনার ছোট মাতুল শকুনি। অন্ধকূপ কারাগারে, একমাত্র সেই-ই শুধু বেঁচে আছে।

দুর্যোধন। ছোট মাতুল শকুনি; সেই-ই শুধু বেঁচে আছে? আর সেই-ই আমার প্রশ্নের উত্তর বলে দিয়েছে?

পুরোচন। সে ছাড়া আর কে বলবে মহারাজ? আপনি কি মনে করেছিলেন, কেনই বা হেসেছিলেন, অনেক ভেবেও যখন কিছুতেই কিছু ঠিক করতে পারলাম না, তখন ভাবলাম, আমি আগে যেমন কর্ম করেছি, তার ফল আমাকেই তো ভোগ করতে হবে। আমি ভাবলেও করতে হবে, আর না ভাবলেও করতে হবে।

দুর্যোধন। আজ যে দেখছি, দিব্যজ্ঞান হয়েছে তোমার?

পুরোচন। তাই ভেবে স্থির করলাম, আমার কর্মের ফল দেবার জন্য যিনি ভাবছেন, তিনিই বসে বসে ভাবুন না কেন!

দুর্যোধন। মৃত্যুদণ্ডে দণ্ডিত হয়েও, তোমার ভয় হচ্ছে না?

পুরোচন। কিছু না। জন্মেছি যখন, মৃত্যু তো একদিন হবেই। আর যেদিন আমার মৃত্যু হবে; সেদিন ভয় করলে কি আমি মৃত্যুর হাত হতে রক্ষা পাবো মহারাজ?

দুর্যোধন। পুরোচন! মনে রেখো, কার সম্মুখে দাঁড়িয়ে আজ তুমি এইসব বড় বড় তত্ত্বকথা বলছো!

পুরোচন। ও হোঃ ভুলে গিয়েছি, আমার ধৃষ্টতা ক্ষমা করুন মহারাজ! অনার্য আমি, অভ্যাসের দোষ। ভুলে গিয়েছি আপনি মহারাজা, আর আমি আপনার বেতনভোগী অন্নদাস, আপনার আদেশ পালন করাই আমার কর্তব্য।

দুর্যোধন। তবে এই লও তরবারি, যাও ওই মুহূর্তে অন্ধকূপের লোকটার শিরচ্ছেদ করে—

পুরোচন। মহারাজ! আপনার পায়ে ধরি। [পদতলে বসিয়া] তার মত লোকের জীবনটা নষ্ট করবেন না মহারাজ, একদিন সেই-ই আপনার বহু কাজে লাগবে। তার মত তীক্ষ্ণ-বুদ্ধিসম্পন্ন লোক আমি আর একজনও দেখিনি! আমি ঠিক চিনেছি তাকে মহারাজ, একমাত্র সেই-ই আপনার মন্ত্রী হবার উপযুক্ত লোক।

দুর্যোধন। সেই-ই আমার মন্ত্রী হবার উপযুক্ত লোক? উত্তম। যাও সসম্মানে তাকে এখানে নিয়ে এস! দাঁড়িয়ে ভাবছ কি?

পুরোচন। ভাবছি, তাকে মুক্তি দিলেন! না, শাস্তি দিতে নিয়ে আসছেন মহারাজ?

দুর্যোধন। আমাকে ঠিক বিশ্বাস করা যায় না, কেমন? আমি যে দুর্যোধন, তুমি নির্ভয়ে তাকে এখানে নিয়ে এস। আমি মন্ত্রীত্বই তাকে দিতে চাই। বুঝেছ, যাও। [পুরোচনের প্রস্থান।] ছোট-মাতুল শকুনি ঠিকই ধরেছে আমার মনের কথা। মানুষ যা মনে করে, তার আপনজন এমন কে আছে যে মনে করবার সঙ্গে সঙ্গে জানতে পারবে কি মনে করেছে সে? স্ত্রী? পুত্র? কন্যা? বন্ধু? না, তারাও তা জানতে পারে না, একমাত্র জানতে পারে সে, যে তীক্ষ্ণ-বুদ্ধিসম্পন্ন, যার স্বভাব ঠিক তারই মত। আমার কি এমন একজনও নেই যে বলতে পারে আমি কি চাই?

কর্ণের প্রবেশ।

কর্ণ। আছে বন্ধু! আছে বৈকি, আমি আছি, আমি বলতে পারি যে তুমি কি চাও।

দুর্যোধন। তুমি? বন্ধু কর্ণ? উপযুক্ত সময়ে তুমি এসেছ ভাই।

বন্ধুহীন, সহায়হীন, তার উপর ভীম আর অর্জুনের দম্ভভরা আস্ফালনে জীবনটা আমার বড়ই দুর্বিসহ হয়ে উঠেছে।

কর্ণ। বেদনা-ভরা কাতর হৃদয়ে, যেদিন তোমারই কাছে বিদায় নিয়ে চলে গেলাম দূরে, বহু দূরে। হিমালয়ের সেই দূর পাদদেশে। গুরু পরশুরামের নিকট ধনুর্বিদ্যা শিখবার আশায়। মনে ছিল প্রতিজ্ঞা আমার, অর্জুনে পরাজিত করি শ্রেষ্ঠ ধনুর্ধর হইব আমি। এতদিনে পূর্ণ হলো বাসনা আমার।

দুর্যোধন। জানি বন্ধু, জানি আমি, বাসনা তোমার নিশ্চয়ই পূর্ণ হবে। তুমি যে দেবতা বাঞ্ছিত, কবচ ও কুণ্ডলধারী বীর। মনে হয় আমার, মানবের রূপ ধরে, কোন দেবতা নিশ্চয় এসেছো জগতে।

কর্ণ। সেইদিন বন্ধু, যেদিন অস্ত্র পরীক্ষার স্থলে। আচার্য দ্রোণের সেই অবজ্ঞার হাসি, ভীম আর অর্জুনের শ্লেষ কটূক্তি। শেল সম বাজিল এই বুকে। অর্জুনেরে শ্রেষ্ঠ ধনুর্ধর বলি করিল ঘোষণা। আচার্য দ্রোণ আর কৃপাচার্য যখন; হীন সূত-পুত্র বলে ঘৃণায় ফিরালো মুখ, বড় ব্যথা বাজিল হৃদয়ে।

দুর্যোধন। দুঃখিত হয়ো না বন্ধু! অঙ্গরাজ্য আমার, তোমারই তরে সাজায়ে রেখেছি। তুমি হবে রাজা তার, অঙ্গরাজ কর্ণ।

কর্ণ। অঙ্গরাজ কর্ণ! অঙ্গরাজ্য তোমার, আমারে করিলে দান? আমি হব রাজা তার?

দুর্যোধন। হ্যাঁ বন্ধু! তুমি হবে রাজা তার। শুধু রাজা নও, আজি হতে দুর্যোধনের সখা হলে তুমি। [আলিঙ্গন]

কর্ণ। সখা! এত মহৎ তুমি? এত উদার তোমার মন?
নয়ন! ক্ষণকালের জন্য আনন্দ অশ্রু সম্বরণ কর
কণ্ঠ নীরব থাক, হৃদয় উদ্বেলিত হয়ো না।

দুর্যোধন। নীরব কেন সখা? বুঝিয়াছি শ্রান্ত তুমি আজ,
যাও সখা অন্তঃপুরে করহ বিশ্রাম লাভ।

কর্ণ। বিশ্রাম! হ্যাঁ বিশ্রাম চাই সখা,
ঘৃণিত জীবনে লয়ে, দিশেহারার মত,
শুধু ঘুরেছি আর কেঁদেছি।
পাই নাই কোনদিন বন্ধুর স্নেহ
আর প্রীতি আলিঙ্গন।
হে বন্ধু! হে সখা! আমিও আজি হতে
প্রতিজ্ঞা করিলাম,
রণে বা ব্যসনে, নির্বিচারে তব আজ্ঞা
করিব পালন। [আলিঙ্গন]
আর তব তরে দিতে যদি হয় প্রয়োজন,
প্রাণ দিতেও হব না কাতর। [প্রস্থান।

দুর্যোধন। অর্জুন! বড় দম্ভ তোমার নয়?
তোমার মারণ-অস্ত্র একমাত্র কর্ণ।
এতদিনে করায়ত্ত মোর।

শকুনি ও পুরোচনের প্রবেশ।

পুরোচন। মহারাজ!

দুর্যোধন। পুরোচন! বন্ধু কর্ণ ফিরে এসেছে? তুমি অন্তঃপুরে যাও, তার সেবা-যত্নের আর বিশ্রামের যেন কোনরকম অসুবিধা না হয়। বুঝেছ? যাও।

পুরোচন। নমস্তে।

[প্রস্থান।

দুর্যোধন। মাতুল! আমাকে ক্ষমা কর, আমি খুবই ভুল করে ফেলেছি।

শকুনি। কিছু নয়, কিছু নয় বাবাজী, কিছুই থাকবে না! এ আর কি ভুল করেছ বাবাজী, মানুষ মাত্রেই ভুল করে থাকে।

দুর্যোধন। মানুষ মাত্রেই ভুল করে থাকে?

শকুনি। করে না? তোমার কিন্তু এত শীঘ্র ভুলটা বুঝতে পারা উচিত হয়নি?

দুর্যোধন। কেন?

শকুনি। কেন? তুমি যে সকলের দণ্ডমুণ্ডের কর্তা। তোমার মনে দয়া-মায়া থাকা উচিত নয়, তুমি যে রাজা।

দুর্যোধন। আমি রাজা?

শকুনি। হ্যাঁ তুমি রাজা। যা হয়ে গেছে, সেই অতীতের কথা সব ভুলে যাও, ভবিষ্যতে যা হবে, তাও ভাববে না কখনো। একমাত্র লক্ষ্য রাখবে এই বর্তমান।

দুর্যোধন। এই বর্তমান?

শকুনি। হ্যাঁ এই বর্তমান, যা বাস্তব, যা চোখের সামনে দেখছো। সর্বদাই মনে রাখবে তুমি ক্ষাত্রয়, তুমি বীর, তুমি রাজা। দেখবে, একদিন তুমিই হবে এই সমস্ত জগৎটার অধীশ্বর।

দুর্যোধন। [পদধূলি লইয়া] আশীর্বাদ কর মাতুল, তোমার কথাই যেন সত্য হয়।

শকুনি। নিশ্চয়ই হবে বাবাজী, নিশ্চয়ই হবে। আমার বাক্য কি নিষ্ফল হতে পারে? উঃ, বড় ব্যথা!

দুর্যোধন। কি হলো মাতুল?

শকুনি। না, ও কিছু নয়, বড় ব্যথা কিনা!

দুর্যোধন। মাতুল। বড়ই অসুস্থ তুমি, চলো অন্তঃপুরে যাই।

শকুনি। হ্যাঁ অন্তঃপুরে, অন্তঃপুরে যাব বৈকি বাবাজী? চলো, চলো বাবাজী, অন্তঃপুরেই চলো। [দুর্যোধনের প্রস্থান।] এই তো সূচনা। [মাথায় টোকা] কি বাবা হাসছ! হাস—হাস, প্রাণ খুলে হাস। আমি কি করবো বলতে পার? কাঁদব? না হাসব? হাঃ-হাঃ-হাঃ-হাঃ!

[প্রস্থান।

—দুই—

গৃহ

দ্রোণাচার্যের প্রবেশ।

দ্রোণ। সে আজ কতকালের কথা। যখন একমুষ্টি অন্নের জন্য, স্ত্রী-পুত্র নিয়ে দ্বারে দ্বারে ভিক্ষা করেছি। কত রাজা, কত মহারাজা প্রকাশ্যে অপ্রকাশ্যে আমার দারিদ্র্যকে উপহাস করে আনন্দ অনুভব করেছে। এমন কি পাঞ্চালরাজ পৃষতের পুত্র দ্রুপদ, একই গুরু অগ্নিবেশের শিষ্য আমরা। সেই বাল্যবন্ধু দ্রুপদ, তার স্বর্ণ-সিংহাসন মলিন হবার ভয়ে, প্রার্থী আমি, নিকটে যেতে দেয়নি। দ্বারপ্রান্ত হতে অবজ্ঞার হাসি হেসে আমাকে বলেছিল, ভিখারী ব্রাহ্মণ কখনও রাজার বন্ধু হতে পারে না। সেই অপমানের দারুণ শেলাঘাত বুকে নিয়ে, যখন আমরা অনাহারে মৃতপ্রায়, সেই সময়ে আমাদের জীবন-রক্ষা করেছেন, কৌরবেশ্বর ধৃতরাষ্ট্র, আর দেবব্রত ভীষ্ম। সেইদিন হতে ঋষি ভরদ্বাজ পুত্র, দ্রোণাচার্য, আমি বেতনভোগী অন্নদাস হয়ে ক্ষত্রিয়ের আচার্যপদ গ্রহণ করেছি।

অর্জুনের প্রবেশ।

অর্জুন। প্রণাম শ্রীপদে গুরুদেব। [প্রণাম]

দ্রোণ। কি সংবাদ বৎস ?

অর্জুন। সংবাদ শুভ গুরুদেব!

দ্রোণ। শুভ! শুভ? রিক্তহস্তে ফিরে এসেছ, অথচ বলছ শুভ? কই, কোথায় সেই দাম্ভিক দ্রুপদের ছিন্ন-শির ?

অর্জুন। প্রাণে-বধ করি নাই গুরুদেব।

দ্রোণ। তবে আর কি শুভ সংবাদ শোনালে বৎস? তুমি না আমার পুত্রাধিক প্রিয় শিষ্য অর্জুন? তার মাথাটা ছিঁড়ে না এনে আমার সম্মুখে এসে দাঁড়াতে তোমার লজ্জা হলো না।

অর্জুন। গুরুদেব! স্থির হোন, ধৈর্য ধরুন।

দ্রোণ। স্থির হবো, ধৈর্য ধরবো? তুমি তা বুঝতে পারবে না বৎস, সে কি অপমান, কি মর্মান্তিক শেলাঘাত; সেই অপমানের প্রতিশোধ চাই অর্জুন, প্রতিশোধ চাই। দাবানলের দাহে আমার বুকখানা জ্বলে পুড়ে ছাই হয়ে যাচ্ছে।

বন্দী দ্রুপদ সহ ভীমের প্রবেশ।

ভীম। গুরুদেব! এই নিন আমাদের গুরুদক্ষিণা।

দ্রোণ। গুরুদক্ষিণা! গুরুদক্ষিণা? হাঃ-হাঃ-হাঃ হাঃ, দ্রুপদ! দাম্ভিক নরাধম—[তরবারি বাহির করিল] মৃত্যুর জন্য প্রস্তুত হ য়ে মিথ্যাবাদী, প্রতারক, ভণ্ড!

দ্রুপদ। প্রাণভিক্ষা, শুধু প্রাণভিক্ষা দাও দ্রোণ। আমি নতজানু হয়ে তোমার নিকট প্রাণভিক্ষা চাইছি! দয়া কর! ক্ষমা কর।

দ্রোণ। হাঃ-হাঃ-হাঃ-হাঃ, এখন দয়া কর, ক্ষমা কর, জগতে যা কিছু আছে, সব কর। না, আমি ক্ষমা করবো না। গুরুগৃহে প্রতিজ্ঞা করেছিলি না, যখন রাজা হবি, তখন অর্ধরাজ্য হবে তোর, আর অর্ধরাজ্য দিবি আমাকে ?

দ্রুপদ। হ্যাঁ ভাই, তা বলেছিলাম।

দ্রোণ। স্তব্ধ হ রে নির্লজ্জ পাষণ্ড! পাপ রসনা তোর টেনে ছিঁড়ে ফেলে দেব।

ভীম। গুরুদেব! আমি ভীম, নতজানু কখনও হইনি! দ্রুপদের প্রাণভিক্ষার জন্য আমিও আপনার ক্ষমাপ্রার্থী। [পদতলে]

অর্জুন। গুরুদেব! আপনি দ্রুপদের অর্ধরাজ্য গুরুদক্ষিণা চেয়েছিলেন, সম্পূর্ণ রাজ্যটাই আপনি গ্রহণ করুন। দ্রুপদ ক্ষত্রিয়, বোঝে নাই ব্রাহ্মণের মর্যাদা। তাকে বুঝতে দিন, শিখতে দিন ব্রাহ্মণের মর্যাদা শিখবার সুযোগ দিন। গুরুদেব! আপনি ব্রাহ্মণ, ক্ষমা করাই আপনার ধর্ম। [পদতলে পতন]

দ্রোণ। কি, কি বললে অর্জুন? আমি ব্রাহ্মণ? হ্যাঁ, সত্যই আমি ব্রাহ্মণ! ওঠো অর্জুন, ওঠো ভীম, ওঠো দ্রুপদ, ব্রাহ্মণ জানে ক্ষমাই পরম ধর্ম। যাও বীর! যাও ভাই! নির্ভয়ে ফিরে যাও। ব্রাহ্মণ দীন দরিদ্র ভিখারী হতে পারে, কিন্তু নির্দয়, নিষ্ঠুর, পাষাণ নয় সে। তুমি স্বীকার না করতে পার, আমি কিন্তু স্বীকার করি, দ্রুপদ আমার বাল্যবন্ধু, দ্রুপদ আমার গুরুভাই। [আলিঙ্গন] কিন্তু এক সর্ত রইল তোমার আর আমার মধ্যে। আজ হতে পাঞ্চালের অর্ধরাজ্য হলো তোমার, আর অর্ধরাজ্য হলো আমার, সমানে সমানে না হলে বন্ধুত্ব থাকে না ভাই। এস ভীম, এস অর্জুন, আশীর্বাদ করি। তোমরা জগতে আরও অক্ষয় কীর্তি স্থাপন কর। [দ্রুপদ ব্যতীত সকলের প্রস্থান।

দ্রুপদ কি নিদারুণ পরাজয়, কি মর্মান্তিক অপমান, এই অপমানের শেলাঘাত বুকে নিয়ে উন্নত শির নত করে, অর্ধরাজ্যের জন্য ফিরে যেতে হবে আমায়, আমারই পাঞ্চাল রাজ্যে? এর চেয়ে মৃত্যু ছিল সহস্রগুণে শ্রেয়। হীনমতি দ্রোণাচার্যের চরণে ধরিয়া, কেন তবে প্রাণভিক্ষা চাইলাম আমি? ভগবান! ভগবান! জানি না, তুমি আছ কি না? কে দেখেছে তোমায়? তবুও আজ মনে হয় আমার, আকাশে, বাতাসে, জলে, স্থলে, সর্ব জীবেই তুমি রয়েছ নিশ্চয়, বলে দাও—বলে দাও ভগবান! উপায় আমার। যজ্ঞ! হোমযজ্ঞ! হ্যাঁ দ্রোণাচার্যের বধের জন্য হোমযজ্ঞ! এই হোমযজ্ঞের লক্ষ্য হবে হত্যা? একমাত্র দ্রোণাচার্যের হত্যা, অতি নিষ্ঠুর ভাবে হত্যা।

[প্রস্থান।

—তিন—

গৃহ-প্রাঙ্গণ

পদ্মাবতীর প্রবেশ।

পদ্মা। দিন দিন করি, চলে গেল বহু দিন, মনে হয় সাত বৎসর হয়ে গেল গত। এখনও কি শিক্ষা তব হলো নাক শেষ? হে প্রাণেশ! একবারও কি দাসীরে তব পড়িল না মনে? নারায়ণ! সুখে রেখ স্বামীরে আমার।

মায়ার প্রবেশ।

মায়া। হিঃ-হিঃ-হিঃ-হিঃ! কিগো, এমন করে চেয়ে কি দেখছ? চিনতে পারছো না বুঝি?

পদ্মা। না তো, তুমি কে?

মায়া। আমি কে? দেখ দেখি, আর কখনও আমাকে দেখছ কি না?

পদ্ম। কৈ না, মনে পড়ে না।

মায়া। মনে পড়ে না? তা তো পড়বেই না, সে যে অনেক দিনের কথা, যখন স্বয়ম্বরের সঙ্কল্প ত্যাগ করে, বর খুঁজতে বেরিয়েছিলে, তখন আমাকে দরকার হয়েছিল। আমিই তো তোমাকে পথ দেখিয়ে নিয়ে গিয়েছিলাম।

পদ্মা। না, না, তুমি নিয়ে যাবে কেন?

মায়া। তা না হলে আর কে নিয়ে যাবে বল? এই আমার কাজ, স্বামী যে কিছুই করেন না। তাই, আমাকেই সব কিছু করতে হয়।

পদ্মা। তোমার স্বামী কে?

মায়া। ওমা! আমার স্বামীকে তুমি চেন না? দ্বারকার রাজাকে জান?

পদ্মা। শ্রীকৃষ্ণ?

মায়া। ওই নামই আমার স্বামীর নাম। ঘরে আমি থাকতে পারি না মা, সব সময়েই খেলা করতে আমার বড্ড ভাল লাগে। তাই মনের মত সাথী খুঁজে বেড়াই। ওই যা! যা বলতে এসেছিলাম বলা হলো না তো! তোমার স্বামী গো! তিনি যে ফিরে এসেছেন।

পদ্মা। ফিরে এসেছেন? কবে? কোথায়?

মায়া। ইন্দ্রপ্রস্থে। রাজসূয় যজ্ঞ হচ্ছে না?

পদ্মা। রাজসূয় যজ্ঞ?

মায়া। হ্যাঁ গো, ধর্মরাজ যুধিষ্ঠির রাজসূয় যজ্ঞ করছেন যে।

পদ্মা। পাণ্ডবেরা রাজসূয় যজ্ঞ করছেন? সে যে রাজা-মহারাজার যজ্ঞ। তিনি সেখানে কি করবেন? আগে তিনি এখানে এলেন না কেন?

মায়া। ওমা! আগে এখানে আসবে কি গো? তিনি যে এখন মহারাজ দুর্যোধনের বন্ধু হয়েছেন।

পদ্মা। মহারাজ দুর্যোধনের বন্ধু হয়েছেন?

মায়া। হ্যাঁ গো, মহারাজ দুর্যোধন তাঁর অঙ্গদেশটা, তোমার স্বামীকে দান করে দিয়ে; বন্ধুত্ব পাতিয়ে নিয়েছেন।

পদ্মা। তুমি এত কথা জানলে কোথায়? তোমার এসব কথা আমি ঠিক বুঝতে পারছি না।

মায়া। রাজসূয় যজ্ঞটা আগে মিটে যাক, তিনি ফিরে এলে তখন সব বুঝতে পারবে।

পদ্মা। চিনতে পারলাম না তোমায়, মনে হয় আমার, নিশ্চয়ই কোন ছদ্মবেশী দেবী তুমি। আমার প্রণাম নাও মা। [প্রণাম ও উঠিয়া] আশীর্বাদ কর মা তুমি আমায়।

মায়া। আশীর্বাদ করি বাছা, তোমার স্বামী আর পুত্রের মঙ্গল হোক। তুমি যেন আমার খেলার সাথী হও, আমাকে যেন খুব ভালবাস।

পদ্মা। ওমা? এ আবার কি রকম আশীর্বাদ করা মা?

মায়া। হ্যাঁ বাছা! আমাকে ভালবাসে, শেষে দুঃখ হয় বটে, কিন্তু যতদিন আমাকে চিনতে না পারবে, ততদিন সুখও হবে, দুঃখও হবে। তোমার স্বামীও একদিন আমাকে খুব ভালবেসে ফেলেছিল।

পদ্মা। আমার স্বামী?

মায়া। হ্যাঁ গো বাছা! শেষে কিনা রাক্ষসী বলে গাল দিয়ে, আমাকে তাড়িয়ে দিলে।

পদ্মা। তাড়িয়ে দিলেন তোমাকে?

মায়া। এখন প্রতিজ্ঞা করে সত্যের সঙ্গে ভাব করেছেন। যাই মা এখন, আবার দেখা হবে।

[প্রস্থান।

পদ্মা। অনাহূত ভাবে এসে, মনের মাঝে আমার বেশ ছাপ দিয়ে চলে গেল। কিন্তু বলে গেল, স্বামী আমার ফিরে এসেছেন।

বৃষকেতুর প্রবেশ।

বৃষ। মা! মা! বাবা কবে আসবেন মা?

পদ্মা। বৃষকেতু! আজ তিনি নিশ্চয়ই আসবেন।

বৃষ। তুমি রোজই বল, আজ তিনি নিশ্চয়ই আসবেন। আমি এতবড় হলাম, এখনও এলেন না। কেন মা?

পদ্মা। হারে অবোধ ছেলে, কি বলে বোঝাই তোকে? আর কত দুঃখ দেবে নারায়ণ?

বৃষ। হ্যাঁ মা, নারায়ণ বুঝি ভগবান?

পদ্মা। হ্যাঁ বাবা, যিনি নারায়ণ, তিনিই ভগবান, তিনিই শ্রীকৃষ্ণ!

বৃষ। বা রে, শ্রীকৃষ্ণ বুঝি ভগবান? শ্রীকৃষ্ণ তো দ্বারকার রাজা, পাণ্ডবদের সখা। হ্যাঁ মা! আমি একবার শ্রীকৃষ্ণকে দেখতে পাবো না?

পদ্মা। শ্রীকৃষ্ণকে দেখবার ভাগ্য কি সকলকার হয়?

বৃষ। পাণ্ডবেরা কি করে দেখা পেলে মা? ওঃ বুঝেছি, শ্রীকৃষ্ণও রাজা, আর পাণ্ডবেরাও রাজা, সেইজন্য ভাব হয়ে গেল। আমার বাবা কবে রাজা হবে মা?

পদ্মা। হা রে অজ্ঞান ছেলে। কত বড় উচ্চ আশা তোর?

বৃষ। কেন হবে না মা! তুমিই বল, বাবা উচ্চ আশা নিয়ে, মস্তবড় বীর হতে গেছেন! বীর হলেই তো রাজা হয় মা, তুমি কিন্তু দেখে নিও মা, বাবা আমার মস্তবড় রাজা হয়ে শীঘ্রই ফিরে আসবেন!

পদ্মা। পাগল ছেলে কোথাকার।

বৃষ। তুমি দেখে নিও মা আমার কথা।

গান

বলে রাখি, তোমায় মাগো,
হবে আমার বাবা রাজা।
এমনি করে ধনুক ধরে,
মারবো হরিণ তাজা।
কৃষ্ণের সাথে দেখা হলে,
বলবো তাকে মনের কথা,
বাবার সাথে ভাব করিলে,
তখন হবে কেমন মজা।

বৃষ। কই মা, হাসলে না তো? কি হলো তোমার?

পদ্মা। বৃষকেতু! [স্বগত] কে যেন আমার মনের মাঝে বলছে, এত সুখ আমার সহ্য হবে না! [প্রকাশ্যে] আয় বাবা, ঘরে যাই।

[উভয়ের প্রস্থান।

———

—তিন—

রাজ-বহির্বাটি।

পাশাহস্তে শকুনির প্রবেশ।

শকুনি। ভাগ্য—ভাগ্য, একেই বলে ভাগ্য। ক'ড়ে আঙুলটা ফুলে একেবারে কলাগাছ। কাল ছিল যে বেটা ভিখিরী, আজ কিনা মহারাজ যুধিষ্ঠির। ময় দানব বেটা করলে কি গো! হীরে, জহরৎ, চুনী, পান্না জগতে যত রকম রত্ন আছে, সব এনে একেবারে ঝকঝকে চক্‌চকে সোনার সভা তৈরী করে দিয়েছে। বলে কিনা ইন্দ্রপ্রস্থ সভা। তার উপর ভারতের রাজা-মহারাজাদের যৌতুকে, যুধিষ্ঠিরের রাজভাণ্ডার পূর্ণ হয়ে গেছে। ধর্মের জয় আর অধর্মের পরাজয়, এ তো শাস্ত্রেই লেখা আছে। হাজার হোক, যুধিষ্ঠির ধার্মিক তো বটে, তবে কি এই যুধিষ্ঠিরের ভাগ্য? না! কুন্তীদেবীর ভাগ্য? না, তাও নয়। নিশ্চয় ওই দ্রৌপদীর ভাগ্য, এ না হয়ে যায় না। কথায় বলে স্ত্রীভাগ্যে ধন। ঠিক হয়েছে [মাথায় টোকা] বাবা! বাবা! এই যে সেই পাশা। হাঃ-হাঃ-হাঃ-হাঃ—

দুর্যোধনের প্রবেশ।

দুর্যোধন। কি মাতুল! অত হাসছ কেন?

শকুনি। পেয়েছি বাবাজী, এতদিনে পেয়েছি।

দুর্যোধন। কি পেয়েছ মাতুল?

শকুনি। পাণ্ডবদের সর্বনাশের উপায়! এটা কি দেখছ?

দুর্যোধন। পাশা।

শকুনি। পাশা। পাশা। হাঃ-হাঃ-হাঃ-হাঃ। শোন বাবাজী, পাণ্ডবদের ভাগ্যলক্ষ্মী কে জান? ওই দ্রৌপদী। দ্রৌপদীকেই জয়লাভ করতে হবে।

দুর্যোধন। দ্রৌপদীকে জয়লাভ?

শকুনি। হ্যাঁ, দ্রৌপদীকে জয়লাভ। মনে নেই দ্রৌপদীর স্বয়ম্বরের কথা? ব্রাহ্মণের বেশে অর্জুন লক্ষ্যভেদ করে, দ্রুপদ রাজার সভা থেকে তোমার আর কর্ণের মত বীরকেও অগ্রাহ্য করে দ্রৌপদীকে জয়লাভ করে নিয়ে গেল। এই পাশাই এখন ওই দ্রৌপদীকে জয়লাভ করে তোমায় এনে দেবে, আর আমি হব হোতা।

দুর্যোধন। তুমি?

শকুনি। হ্যাঁ, আমি। তুমি এখনই যাও, যুধিষ্ঠিরকে পাশা খেলার নিমন্ত্রণ করে এস।

দুর্যোধন। পাশা খেলার নিমন্ত্রণ? পাশা খেলতে যুধিষ্ঠির রাজী হবে কেন?

শকুনি। এ-হে-হে, এখনও তুমি ছেলেমানুষ বাবাজী, রাজী হয়ে রয়েছে। যুধিষ্ঠির এখন তোমার চেয়েও ঐশ্বর্যশালী।

দুর্যোধন। আমার চেয়েও ঐশ্বর্যশালী?

শকুনি। নয়? ভেবে দেখ বাবাজী, যুধিষ্ঠির এখন মহারাজা। পণ রেখে পাশা খেলা ক্ষত্রিয় রাজার ধর্ম। যাও বাবাজী, নিমন্ত্রণ করে এস। আর শোন, এই খেলা হবে তোমারই প্রাসাদে। প্রকাণ্ড রাজসভায়। যাও যুধিষ্ঠিরকে সপরিবারে নিমন্ত্রণ করে এস।

দুর্যোধন। যুধিষ্ঠির যদি আমার নিমন্ত্রণ প্রত্যাখ্যান করে?

শকুনি। যুধিষ্ঠিরের রাজসূয়-যজ্ঞের নিমন্ত্রণ তুমি কি প্রত্যাখ্যান করেছ? আর সেই নিমন্ত্রণ রক্ষা করতে গিয়ে যে রকম অপমানিত

লাঞ্ছিত হয়েছ, এরই মধ্যে তুমি ভুলে গেলেও, তোমার কপালের দাগটা কিন্তু ভোলেনি—আর আমিও ভুলিনি।

দুর্যোধন। এতে যুধিষ্ঠিরের কোন অপরাধ দেখি না মাতুল। বরং প্রশংসা করি সেই শিল্পীর। যে শিল্পী এমন সুন্দর গৃহ নির্মাণ করেছে। স্ফটিকের মেঝে মনে করে স্বচ্ছ জলের মধ্যে পড়ে গিয়েছিলাম। দরজা, ভ্রমে চিত্রিত দেওয়াল লেগে, মাথায় আঘাত পেয়েছিলাম। সে শুধু আমারই নির্বুদ্ধিতা, আমার ভুল।

শকুনি। ভুল, ভুল বাবাজী! সবই ভুল। তুমি ভুল, আমি ভুল, এই জগৎ সংসারটাই ভুলের তালে তালে সদাই নৃত্য করছে। [মাটিতে দেখাইয়া] ওই দেখ বাবাজী! কি দেখছ? [পাশা দেখাইয়া] এর এক চালে যুধিষ্ঠিরের রাজ্য, সম্পদ, ধন, ঐশ্বর্য একসঙ্গে জয়লাভ! দ্বিতীয় চালে দ্রৌপদী, দেখতে পাচ্ছ? তারপর বার বৎসর বনবাস, আর এক বৎসর অজ্ঞাতবাস।

দুর্যোধন। এসব তুমি কি বলছ মাতুল?

শকুনি। তুমি না মহামানী দুর্যোধন? তুমি না রাজা? এইভাবে তোমার রাজত্ব চালাবে তুমি? তোমার মত মহারাজকে যুধিষ্ঠিরের ঐশ্বর্য দেখানোর অর্থ কি? তোমার অপমান নয়? এই অপমানের প্রতিশোধ নাও বাবাজী—প্রতিশোধ নাও।

কর্ণের প্রবেশ।

কর্ণ। কিসের প্রতিশোধ মাতুল?

শকুনি। এই যে কর্ণ বাবাজী! তোমার কিন্তু প্রশংসা না করে থাকা যায় না। যদি একশোটা মুখ থাকতো আমার, সেই শতমুখে তোমার প্রশংসা করেও শেষ করা যেতো না।

কর্ণ। কেন মাতুল? আমি আবার কি করলাম?

শকুনি। তুমি কি করলে? যুধিষ্ঠিরের রাজসূয়-যজ্ঞে কৃষ্ণ নিলেন শুধু ব্রাহ্মণদের পা ধোয়াবার কাজ। আর তোমাকে দিলেন কিনা, সবচেয়ে যা কঠিন, সেই দান করবার কাজ?

কর্ণ। সে আর এমন কি কঠিন কাজ মাতুল?

শকুনি। কঠিন নয়? সকলেই কি দান করতে পারে বাবাজী। পরের ধনকে নিজের ধন মনে করে, অকাতরে দান করা কি সোজা কথা? তাও তুমি বেশ সুন্দর ভাবে করেছো! [দুর্যোধনকে] হ্যাঁ, তুমি যাও বাবাজী, যুধিষ্ঠিরকে নিমন্ত্রণ করে এসো।

কর্ণ। কিসের নিমন্ত্রণ সখা? তুমিও কি রাজসূয় যজ্ঞ করবে নাকি?

শকুনি। আরে না, না বাবাজী। এই পাশা খেলার নিমন্ত্রণ, বড় আনন্দের খেলা। তুমি কি বল কর্ণ বাবাজী? আনন্দের খেলা নয়?

কর্ণ। হ্যাঁ খেলাটা খুব আনন্দেরই বটে, কিন্তু—

শকুনি। আবার কিন্তু কেন বাবাজী? ভাইয়ে ভাইয়ে বহুদিন বিচ্ছেদের পরে মিলন। আ-হা-হা, ভাইয়ে ভাইয়ে মিলন। এর ভিতর আর কিন্তু নেই বাবাজী। এখন চাই শুধু আনন্দ।

কর্ণ। সখা! রাজসূয় যজ্ঞের কাজ তো শেষ হয়ে গেল, এইবার আমাকে বিদায় দাও।

দুর্যোধন। আজই চলে যাবে সখা?

শকুনি। তাও কি হয় বাবাজী! পাশা খেলার আনন্দটা উপভোগ কর। [দুর্যোধনের প্রতি] যাও বাবাজি, আর দেরী করো না।

দুর্যোধন। বেশ মাতুল! তোমার যখন একান্তই ইচ্ছা হয়েছে, [কর্ণের প্রতি] তখন চল সখা! যুধিষ্ঠিরকে নিমন্ত্রণ করেই আসি।

শকুনি। এই তো রাজার মত কথা। তুমি দেখে নিও বাবাজী, আমার কথামত চললে, একদিন তুমি হবে সমস্ত জগৎটার অধীশ্বর। আগে মান, তারপর প্রাণ। ধর্ম্ম অধর্ম পাপ পুণ্য ওসব কিছু নয় বাবাজী, কাপুরুষেরাই এই কথা ভেবে থাকে।

দুর্যোধন। জানি মাতুল! ধর্মও জানি, কিন্তু প্রবৃত্তি আসে না। অধর্মও জানি, কিন্তু নিবৃত্তি জাগে না। আমি শুধু এইটুকু জানি, আমার হৃদয়ে যখন যা উদয় হয়, তখন তাই করে থাকি। এস, এস সখা।

[উভয়ের প্রস্থান।

শকুনি। ভাইয়ে ভাইয়ে মিলন! কাঁটা দিয়ে কাঁটা তুলতে হবে। ভাইয়ে ভাইয়ে বিচ্ছেদ, দ্বন্দ্ব বাধাতে না পারলে, আমার উদ্দেশ্য সফল হবে না। ধ্বংস চাই, কুরুবংশ ধ্বংস চাই। এই এক, এই দুই, এই তিন চালে বাজী মাৎ। হাঃ-হাঃ-হাঃ-হাঃ।

[প্রস্থান।

—চার—

ইন্দ্রপ্রস্থ

কৃষ্ণের প্রবেশ।

কৃষ্ণ। রাজসূয় যজ্ঞের হোল সমাপন।
সকলেই এসেছিলেন, ধর্মরাজ যুধিষ্ঠিরের
রাজসূয় যজ্ঞের মাঝে।

কুন্তীর প্রবেশ।

কুন্তী। কৃষ্ণ! তুমি ত সকলই জান যে
কর্ণ আমার প্রথম সন্তান?

কৃষ্ণ। জানি মাতা! সকলই জানি আমি
আমার অজ্ঞাত কিছু নাহি এ ধরায়।

কুন্তী। কৃষ্ণ! রাজসূয় যজ্ঞের মাঝে
কর্ণ যখন আমার জ্যেষ্ঠ পুত্রের মত,
সকল প্রার্থীকে অকাতরে দানে রত ছিল,
দেখিয়া তাহারে আনন্দে ভরে গেল বুক।
মনে হল ছুটে যাই,
কোলে টেনে নিয়ে শুনাই তাহারে,
ওরে কর্ণ! তুই আমারই সন্তান।
অধিরথ নহে পিতা, রাধা মাতা নয়,
সূতপুত্র না হোস রে তুই।

কৃষ্ণ। মাতা! এত অধীরতা সাজে না তোমার।

স্থির কর মন ; অতীতের চিন্তা না করিও আর।
প্রকৃতির ইচ্ছায় চলিছে জগৎ,
গতি রোধ করিতে কেহ পারে না তাহার।
কর্ণকে জানাও যদি সূর্য পিতা, আর মাতা তুমি তার,
বিশ্বাস না করিবে কর্ণ, দুঃখ তোমার বাড়িবে অধিক।

কুন্তী। তবু সে অজ্ঞাত রহিবে ?
কে পিতা, কে মাতা তার, জানিবে না কর্ণ ?
আ-হা-হা হীন সূতপুত্র জ্ঞানে,
লাঞ্ছিত জীবন যাপিবে সে আমার ?

কৃষ্ণ। প্রায়শ্চিত্ত কর মাতা অনুতাপানলে।
এ ছাড়া গতি নাহি আর !

কুন্তী। বালিকা বয়সের ভুলে,
সারাজীবন প্রায়শ্চিত্ত করিতে হবে অনুতাপ অনলে ?
এ যে লঘু পাপে গুরুদণ্ড কৃষ্ণ ?

কৃষ্ণ। কর্মের ফল সবারই সমান।
ছোট বা বড় বলে করে না বিচার।
দুর্বাসা প্রদত্ত মন্ত্রে, কুমারী বয়সে তুমি
সূর্যেরে ভজিয়া, কবচ কুণ্ডলধারী পুত্র রূপে
কর্ণকে পেয়েছিলে সত্য,
কি হেতু ভাসায়ে দিয়েছিলে নদীবক্ষে ?

কুন্তী। লোকলজ্জা ভয়ে।

কৃষ্ণ। লোকলজ্জা ভয়ে ! কিন্তু মাতা !
এখন যদি তার জন্ম-রহস্য জানিতে পারে কর্ণ
কি বলিবে তোমায় ?

কুন্তী। কৃষ্ণ! অবলা নারী আমি বুঝি নাই তখন,
না বুঝে করেছিলাম এমন অন্যায় কাজ।
তখন তো ভাবি নাই যে মাতা পুত্রে নিত্য হবে দেখা।
কৃষ্ণ। তাই ত ফলদাতা দিতেছেন সাজা।
তখন ভেবেছিলে তুমি, এ পুত্র রবে না জীবিত,
ডুবিবে অতল জলে, নহে বহুদূরে যাইবে ভাসিয়া,
তুমি ছাড়া জানিতে আর পারিবে না কেহ।
এখন কি হেতু কাতর তুমি মাতা?
ভুলে যাও পূর্বস্মৃতি তার।
কুন্তী। কৃষ্ণ! শুনেছি তুমিই ত ভগবান!
ভগবান কি এতই নিষ্ঠুর?
তুমিও কি পার না? পার না কৃষ্ণ?
এই মাতা পুত্রে মিলন করাতে?
কৃষ্ণ। লোকে বলে বটে, আমিই ভগবান, কিন্তু মাতা!
ভগবানকে যে চায় ভগবানও তারই হয়,
সেই ভক্ত, সৎ ছাড়া অসৎ কর্ম করে না কখনও।
কর্ম যেরূপ যার,
ফলদাতা ফল দেয় তারে তুলাদণ্ড ধরি,
কার্পণ্য করে না তায়।
কুন্তী। কৃষ্ণ! বলে দাও তুমি, কি করিলে হয়,
কর্মফলের খণ্ডন?
কৃষ্ণ। কর্মের ফল খণ্ডন না করা যায় কভু!
সৎকর্মের ফল হয় আনন্দ, সুখের কারণ!
আর অসৎ কর্মের ফল হয়, সকলই দুঃখের।

কুন্তী। কৃষ্ণ! চির অভাগিনী, চির দুঃখিনী আমি। চিরকাল দুঃখই দাও আমায়, তাতেও ক্ষতি নেই। কিন্তু কৃষ্ণ! সইবার শক্তিটুকু দিও, শুধু সইবার শক্তি দিও।

[প্রস্থান।

কৃষ্ণ। রাজসূয় যজ্ঞ! এই রাজসূয় যজ্ঞে যা' দেখলাম,
প্রজার তুলনায় অসংখ্য রাজা, অসংখ্য মহারাজা,
ধরিয়াছে শাসনদণ্ড তার।
স্ব-স্ব প্রধান হইয়াছে সকলেই,
কেহ কারও অধীনতা করে না স্বীকার।
অধর্মেতে ভরে গেছে দেশ!
কেন তবে মনে হয় মোর,
জগতের যত রাজা, মহারাজা,
আর অধার্মিক সবে একত্রিত করি,
কুরুক্ষেত্র মাঝে বিনাশ করিব!
একটি মাত্র রাজ্য,
ধর্মরাজ্য নামে প্রতিষ্ঠা হইবে।
অর্জুন! সখা!

অর্জুনের প্রবেশ।

অর্জুন। কি আদেশ হয় সখা!
কৃষ্ণ। সখা! রাজসূয় যজ্ঞের হ'ল সমাপন।
এবে বিদায় চাই, চলে যাই
দ্বারকায়, নিজ রাজ্যে মোর।
অর্জুন। আজই চলে যাবে সখা?

তোমারে ছাড়িয়া আমি কেমনে যাপিব দিন?

কৃষ্ণ। আবার শীঘ্রই আসিব সখা,
ধর্মরাজ্য প্রতিষ্ঠা করিতে।

অর্জুন। ধর্মরাজ্য? এত রাজা, এত মহারাজা
স্বচক্ষে দেখিলে, তবুও ধর্মরাজ্য
প্রতিষ্ঠার বাসনা কি হেতু জাগিল মনে?

কৃষ্ণ। চেদিরাজ শিশুপালের ন্যায়
দাম্ভিক হীনচেতা রাজা সব,
অঙ্গীকারে বদ্ধ ছিলাম শিশুপালের মাতার নিকট,
শত অপরাধ ক্ষমি শিশুপালের!
একশত এক অপরাধ হইল সেই দিন,
এই রাজসূয় সভা মাঝে।
শির তার স্কন্ধচ্যুত করিলাম এই সুদর্শন চক্রে।

অর্জুন। সখা! সখা!

কৃষ্ণ। এত হীনমতি এই রাজন্যবর্গ?
ধর্মরাজ যুধিষ্ঠির, নিজেও চাহে নাই শ্রেষ্ঠ অধিকার,
উপযুক্ত বুঝিয়া আমাকেই দিল সেই সর্বোচ্চ সম্মান।
সহিল না তাহা,
পিতামহ ভীষ্মেরেও করিল অপমান।
অর্জুন! ধর তোমার গাণ্ডীব, আমি ধরি চক্র,
ধ্বংস যজ্ঞ হয়ে যাক খাণ্ডবের মত।

অর্জুন। সখা! সখা! স্থির কর মন,
নহে মহাপ্রলয় হইবে নিশ্চয়।

কৃষ্ণ। জানো না অর্জুন!

কি অনাচার কি অধর্মেতে ভরে গেছে দেশ?
মানীর মান কেহ রাখিতে জানে না
ভুলে গেছে তার নিজ অধিকার।

অর্জুন। সখা! তুমি না কৃষ্ণ?
তুমি না বন্ধু সকলের?
এত ক্রোধ সাজে কি তোমার?

শ্রীকৃষ্ণ। না, না অর্জুন! এত রাজা, এত মহারাজা,
রাখিব না আর।
ধর্মরাজ্য করিয়া স্থাপন, সেই ধর্মের আসনে
বসাইব ধর্মরাজ যুধিষ্ঠিরে।
একমাত্র সেই-ই হবে রাজা।
তুমি আর আমি হব আজ্ঞাবাহী ভৃত্য তার।
অধার্মিক সব করিয়া নিধন,
ধার্মিক আর ভক্তের কাছে
বাঁধা রবে কৃষ্ণ চিরকাল।
এসো সখা!

[উভয়ের প্রস্থান।

—পাঁচ—

অঙ্গরাজ প্রাঙ্গণ

কর্ণের প্রবেশ।

কর্ণ। ওঃ! কি ভীষণ চক্রান্ত, কি ভীষণ প্রবঞ্চনা!
ক্রূরমতি শকুনি পাশা খেলার নামে
ছলনা করি, ধর্মরাজ যুধিষ্ঠিরের যথাসর্বস্ব
করিল হরণ। দ্রৌপদীর কি দারুণ
লাঞ্ছনা করিল রাজসভা মাঝে।
তাহাও আমাকে স্বচক্ষে দেখিতে হোল,
তার উপর পাণ্ডবদের বার বৎসর বনবাস,
আর এক বৎসর অজ্ঞাতবাস।
ওঃ, কি প্রবঞ্চনা!

পদ্মাবতীর প্রবেশ।

পদ্মা। রাজা!

কর্ণ। রাজা! রাজা সম্ভাষণ, শুনিতে আর
ভাল লাগে না পদ্মা! মনে হয়
চলে যাই সেই ঋষির আশ্রমে ফিরিয়া।
কাজ নাই রাজসুখে মোর,
এর চেয়ে শতগুণে ভাল ছিল ঋষির আশ্রম।

পদ্মা। কেন নাথ? কিবা দুঃখ তব?
কে দিয়াছে ব্যথা তব হৃদয় মাঝারে?

কর্ণ। দুর্যোধন যবে বন্ধুত্বের দাবীতে
অঙ্গরাজ্য তার, আমারে করিল দান,
আনন্দে আত্মহারা হয়ে প্রতিজ্ঞা করিলাম,
সুখে সম্পদে বিপদে আপদে,
বিনা বিচারে আজ্ঞা তার করিব পালন।

পদ্মা। তার জন্য দুঃখ কিসের নাথ?
এত বড় রাজত্ব তিনি করিলেন দান।
বিনিময়ে আজ্ঞা তাঁর করিবে পালন।
ভুল তো কিছু কর নাই নাথ।

কর্ণ। তুমি বুঝিবে না পদ্মা।
রাজনীতি বুঝিবার সাধ্য নাই তোমার;
আমিও তখন বুঝি নাই, অজ্ঞান, অন্ধের মত,
প্রতিজ্ঞা করিয়া, দাসত্বের শৃঙ্খলে,
আমারেই দিয়াছি ডালি দুর্যোধন পাশে।

পদ্মা। দাসত্বের শৃঙ্খলে?

কর্ণ। অন্যায় জানিয়াও কোন,
প্রতিবাদ করিবার শক্তি নাই মোর।
দেখিলাম সেখানে দ্রৌপদীর বস্ত্রহরণ, নারীর অপমান,
মাতৃজাতির লাঞ্ছনা। সহিল না আমার।
নীরবে ক্লীবের ন্যায়, সেই পাপসভা করিলাম ত্যাগ।

পদ্মা। বীরশ্রেষ্ঠ স্বামী তুমি মোর।
কেন, দাসত্ব শৃঙ্খলে বাঁধা রবে চিরকাল?
ফিরায়ে দাও তাঁরে, যিনি অঙ্গরাজ্য করিয়াছেন দান।
প্রতিজ্ঞা পালন তোমায়, করিতে হবে না আর।

কর্ণ। কর্ণের প্রাণ অপেক্ষা,
প্রতিজ্ঞার মূল্য অনেক বেশী।
অভিশপ্ত জীবন আমার, প্রতিজ্ঞা মোর অঙ্গের ভূষণ।
যে কোনও মুহূর্তে, যেতে পারে জীবন আমার।

পদ্মা। ওকি কথা কহ নাথ?
শুনিলে ওকথা, কেঁপে ওঠে হৃদয় আমার।
ওগো স্বামী! কর আশীর্বাদ,
তার আগে যেন, আমার মৃত্যু হয়।

কর্ণ। শোন পদ্মা! সেই ঋষির আশ্রমে থাকিয়া,
বহু কষ্টে, সর্বরকম অস্ত্রশিক্ষা করিলাম লাভ।
ফিরিবার কালে পেয়েছি শুধু ব্রহ্ম অভিশাপ।

পদ্মা। ব্রহ্ম অভিশাপ?

কর্ণ। গুরু অভিশাপ, আর ব্রহ্ম অভিশাপ।
তখনও করেছি প্রতিজ্ঞা আমি,
দান ব্রত আর অতিথি সৎকারে,
খণ্ডন করিব মোর ব্রহ্ম অভিশাপ।
প্রার্থীরে বিমুখ না করিব কভু।

ব্রাহ্মণের প্রবেশ।

ব্রাহ্মণ। রাজা? রাজা কই? রাজা।

কর্ণ। রাজা, রাণী দুজনেই সম্মুখে তব।
আদেশ করুন দ্বিজ, রাজারে কিবা প্রয়োজন?

ব্রাহ্মণ। কথার সময় নাই, ক্ষুধায় কাতর আমি,
চতুর্দিকে অন্ধকার দেখি এ সংসারে।

কর্ণ।   কে আপনি? পরিচয় কি আপনার?
ব্রাহ্মণ।   পরিচয়ে কিবা প্রয়োজন?
ক্ষুধার্ত ব্রাহ্মণ, তায় অতিথি তোমার।
কর্ণ।   রাণী? পাদ্য-অর্ঘের কর আয়োজন
অতিথি ব্রাহ্মণ আজি সমাগত পুরে।

[পদ্মার প্রস্থান।

ব্রাহ্মণ।   রাজা! পাদ্য-অর্ঘ লব, করিব বিশ্রাম।
অগ্রে কর অঙ্গীকার, বিমুখ না করিবে আমায়?
কর্ণ।   কেন ব্রাহ্মণ? কিবা হেতু বিমুখ করিব তোমায়?
ক্ষুধায় কাতর, দ্বিজ তুমি, তায় অতিথি আমার।
নাহিকো সঙ্কোচ, করহ আদেশ।
করি অঙ্গীকার, বাঞ্ছা তব পুরাবো নিশ্চয়।
ব্রাহ্মণ।   উত্তম, অতীব উত্তম কথা। বাঞ্ছা আমার পুরাবে তুমি।
রাজা! বহুদিন করি নাই আমিষ ভোজন।
কোমল, নধর মাংসে আসক্তি আমার।
কর্ণ।   কহ দ্বিজ! কোন মাংসে প্রীত হবে তুমি?
ছাগ, মৃগ অথবা মেষ?
ব্রাহ্মণ।   না না, অখাদ্য সকলই।
বহুদিন বঞ্চিত আছি হে রাজা, নরমাংস হতে।
কর্ণ।   নরমাংস?
ব্রাহ্মণ।   নরমাংস। নরমাংসই শ্রেষ্ঠ খাদ্য, বুঝিয়াছি আজি।
তাই নরমাংস অভিলাষী আমি।
হে রাজা! যদি তব সাধ্যায়ত্ত হয়, বল,
রহি অপেক্ষায়, নহে চলে যাই।

কর্ণ। না না, কেন যাবে ব্রাহ্মণ?
মধ্যাহ্নে অতিথি তুমি ক্ষুধার্ত ব্রাহ্মণ।
নরমাংস যদিও দুর্লভ, আমি তো নর,
অতি ক্ষুদ্র, অতি তুচ্ছ জীবন আমার।
হে দ্বিজ, তিষ্ঠ ক্ষণকাল,
বলি দিই এ জীবন সম্মুখে তোমার।

ব্রাহ্মণ। শোন রাজা! তব বাক্যে প্রীত হলাম আমি।
বুঝিয়াছি, নরমাংসই করাবে ভোজন।
কিন্তু, বয়োপক্ক মাংস যে তোমার;
আমি চাই নধর কোমল মাংস। শিশু দেহ হতে।
আহা-হা, উপাদেয়, অতি উপাদেয়।
নাম মাত্রে লালা ঝরে রসনায়।

কর্ণ। শিশু মাংস?

ব্রাহ্মণ। হ্যাঁ, শিশু মাংস, রাজ বংশধর।
বিলাসে পালিত অঙ্গ নিশ্চয় তাহার।
কোমল মসৃণ মাংস, পারিবে কি দিতে রাজা?

কর্ণ। হে দ্বিজ! কহ তুমি, কোথা পাবো,
শিশু-দেহ রাজ বংশধর?

ব্রাহ্মণ। তোমারই তো এক পুত্র আছে রাজা।
সেই পুত্রে কাটিয়া তুমি, আমারে আহার করাও।

কর্ণ। কি, কি কহিলে ব্রাহ্মণ? নহ তুমি দ্বিজ।

ব্রাহ্মণ। রাজা! সত্যে বদ্ধ আজি, করিয়াছ অঙ্গীকার
মোর পাশে তুমি।

কর্ণ। [স্বগত] নারায়ণ! একি পরীক্ষায় ফেলিলে আমায়?

মনে বড় দর্প ছিল মোর,
প্রার্থীরে বিমুখ না করিব কভু।
[প্রকাশ্যে] সত্যই দ্বিজ তুমি।
নহে কর্ণের নিকটে চাহ, একমাত্র পুত্রের
জীবন বধিয়া দেহ মাংস করিতে আহার?
হে ব্রাহ্মণ! বেশ, তাহাই তোমারে আমি
করাবো আহার।

ব্রাহ্মণ। সাধু, সাধু, এই তো দাতার যোগ্য কথা।
কিন্তু হে রাজা! আছে কিছু সামান্য নিয়ম আমার।

কর্ণ। কহ দ্বিজ! কিবা আছে নিয়ম তব?

ব্রাহ্মণ। তুমি আর মহিষী তোমার, দুজনে মিলিয়া।
নিজ হস্তে কাটিবে তব তনয়ের শির।

কর্ণ। হে দ্বিজ! যা কহিবে,
সকলই আদেশ আমি করিব পালন।
কিন্তু হে ব্রাহ্মণ! তায় অতিথি নারায়ণ তুমি।
কর আশীর্বাদ, যেন সকলই সহিতে পারি।

ব্রাহ্মণ। আরও শোন রাজা। হাস্য মুখ দুজনার রহিবে,
অশ্রু না ঝরে যেন কাহারও নয়নে।

কর্ণ। হৃদয়! দৃঢ় থেকো। মন! স্মরণ কর
তোমার প্রতিজ্ঞার কথা।
আজি সেই দারুণ পরীক্ষার দিন।
আসুন ব্রাহ্মণ! মহা ভাগ্যবান আমি।

ব্রাহ্মণ। সাধু! সাধু!

[উভয়ের প্রস্থান।

তৃতীয় অংক

—এক—

রাজ-বহির্বাটি

শকুনির প্রবেশ।

শকুনি। দুর্বাসা ঋষি, বড় সামান্য ঋষি নয়। দেবতারাও তাঁকে ভয় করে থাকেন। পাছে অভিশাপ দিয়ে বসেন। যাও মর্তধামে চলে যাও। বাপ! কি বদরাগী ঋষি রে বাবা। দশ হাজার শিষ্য সঙ্গে নিয়ে যখন তিনি উপস্থিত হয়েছিলেন, আমি শকুনি! আমারই বুকটা তখন থর্‌থর করে কেঁপে উঠেছিল। দুর্যোধন কিন্তু তাঁদের সন্তুষ্ট করে বর নিয়েছিল। এদিকে পাণ্ডবদের বার বৎসর বনবাস তো শেষ হয়ে গেছেই, তার উপর এক বৎসর অজ্ঞাতবাস, তারও তো দেখছি শেষ হতে আর বেশী দেরী নেই। কিন্তু তারা এখন অজ্ঞাত হয়ে রইল কোথায়?

দুর্যোধনের প্রবেশ।

দুর্যোধন। কি মাতুল! ভাবছ কি?

শকুনি। ভাবছি বাবাজী, পাণ্ডবদের তো কোন রকমেই জব্দ করা গেল না। দুর্বাসার মত ঋষিকেও তো তার দশ হাজার শিষ্যের সঙ্গে দ্রৌপদীর আহারের পর দ্বৈতবনে পাঠিয়েছিলে। দুর্বাসা আর তার শিষ্যরা, খেতে না পেয়ে অভিশাপ দিয়ে আসবেন, কেমন? কিন্তু তাতেও তো কোন ফল হলো না বাবাজী।

দুর্যোধন। সত্যই মাতুল। দ্রৌপদীর ভাগ্যটা কিন্তু খুবই ভাল!

শকুনি। আমি বলেছি না বাবাজী! পাণ্ডবদের ভাগ্যলক্ষ্মীই ওই দ্রৌপদী, আর পাশা খেলে জয়লাভও করেছিলাম, কিন্তু বাম হলেন কিনা তোমার পিতা!

দুর্যোধন। আমার মনে হয় মাতুল, দ্রৌপদী কোন যাদু জানে, তা না হলে দুঃশাসন যখন তার অঙ্গ হতে, বস্ত্রখানি হরণ করতে লাগলো, তখন অত বস্ত্র এল কোথা হতে?

শকুনি। ঋষি দুর্বাসাকে সন্তুষ্ট করে তুমি তো বর পেয়েছ। আর তোমারই ভগ্নিপতি জয়দ্রথ, শিবকে সন্তুষ্ট করে বর পেয়েছে, এক অর্জুন ব্যতীত আর চারজন পাণ্ডবকে সে একাই পরাজিত করতে পারবে। দ্রৌপদীও কি এইরকম কোন বর পেয়েছে জান?

দুর্যোধন। সূর্যদেবের কাছ হতে একখানা থালি পেয়েছে, আর ওই থালিখানার গুণই হচ্ছে অসাধ্য সাধন করা' দ্রৌপদীও নিশ্চয় এইরকম কোন গুপ্ত সাধনা করে।

শকুনি। হ্যাঁ, তুমি ঠিক বলেছ বাবাজী। সূর্যদেব কি, ওই থালিখানা দেবার মত লোক এক ওই দ্রৌপদী ছাড়া, আর কাউকে খুঁজে পেলেন না? নিশ্চয়ই দ্রৌপদী গুপ্ত সাধনা করে।

দুর্যোধন। আবার বলে দিয়েছেন কিনা ওই সূর্যদেব! দ্রৌপদীর যতক্ষণ না খাওয়া হবে, ততক্ষণই ওই থালিখানায় অফুরন্ত আহার্য থাকবে।

শকুনি। হ্যাঁ। এখন থাক সে কথা। ত্রিগর্তরাজ সুশর্মার, হঠাৎ আগমনের কারণ কি? আমি তো ঠিক বুঝতে পারলাম না বাবাজী!

দুর্যোধন। সুশর্মা এসেছে একটা শুভ সংবাদ নিয়ে।

শকুনি। শুভ সংবাদ! ত্রিগর্ত রাজ্য থেকে এই হস্তিনায় আমাদের কাছে এসেছেন, এমন কি শুভ সংবাদ থাকতে পারে বাবাজী। আমার মনে হয়, এই সুশর্মা পাণ্ডবদের গুপ্তচর হয়ে এসেছে, আর পাণ্ডবেরা এই ত্রিগর্ত রাজ্যেই অজ্ঞাতবাস অর্থাৎ আত্মগোপন করে আছে!

দুর্যোধন। তাও হতে পারে। অজ্ঞাতবাস শেষ হতে তো আর মাত্র তেরদিন বাকী আছে।

শকুনি। মাত্র তেরদিন? বাবাজী, যে কোনও উপায়ে পাণ্ডবদের সন্ধান করা চাই। বুঝেছ? তাহলেই আবার, বার বৎসর বনবাস!

দুর্যোধন। আমাদের গুপ্তচর কিন্তু বহুস্থানে, এমন কি বিরাট নগরেও অনুসন্ধান করে ফিরে এসেছে। কিন্তু সুশর্মা বলছে কোন এক গন্ধর্ব নাকি বিরাটরাজার শ্যালককে হত্যা করেছে!

শকুনি। বিরাটরাজের শ্যালক? মহাবীর কীচক বধ হয়েছে, কেমন? আর কি বললে? কোন এক গন্ধর্ব তাকে হত্যা করেছে! কিন্তু গন্ধর্বটি কে! তার সন্ধান নিয়েছ কি?

দুর্যোধন। না।

শকুনি। আমার মনে হয় বাবাজী, এই দুর্দান্ত মহাবীর কীচককে বধ করতে হলে, একজন গন্ধর্বের শক্তিতে কুলোবে না। ভীমের মত শক্তির প্রয়োজন। ভীম একাই ওই কীচককে বধ করতে পারে। আর তুমি স্থির জেনে রাখ, কীচককে বধ করেছে ওই ভীম।

দুর্যোধন। তাহলে, তুমি কি বলতে চাও ওই বিরাট নগরেই পাণ্ডবেরা আত্মগোপন করে আছে?

শকুনি। নিশ্চয়ই। গন্ধর্ব বলতে ওই পাণ্ডবেরা! আর গন্ধর্বের ছদ্মনামে পাণ্ডবেরাই আত্মগোপন করে আছে। হ্যাঁ, সুশর্মা আর কি বলেছে শুনি?

দুর্যোধন। কীচক হত্যা হওয়ায় সুশর্মার দুঃখ হওয়া তো দূরের কথা, দেখলাম তার যেন আনন্দটাই বেশী।

শকুনি। আমি জানি বাবাজী, কীচকের ভগ্নিপতি বিরাটরাজ, আর ত্রিগর্তরাজ সুশর্মা সব সময়ে, ওই দুর্দান্ত কীচকের ভয়ে সশঙ্কিত হয়ে থাকত, তারপর ?

দুর্যোধন। বিরাটরাজের ষাট হাজার গোধন এখন অরক্ষিত অবস্থায় আছে। ওই গরুগুলি হরণ করবার জন্য, সুশর্মা এসেছে আমাদের কাছে সাহায্য প্রার্থনা করতে।

শকুনি। সাহায্য প্রার্থনা করতে এসেছে ? আমি বলি কি বাবাজী, কারও সাহায্য করতে যাওয়া অপেক্ষা, তোমার সৈন্যবাহিনী নিয়ে চল বিরাট রাজার ওই ষাট হাজার গরু, আমরাই হরণ করে নিয়ে আসব।

দুর্যোধন। এ যুক্তি মন্দ নয় মাতুল ! গোধনও হরণ হবে, আর পাণ্ডবদের সন্ধানও করা যাবে। সুশর্মাকে তুমি বলে দাও মাতুল, আমরা কারও সাহায্য করতে পারব না। সখা কর্ণকে এই শুভ-সংবাদটা আমি নিজেই দিতে চললাম। [প্রস্থানোদ্যত]

শকুনি। [বাধা দিয়া] ধীরে, বাবাজী ধীরে। তোমার সখা কর্ণের, একার শক্তিতে কুলোবে না বাবাজী। দ্রোণাচার্য, কৃপাচার্য, তোমার পিতামহ ভীষ্ম, সকলকেই সঙ্গে নাও। সত্যই যদি এমন কিছু ঘটে, যে ভীম অর্জুনের সঙ্গে যুদ্ধ করে, গোধন হরণ করতে হবে ! বুঝলে কিছু ? চলো বাবাজী।

[উভয়ের প্রস্থান।

—দুই—

অন্তঃপুর

পদ্মাবতী ও কর্ণের প্রবেশ।

পদ্মা। এঁকি আদেশ কর প্রভু?
মাতা হয়ে নিজ হস্তে দিতে হবে পুত্র বলিদান?

কর্ণ। হ্যাঁ পদ্মা। তুমি আর আমি দুজনে মিলিয়া
নিজ হস্তে দিতে হবে পুত্র বলিদান।

পদ্মা। উঃ, কি কঠোর আদেশ।
যার মুখ হেরে মাতৃবুকে ক্ষীরধারা ঝরে
স্বর্গসুখ বদন চুম্বনে। ধরে গলে
আধ আধ ভাষে, শিশু মুখের
মা মা ডাক শুনে,
ভুলে যাই মোরা প্রসব বেদনা।
বল নাথ! বল,
কোন প্রাণে সন্তানের মাতা হয়ে,
নিজ হস্তে সন্তানে দিব বলিদান?

কর্ণ। পদ্মা! ভুলে গেছ কি তুমি সেদিনের কথা?
বলেছিলে সেদিন কারণে বা অকারণে
যে কোন আজ্ঞা মোর নতশিরে করিবে পালন?
আরও কি ভুলে গেছ তুমি,
আমার প্রতিজ্ঞার কথা?
যে প্রার্থীরে বিমুখ না করিব কভু?

পদ্মা। জানি নাথ! সকলই জানি আমি।
ভুলি নাই তোমার প্রতিজ্ঞার কথা।
কিন্তু, কেমনে সহিব নাথ এই নিদারুণ দৃশ্য?
তার পূর্বে ওগো স্বামী! ওগো রাজা,
আমারে কর বলিদান।

কর্ণ। পদ্মা! ভীষণ পরীক্ষার দিন আজি।
বুক বাঁধো, ধৈর্য ধর, কাতর না হও।
পাষাণে গঠিত কর হৃদয় তোমার।
দূর কর কোমলতা হৃদয় হইতে।
যেন একবিন্দু অশ্রু কাহারও নয়নে না ঝরে।

পদ্মা। নারায়ণ! যদি পুত্রকে আমার,
এই ভাবে কেড়ে নেবে তুমি,
কেন পুত্রবতী করেছিলে তবে?

বৃষকেতুর প্রবেশ।

বৃষকেতু। মা! মা! কেন ডেকেছো মা?

পদ্মা। না, না, ডাকিনি তোকে।
পালা বাবা পালা—ছুটে পালা!

বৃষকেতু। কেন মা? পালাবো কেন?

পদ্মা। কেন? তা বলতে পারবো না বাপ আমার!
তুই চলে যা, চলে যা বাবা,
পৃথিবীর সেই শেষ প্রান্তদেশে।

বৃষকেতু। বাবা! মা! কেন আজ
তোমরা ও রকম করছো?

পদ্মা। জগতের সৃষ্টি দিন হতে শোনে নাই কেহ,
হেন অসঙ্গত কার্য বিপরীত।
বনের পশু পক্ষী শুনিলে একথা আতঙ্কে কাঁপিবে।
সৃষ্টি মুছে যাবে, স্তব্ধ হবে ধরার বাতাস।
জননী যদ্যপি হয় নিজ সন্তানঘাতিনী।
না, না, অসম্ভব এ কথা!
বৃষকেতু! আয়—আয় বাপ।
মাতৃকোলে লুকায়ে থাক।
মাতৃকোল সন্তানের চির নিরাপদ।
ধর রাজা, অস্ত্র তোমার।
মাতা পুত্রে এক সাথে কর বলিদান।

বৃষকেতু। মা! মা!

পদ্মা। ডাক—ডাক বাবা, আবার ডাক।
মা—মা ডাক শুনে জুড়াক জীবন।

ব্রাহ্মণ। [নেপথ্যে] কহ রাজা? আর বিলম্ব কত?

কর্ণ। পদ্মা! ওই শোন ব্রাহ্মণের বাণী।

বৃষকেতু। কি হয়েছে বাবা? [কর্ণের কাছে আসিল]
উনি তো অতিথি নারায়ণ।
কি বলছেন বাবা উনি?

পদ্মা। না-না, বলো না প্রভু, বলো না সে কথা!

কর্ণ। পদ্মা! স্বইচ্ছায় আত্ম-সমর্পণ করেছিলে আমায়,
পরেছিলে সত্যের শৃঙ্খল।
আজি সেই পরীক্ষার দিন, জেন সত্যই ভগবান
শোন বৎস! শোন বৃষকেতু!

ওরে সত্যে বদ্ধ আজি, আমি রে পিতা তোর
বলি দিয়া তোরে আহার করাব অতিথির,
তোর দেহ মাংস দিয়ে।

বৃষকেতু। এরই জন্য এত কাতর কেন বাবা? অতিথি নারায়ণ। তার তৃপ্তির জন্য আমি বলি হব, তোমাদের সত্যরক্ষা হবে, সে তো খুব আনন্দের কথা।

অস্ত্রহাতে ব্রাহ্মণের প্রবেশ।

ব্রাহ্মণ। এই তো কথার মত কথা। নাও বালক, প্রস্তুত হও। কি রাজা! আর বিলম্ব কেন?

বৃষকেতু। আপনিই তো অতিথি নারায়ণ, আমার মাংস খাবেন আপনি? আমি প্রস্তুত আছি পিতা, আমাকে বলি দিন।

ব্রাহ্মণ। না-না, পিতা একা নয়। পিতা ও মাতায় দুজনে এক সঙ্গে হাসতে হাসতে কাটতে হবে। হাত পা কাঁপবে না, চোখ দিয়ে জল পড়বে না! সেই হবে সুস্বাদু মাংস, আমি উদর ভরে ভোজন করব।

পদ্মা। হে ব্রাহ্মণ! আগে বলি দিন আমাকে।

ব্রাহ্মণ। না, এরকম কথা তো ছিল না। কি রাজা, তুমিও কি এখন এই কথাই বলবে?

পদ্মা। নারায়ণ! একি আজি পরীক্ষা তোমার?
স্বামী! আঁখিজল বাধা নাহি মানে,
কেমনে রোধিব আঁখিজল?

ব্রাহ্মণ। রাজা! বিলম্ব কি হেতু আর?
এই নাও, ধর অস্ত্র দুইজনে, কাট শির এই বালকের।

সত্য রক্ষা কর হে রাজা,
ধর অস্ত্র, ধর এইবার।

কর্ণ। [অস্ত্র লইয়া] রাণী! এস! ধর অস্ত্র,
জ্ঞানহীনা হয়ো না এখন।
আর আমিও পারি না বুঝি চাপিয়া রাখিতে
অশ্রুজল।
রাণী! শক্তি তুমি মোর! শক্তিময়ী তুমি,
আর ক্ষণকালের জন্য শক্তি দাও আমায়।
হে দিবাকর! ক্ষণকালের জন্য লুকাও তব মুখ,
বাতাস! স্তব্ধ হয়ে চেয়ে দেখ,
কর্ণ আজি নিজ হাতে
বলি দিবে সন্তানে তাহার।
বৃষকেতু! আয় আয় বাপ,
সারা জীবনের মত,
ডাক আমাকে বাবা বাবা বলে।

বৃষকেতু। বাবা! বাবা!

কর্ণ। আঃ—আঃ!

বৃষকেতু। [বসিয়া] বাবা, ধর অস্ত্র,
ধর না অস্ত্র তুমি,
এই আমি হয়েছি প্রস্তুত।
নারায়ণ! কোথায় নারায়ণ!
বাবার সত্য রক্ষা কর নারায়ণ।

[এক হস্ত দ্বারা চক্ষু আচ্ছাদন করিয়া কর্ণ ও পদ্মা উভয়ে অস্ত্র ধরিয়া বৃষকেতুর ঘাড়ে দিবে। ব্রাহ্মণের প্রস্থান।]

বৃষকেতু। [চক্ষু মুদিয়া]

গান

কৃষ্ণ নারায়ণ শ্রীমধুসূদন
করুণা নিদান করুণা কর হে,
শুনিয়াছি আমি দয়াময় তুমি
দুঃখ কেন দাও বাবা মায়েরে।
আমি মরি তায় ক্ষতি কিছু নাই,
বাবা মাকে তুমি দেখো হে সদাই,
অগতির গতি তুমি যে সবার
তোমা ছাড়া শান্তি দিবে কে ?
জানি না কোথাও আছ কিনা তুমি
মার কাছে শুধু শুনিয়াছি আমি
নারায়ণ রূপেতে হৃদয় মাঝারে
তোমারে সদাই যেন দেখি হে।

[ঘুমাইয়া পড়িল]

কর্ণ। কই পদ্মা ! কোথা গেল অতিথি ব্রাহ্মণ ?

কৃষ্ণের প্রবেশ।

কৃষ্ণ। অতিথির কি অভাব আছে কর্ণ ?
বৃষকেতু ! ওঠো ত বালক,

বৃষকেতু। [উঠিয়া] এই ত তুমি কৃষ্ণ নারায়ণ,
আমি তো তোমার কোলেই ঘুমিয়ে পড়েছিলাম।
আর তো তোমাকে ছেড়ে দেব না।

[কৃষ্ণের পায়ের কাছে বসিয়া প্রণাম]

কৃষ্ণ। [বৃষকেতুকে তুলিয়া] তুমি আমাকে চেয়েছিলে,
তাই আমি না এসে থাকতে পারলাম না।

বৃষকেতু! ভক্তের কাছে ভগবান,
সব সময়ে বাঁধা হয়ে থাকেন।

পদ্মা। বৃষকেতু! বাপ আমার!
সার্থক জীবন, সার্থক জনম রে তোর,
তোর মত পুত্রকে গর্ভে ধারণ করে,
আমারও জীবন আজ ধন্য হয়ে গেল।

কর্ণ। কৃষ্ণ! একি ছলনা আজি দাসের প্রতি?

কৃষ্ণ। পাণ্ডবের সঙ্গে দেখা করতে এসে, হঠাৎ মনে হলো, দাতা-কর্ণের নামটা। তাই, নামের সঙ্গে দাতাকে একবার পরীক্ষা করবার ইচ্ছা হলো।

পদ্মা। নারায়ণ! এই কি আপনার পরীক্ষা করা?

কর্ণ। রাণী! সাক্ষাৎ নারায়ণ এসেছেন আমাদের কুটিরে। এস, প্রাণভরে চরণ-যুগল দর্শন করে, নয়ন মন সার্থক করি। [তিনজনে পদতলে বসিল]

পদ্মা। নমঃ ব্রহ্মণ্য দেবায়, গো ব্রাহ্মণ হিতায় চ, জগদ্ধিতায় কৃষ্ণায় গোবিন্দায় নম নমঃ।

[সকলে প্রণাম করিয়া উঠিয়া দাঁড়াইল]

কৃষ্ণ। কর্ণ! সত্যই ভগবান, সত্য পথই একমাত্র ধর্মপথ। সত্যই সাক্ষাৎ ব্রহ্ম। সত্যরূপ পরম ব্রহ্ম, সত্যং হি পরমং তপঃ, সত্য-মূলাঃ ক্রিয়াঃ সর্ব্বাঃ, সত্যাৎ পরতরো নহি। তুমি যে আমাকে সেই সত্যের বন্ধনে আবদ্ধ করেছ। আশীর্বাদ করি, আজীবন এই সত্যের আশ্রয়ে যেন সদা সর্বক্ষণ তোমার মতি থাকে। এসো।

[সকলের প্রস্থান।

—তিন—

পথ

বিকর্ণের প্রবেশ।

বিকর্ণ। অজ্ঞাত বাস হতে ফিরিয়াছেন পাণ্ডবেরা সবে,
মনে হয় মোর ধর্মরাজে প্রণাম করিয়া আসি।
কিন্তু ভয় করি দাদা দুর্যোধনে,
যাব কি না যাব?

মায়ার প্রবেশ।

মায়া। কি বৎস! কি ভাবছ তুমি?
বিকর্ণ। কে তুমি মাতা? দেবী? কি মানবী তুমি?
মনে হয় যেন দেখেছি কোথায়?
মায়া। হ্যাঁ বৎস দেখেছ, কিন্তু এখন মনে নাই আর
কি স্থির করিলে বৎস?
বিকর্ণ। কিসের?
মায়া। ধর্মরাজ যুধিষ্ঠিরের সাথে সাক্ষাৎ করিতে যাওয়া?
বিকর্ণ। তুমি কিরূপে জানিলে মাতা?
মায়া। আমি সকলই জানি বৎস!
যে যা মনে করে আমি সব জানিতে পারি,
তাই তো মনের সঙ্গেই আমার ভাব বেশী।
বিকর্ণ। মনে হয় কোন দেবী হবে তুমি।
লহ মাতা প্রণাম আমার। [প্রণাম]

মায়া। আশীর্বাদ করি সত্য পথে মতি হোক তব।
এখন কি করিবে তুমি?

বিকর্ণ। দাদারে বড় ভয় করি আমি,
পাশা খেলা হয়েছিল যখন;
ধর্মরাজ তরে ন্যায্য কথা কহিলে, দাদা দুর্যোধন
মোরে, কটু ভাষে গালি দিয়াছিলেন।

মায়া। কেন?

বিকর্ণ। তখন বালক ছিলাম বটে,
কিন্তু ন্যায্য কথা কহিতে ভীত হই নাই আমি।
ভেবেছিলাম পাশা খেলা হয়ত খেলারই
মত আনন্দের খেলা।

মায়া। এক পক্ষ নিরানন্দ না হলে,
অপর পক্ষের আনন্দ তো হয় না বৎস!

বিকর্ণ। দেখিলাম মাতা! খেলা নয় সে অভিনয় মাত্র।
পণ রাখি ধর্মরাজ তার সর্বস্ব হারিল ওই পাশা খেলায়।

মায়া। রাজসূয় যজ্ঞে যে সে পেয়েছিল অনেক,
ইন্দ্রপ্রস্থ তার অমূল্য সম্পদ,
সকলই তো তোমাদের হলো।

বিকর্ণ। বুঝিতে না পারি, সে কিরূপ বিচার!
কুলবধূ দ্রৌপদীরে যখন আনিল রাজসভায়,
তখন আমি আর সহিতে না পারি কহিলাম
দাদারে, ধর্মরাজ নিজেই যখন নিজেকে
হারিয়াছেন আগে, তখন
কুলবধূ দ্রৌপদীকে পণ রাখিতে পারেন কিরূপে?

মায়া। তুমি কেন কথা কহিলে বৎস?
আর তো কেহ কহিল না কথা।

বিকর্ণ। নারীর অপমান, নারীর লাঞ্ছনা
সহিতে পারি নাই আমি,
উচিত কথা কহিলাম। দাদা মোরে
রাজসভা হতে বিতাড়িত করিয়া দিলেন

মায়া। সেও তো বহুদিন হয়ে গেল গত।
তের বৎসর আগে নিশ্চয়।

বিকর্ণ। এখনও সে কথা ভুলি নাই আমি,
মনে ছিল আশা, আমিও পাণ্ডবদের সাথে
যাব বনবাসে। কিন্তু বাধা দিলেন মাতা
গান্ধারী আমায়।

মায়া। তুমি যে কনিষ্ঠ পুত্র তার।
কিন্তু কহ বৎস!
পাণ্ডবদের প্রতি, এত প্রীতি কেন তোমার?

বিকর্ণ। কি জানি মাতা, পাণ্ডবদের
বড় ভাল লাগে মোর।
ধর্মরাজ তরে দুঃখ হয় মোর।
এত সরল উদার মন, আর কারও দেখি নাই।

মায়া। চলো বৎস, আমিও যাব ধর্মরাজ পুরে।
কিছু প্রয়োজন আছে আমার!
অভিমন্যুরে লয়ে যেতে হবে, এস বৎস।

[উভয়ের প্রস্থান।

—চার—

গৃহ

একটি ব্রহ্মশির বাণহস্তে দ্রোণাচার্যের প্রবেশ।

দ্রোণ। পাঞ্চালের রাজ্য! তারই অর্ধরাজ্যের অধীশ্বর এখন আমারই একমাত্র পুত্র অশ্বত্থামা। আমি কিন্তু চিরকাল কৌরবের বেতন-ভোগী অন্নদাসই রহিলাম। বিনা বিচারে, আজীবন কৌরবের আদেশ পালন করিয়া প্রতিজ্ঞা করিয়া, আচার্যের পদ করেছি গ্রহণ। কিন্তু এর চেয়ে দাসত্ব ছিল সহস্রগুণে শ্রেয়। গুরুর মর্যাদা রাখিতে জানে একমাত্র মোর প্রিয় শিষ্য অর্জুন।

ধনু ও তূণসহ অর্জুনের প্রবেশ।

অর্জুন। গুরুদেব! প্রণাম শ্রীপদে। [প্রণাম]

দ্রোণ। বৎস অর্জুন! এই লও ব্রহ্মশির বাণ। যতদিন প্রতিরোধ করবার শক্তি, সঞ্চয় করতে না পারো, ততদিন এ বাণ প্রয়োগ করো না। মনে রেখ পৃথিবী ধ্বংসকারী এই বাণ।

অর্জুন। আমি ক্ষত্রিয়, এ বাণ আমাকে কেন দিচ্ছেন?

দ্রোণ। আমি জানি বৎস, তুমি ছাড়া এ বাণের মর্যাদা আর কেহই রাখতে পারবে না।

অর্জুন। [প্রণাম ও বাণটি তূণে রাখিল] গুরুদেব! বলে দিন এইবার, আমরা কি করবো?

দ্রোণ। দুর্যোধন বলেছিল না? বার বৎসর বনবাস, আর এক বৎসর অজ্ঞাতবাসের পরে, তোমাদের রাজ্য তোমাদেরই ফিরিয়ে দেবে?

অর্জুন। বলেছিল সত্য, কিন্তু এখন ফিরিয়ে দিতে অস্বীকার করছে।

দ্রোণ। অস্বীকার করছে? জোর করে আদায় করে নাও। দুর্যোধন কি মনে করেছে, বাতুলের বাতুলতা, না, পাণ্ডবদের জীবন নিয়ে ছিনিমিনি খেলা? তোমাদের ন্যায্য অধিকার হতে, চিরকালই কি তোমরা বঞ্চিত হয়ে থাকবে?

অর্জুন। কি করবো গুরুদেব! দাদা বলেন, ভাইয়ে ভাইয়ে বিবাদ করা উচিত নয়।

দ্রোণ। বল কি অর্জুন! যুধিষ্ঠিরও কি বাতুল হলো না কি? আমি জানি বৎস, এই হস্তিনার রাজা ছিলেন তোমাদেরই পিতা, পাণ্ডু। আর তোমরাই এখন, এই হস্তিনা রাজ্যের একমাত্র ন্যায্য অধিকারী।

অর্জুন। আমি অনেক ভেবে দেখেছি গুরুদেব। দুর্যোধনের নিকট হতে, বিনা যুদ্ধে, আমাদের ন্যায্য অধিকার আদায় করা অসম্ভব।

ভীমের প্রবেশ।

ভীম। গুরুদেব! প্রণাম। [প্রণাম]

দ্রোণ। সর্বজয়ী হও বৎস।

ভীম। বারো বৎসর বনবাস, আর এক বৎসর অজ্ঞাতবাস। এই তেরো বৎসর পরে আপনার সঙ্গে আমাদের দেখা হলো।

দ্রোণ। আরও দেখা হয়েছিল বৎস? ভুলে গেছ তুমি? মনে করে দেখ দেখি?

ভীম। হ্যাঁ, মনে পড়েছে গুরুদেব! গন্ধর্বেরা দুর্যোধনকে যখন সপরিবারে বন্দী করেছিল। কর্ণ কিন্তু সেই সময়ে, ভয়ে ভয়ে চুপি-চুপি পালিয়ে এসেছিল।

অর্জুন। তখন আমরাই গন্ধর্বদের পরাজিত করে দুর্যোধনদের উদ্ধার করেছিলাম। দুর্যোধন বোধহয়, সেকথা এখন আর স্বীকার করবে না।

দ্রোণ। দুর্যোধন, স্বীকার না করলেও, আমি তো জানি বৎস, তখন যদি তোমরা তাদের উদ্ধার না করতে, তাহলে, আজ বোধহয় দুর্যোধনের কাছে ন্যায্য অধিকারের জন্য হাত পেতে তোমাদের দাঁড়াতে হতো না।

ভীম। হ্যাঁ। আরও মনে পড়েছে গুরুদেব। বিরাটরাজার ষাট হাজার গরু চুরি করতে গিয়ে, দুর্যোধনদের কি দুর্দশাই না হয়েছিল।

অর্জুন। তখন তুমি বিরাটরাজের সঙ্গে, রাজা সুশর্মাকে পরাজিত করতে ত্রিগর্ত রাজ্যে গিয়েছিলে।

ভীম। আরও মনে পড়েছে গুরুদেব! জয়দ্রথের লাঞ্ছনার কথাটা? আজও মনে হলে আমার রাগও হয়, দুঃখও হয়, আবার হাসিও পায়। দ্রৌপদীকে হরণ করে নিয়ে পালাবার সময়, ওঃ বলবো কি গুরুদেব! তার চুলের মুঠি ধরে, আছড়ে ফেলে, হিঁচড়ে হিঁচড়ে, টানতে টানতে দাদার কাছে এনে হাজির করেছিলাম।

অর্জুন। দাদার আদেশে, শুধু প্রাণে মার নাই তুমি। দুঃশলা ভগ্নীটি, পাছে বিধবা হয়।

দ্রোণ। দুঃশলা? দুঃশলা তো দুর্যোধনের ভগ্নী?

ভীম। দাদা বলেন গৃহবিবাদে আমরা শুধু পাঁচ ভাই, আর দুর্যোধনেরা একশত ভাই আর এক ভগ্নী।

অর্জুন। গন্ধর্বরাজ চিত্রসেন যখন দুর্যোধনদের বন্দী করেছিল, দাদা কিন্তু তখন আমাদের বলেছিলেন, দেখ অর্জুন! এখন আমরা সকলে একশত পাঁচ ভাই!

দ্রোণ। শোন ভীম! শোন অর্জুন, একশত পাঁচ ভাইই হও আর শুধু পাঁচ ভাইই হও তোমরা, সব সময়েই তোমরা মনে রেখ, তোমাদের পিতা পাণ্ডুই ছিলেন এই হস্তিনার রাজা। আর এখন তোমরাই তার ন্যায্য অধিকারী। এখন আর তোমাদের নীরব থাকা চলে না।

ভীম। গুরুদেব! দুর্যোধনের কাছ হতে আমাদের ন্যায্য অধিকার আদায় করা, যুদ্ধ ছাড়া আর কোন উপায় দেখি না।

দ্রোণ। দুর্যোধন যদি স্ব-ইচ্ছায় তোমাদের রাজ্য ফিরিয়ে দিতে না চায়, আর তার জন্য যদি তোমাদের যুদ্ধও করতে হয়, তাইই করবে। তোমরা না বীর? তোমরা না ক্ষত্রিয়? জোর করে গলা টিপে ধরে, তোমাদের ন্যায্য অধিকার, তোমরা আদায় করে নাও।

ভীম। ঠিক বলেছেন গুরুদেব! আমাদের রাজ্য জোর করে গলা টিপে ধরে, আমরাই আদায় করে নেব।

দ্রোণ। একবারও কি ভেবে দেখেছ তোমরা? যে দুর্যোধন কি ভাবে, তোমাদের উপর নির্যাতন করে আসছে? শকুনির ছলনায় কপট পাশা খেলা! সেটা তো শুধু অভিনয় মাত্র। আর তারই জন্য তোমাদের এই নির্যাতন ভোগ। আ-হা-হা, কুলবধূ দ্রৌপদীর লাঞ্ছনার কথাটা একবারও কি ভেবেছ তোমরা?

ভীম। গুরুদেব! আর বলবেন না সে কথা। ও-হো-হো অর্জুন! বুক ফেটে যায়। আমি বসে বসে শুধু দেখেছি, কোন প্রতিকার করতে পারিনি শুধু দাদার মুখ চেয়ে। এইবার, এইবার দেখে নেব দুর্যোধনকে, দেখে নেব দুঃশাসনকে, কত শক্তি ধরে তারা?

অর্জুন। স্থির হও মধ্যম দাদা। সখা কৃষ্ণকে আজই দুর্যোধনের

কাছে পাঠাবো। কৃষ্ণের কথাও দুর্যোধন যদি না রাখে, তাহলে যুদ্ধ অনিবার্য। গুরুদেব! আপনি কোন পক্ষে যুদ্ধ করবেন?

দ্রোণ। দুর্যোধনের পক্ষে, দুঃখিত হয়ো না বৎস; তুমি তো জানো, প্রতিজ্ঞাবদ্ধ হয়ে আছি, আজীবন আজ্ঞাবাহী দাস হয়ে রব কৌরবের কাছে। অর্জুন! এই যুদ্ধে তোমাকেই হতে হবে, আমার প্রতিযোদ্ধা। তোমার মত শিষ্যের হাতে মৃত্যু হলে, হবে আমার অক্ষয় স্বর্গবাস। [হাত দুটি ধরিয়া] পারবে অর্জুন?

অর্জুন। আশীর্বাদ করুন। [প্রণাম করিল]

দ্রোণ। আশীর্বাদ করি সর্বজয়ী হও, সর্ব মন বাসনা পূর্ণ হোক তোমার।

[প্রস্থান।

ভীম। শোন অর্জুন! আমার মনে হয়, দুর্যোধন বিনাযুদ্ধে আমাদের রাজ্য আমাদের ফিরিয়ে দেবে না। কৃষ্ণের কথাও সে রাখবে না নিশ্চয়। আমিও ভীম! দুর্যোধনকে দেখিতে দিতে চাই, আমাদের ন্যায্য অধিকার আদায় করে নিতে পারি কিনা। চলো অর্জুন।

[উভয়ের প্রস্থান।

———

চতুর্থ অংক

—এক—

কুঠীর

কুন্তীর প্রবেশ।

কুন্তী। নারায়ণ। আর কত দুঃখ দেবে নারায়ণ? কর্ণ কি শুনিবে না আমার কথা? আমি নিজেই যাব আজি তার নিকট দিতে পরিচয়। অন্তর্যামী নারায়ণ! আমার অন্তরের কথা অজানা তো কিছু নেই তোমার। তবে? তবে কেন এত দুঃখ পাই নারায়ণ?

কৃষ্ণের প্রবেশ।

কৃষ্ণ। মা! আবার আমাকে আসতে হলো। বিদুরের খুদের কথাটা, আমি তো আর ভুলতে পারলাম না, বিদুর আমাকে বড়ই ভালবাসে কিনা!

কুন্তী। কৃষ্ণ! আর আমি বুঝি তোমাকে ভালবাসি না পুত্র?

কৃষ্ণ। না। বিদুর আর সখা অর্জুনের মত, তুমি কিন্তু আমাকে ভালবাস না মা। যখন তুমি দুঃখ পাও বেশী, তখনই কেবল আমার কথা, তোমার মনে পড়ে যায়। সুখের সময়ে, একেবারেই তুমি আমাকে ভুলে যাও।

কুন্তী। চিরদুঃখিনী মায়ের উপর অভিমান করো না পুত্র। জীবনে একটা দিনও তো সুখী হইনি আমি। সারা জীবনটাই তো কেবল, দুঃখ ভোগই করে আসছি। তুমি তো সকলই জান কৃষ্ণ।

কৃষ্ণ। মা! মর্ত্তবাসী মানবের, সুখে আর দুঃখে জড়িত জীবন। চিরদিন কারও সমান না যায়, আর চিরস্থায়ী কিছুই তো নয়, আগে যা ছিল না, আসে যদি তাই, ভাবিও মনেতে পরে থাকিবে না তাহা, সংসারের এই তো নিয়ম চিরকাল।

কুন্তী। রাজরাণী, রাজমাতা হয়েও, ভিখারিণীর মত সারা জীবনটাই আমার, দুঃখে দুঃখেই কাটল।

কৃষ্ণ।
সকলই কর্মের ফল, তুমি কি করিবে মাতা?
কর্মফল ভুগিতে মর্ত্তবাসী জীব সকল,
বার বার আসে এই ধরায়।

কুন্তী
আমার কি কর্মফলের, শেষ নাই কৃষ্ণ?
তুমি কি তবে ভগবান কৃষ্ণ নও?
এত কি অপরাধ করেছি আমি,
ক্ষমা কি নাই তার?
তোমাকে যতই ভাবি, যতই ডাকি তোমাকে,
ততই, দুঃখ দাও বেশী।
আর ডাকিব না তোমায়, আজ হতে ভুলে যাবো,
ভুলে যাবো, তোমায় কৃষ্ণ নামে ডাকা।

[প্রস্থান।

কৃষ্ণ।
তাই ভুলে যাও, ভুলে যাও মাতা,
আমাকে কৃষ্ণ নামে ডাকা।
আমি কৃষ্ণ, সত্য আমি কৃষ্ণ ভগবান।
লই নাকো কারো কর্মের ফল।
কিন্তু ভালবাসি সবারে সমান।
সৎজ্ঞান, সৎবুদ্ধি দিই তারে,

যে আমারে ভালবাসে,
কৃষ্ণ বলি ডাকে সদাই।

অর্জুনের প্রবেশ।

অর্জুন। আমি তো সখা। কৃষ্ণ বলি ডাকিতেছি সদাই, তবে কেন এত দুঃখ পাই সখা?

কৃষ্ণ। কর্ম করে জীব সকল, নিজ নিজ জ্ঞান বুদ্ধি মত। আমি শুধু জ্ঞানদাতা, বুদ্ধিদাতা, কর্ম তো, আমার হাতে নয়।

অর্জুন। সত্যই কৃষ্ণ! সকলই অদৃষ্ট আমাদের।

কৃষ্ণ। দৃষ্ট ছিল তখন, যখন পাশা খেলেছিলে। রাজস্য় যজ্ঞে, কুবেরের ভাণ্ডার সম, পেয়েছিলে সম্পদ। সকলই হারাইলে শুধু পাশা-খেলার তরে।

অর্জুন। লজ্জা আর দিও নাকো সখা।

কৃষ্ণ। কারে লজ্জা দিব অর্জুন?
চির লজ্জাহীন সকলে তোমরা।
কোথাও, কারেও দেখাতে পারো,
পঞ্চ ভ্রাতার পত্নীরে তার, একজন স্বামী,
পাশা খেলায়, পণ রাখি খেলিতে পারে?
তারই তরে, এক বস্ত্রা দ্রৌপদীর বস্ত্র হরণ,
আর কি লাঞ্ছনা হইল তাহার,
প্রকাশ্য কুরুসভা মাঝে?

অর্জুন। সত্য সখা? বিপদ ভঞ্জন নারায়ণ,
শুনিয়া দ্রৌপদীর কাতর আহ্বান,
লজ্জা নিবারণ করিলেন তাহার।

কৃষ্ণ। আর তোমরা, পঞ্চবীর স্বামী তাহার
নিশ্চল, স্থবির, ক্লীবের ন্যায় বসিয়া,
দেখিতে থাকিলে লাঞ্ছনা তাহার?
ধিক্ ধিক্ তোমার বীরত্বে অর্জুন।
তুমিই না লক্ষ্যভেদ করি,
দ্রৌপদীরে ধর্মপত্নী রূপে করেছিলে জয়?

অর্জুন। তারই তরে, বারো বৎসর বনবাস,
আর, এক বৎসর অজ্ঞাতবাস করিলাম
ফল ভোগ তার। বহু কষ্ট বহু দুঃখ
পাইয়াছি সখা। বলে দাও বলে দাও সখা।
এখন কি করি উপায়?

কৃষ্ণ। দুর্যোধন পাশে গিয়া বল
ফিরায়ে দিতে নিজ রাজ্য তব।

অর্জুন। আমি পারিব না সখা,
হেন আদেশ তুমি করো না আমায়।

কৃষ্ণ। তবে চলে যাও আবার গভীর অরণ্যে।
বনের ফলমূল করিয়া আহার,
পর্ণ কুটির মাঝে যাপহ জীবন।
সেই-ই ভাল, রাজত্ব করা,
তোমাদের ভাগ্যে লেখা নাই।
একমাত্র দুর্যোধনই পারে রাজত্ব চালাতে,
রজোগুণে জনম যে তার।

অর্জুন। অভিমান করো নাক সখা,
অবোধ অজ্ঞান সখা আমি তব,

নিজগুণে নির্বিচারে তুমি,
ক্ষমা কর মোদের সর্ব অপরাধ।
দুর্যোধন অতি ক্রুর, অতি কটুভাষী,
দাদারে সে করিল অপমান।

কৃষ্ণ। কি কহিলে অর্জুন? ধর্মরাজ যুধিষ্ঠিরে
দুর্যোধন করিল অপমান?

অর্জুন। দাদা যবে দুর্যোধন পাশে
সন্ধি করিবারে গিয়াছিল কুরু রাজসভায়।
দুর্যোধন অতি কটুভাষে, গালি দিয়া
দাদারে করিল অপমান।

কৃষ্ণ। ধর্মরাজ যুধিষ্ঠিরে করিল অপমান!
এত স্পর্ধা ধরিয়াছে দুর্যোধন?
চলো অর্জুন! চলো যাই অগ্রে
ধর্মরাজ যুধিষ্ঠির পাশে,
সম্মতি লইয়া তাহার
আমি নিজেই যাব সন্ধি করিবারে
দূতরূপে দুর্যোধন পাশে।
এস সখা।

[উভয়ের প্রস্থান।

—দুই—

পথ

মায়ার প্রবেশ।

মায়া। এসো—চলে এস্ বৎস আমার।

অভিমন্যুর প্রবেশ।

অভিমন্যু। কেন মোরে আনিলে হেথায়?
কেবা মাতা তুমি?

মায়া। আমি মায়া।

অভিমন্যু। দেবী, মায়া?

মায়া। হ্যাঁ মায়া, রোহিণীর মায়া, জগতের মায়া।
চলে এস, এখন মোর সাথে তুমি,
ফিরে যাবার হয়েছে সময়।

অভিমন্যু। ফিরে যাবার? কোথায়?

মায়া। ওই চন্দ্রলোকে, তব তরে কেঁদে কেঁদে আকুল
হলো রোহিণী তোমার।

অভিমন্যু। রোহিণী? রোহিণী কে আমার?

মায়া। রোহিণীই তো সব তোমার,
আদরের আদরিণী রোহিণী তোমার।

অভিমন্যু। একি কথা কহিছ জননী আমার।
উত্তরাই তো আদরের আদরিণী মোর।
তারে ছাড়ি কোথা যাব আমি?

মায়া। ষোল বৎসর পূর্ণ হতে, দেরী নাই আর,
আর তো থাকা চলে না তোমার।
অভিমন্যু। কেন মাতা! কিবা অপরাধ
করিলাম চরণে তোমার?
রণসাধ না মিটিতে মোর,
লয়ে যেতে চাহ তুমি?
মায়া। রণসাধ? বালক তুমি,
রণকৌশল শিখিলে কোথায়?
অভিমন্যু। মাতৃগর্ভে।
মায়া। মাতৃগর্ভে?
অভিমন্যু। মাতৃগর্ভে ছিলাম যখন,
পিতা মোর বীর ধনঞ্জয়,
রণকৌশল, ব্যূহ প্রবেশ,
কহিতেছিলেন যবে সুভদ্রা মাতায়,
তখনই শিখিয়াছি আমি।
মায়া। কহ বৎস, রোহিণীর তরে
একবারও কি কাঁদে না তব প্রাণ?
অভিমন্যু। না মাতা, রোহিণীরে চিনি নাকো আমি।
মায়া। হারে মর্তবাসী মানব!
এরই মধ্যে ভুলে গেলে তারে?
অথচ তোমাকে লইয়া যেতে,
কহিল রোহিণী আমায়!
অভিমন্যু। না-না মাতা, হেন নিদারুণ কথা
বলিও না আর।

মায়া। স্মরণ কর তো বৎস
পূর্ব জনমে কে ছিলে তুমি?

অভিমন্যু। মনে তো পড়ে না মাতা!
বুঝিতে না পারি আমি,
এত কথা কেন কহিছ আমায়?
করহ আদেশ মাতা,
চলে যাই নিজগৃহে মোর।

মায়া। শোন বৎস,
চন্দ্রলোকে ছিলে তুমি চন্দ্র নাম তব,
ষোল বৎসরের জন্য এসেছ ধরায়।

অভিমন্যু। হতে পারে মাতা, পূর্ব জনমে
চন্দ্র নাম ছিল মোর।
কিন্তু এখন বীর অর্জুনের তনয় আমি।
নাম অভিমন্যু, আমি বীর, পিতার সমান।

মায়া। পূর্ব জনমের কথা তোমার
কিছুই কি পড়ে না মনে?

অভিমন্যু। না মাতা, জানি আমি,
কৃষ্ণের ভগিনী সুভদ্রা মাতা, আর
অর্জুন মোর পিতা।
কৃষ্ণ হয় মাতুল, আর
উত্তরা মোর প্রিয় সহচরী।

মায়া। জানি বৎস বিরাটরাজের তনয়া,
উত্তরাই এখন সঙ্গিনী তোমার।
কিন্তু বলিতে কি পারো বৎস

আমি চন্দ্রলোকে গিয়ে,
কি বলে বোঝাব রোহিণীরে তব ?

অভিমন্যু। রোহিণী রোহিণী নাম
কেন কহিতেছ মাতা ?
যারে কভু দেখি নাই, জানি না, চিনি না;
তার নাম কেন মোরে শুনাতেছ বার বার ?
ধরি চরণে তোমার, আর না কহিও নাম তার
আমি জানি একমাত্র উত্তরাই জীবন সঙ্গিনী আমার।
[প্রস্থান।

মায়া। চলে গেলে ? যাও বৎস,
উত্তরা তো সঙ্গে যাবে না তোমার।
তার গর্ভে যে পরীক্ষিৎ পুত্ররূপে এসেছে তোমার।
ষোল বৎসর পূর্ণ হোক আগে;
তখন জানিবে বৎস
কে ছিলে তুমি, আর কে ছিল রোহিণী তোমার।
[প্রস্থান।

—তিন—

রাজ বহির্বাটি

দুর্যোধনের প্রবেশ।

দুর্যোধন। না! না! না! সন্ধি হতে পারে না। যদুপতি কৃষ্ণ কেন, ভারতের সমস্ত রাজা, মহারাজা এসে যদি আমাকে অনুরোধ করেন, আমার সঙ্কল্প হতে কেহই আমাকে বিচলিত করতে পারবে না। মাতুল! মাতুল!

শকুনির প্রবেশ।

শকুনি। হেঃ-হেঃ-হেঃ! বাবাজী, আমি আগেই জানতাম।

দুর্যোধন। কি জানতে তুমি মাতুল?

শকুনি। এই, অজ্ঞাতবাস হতে ফিরে এসে, পাণ্ডবেরা তাদের রাজ্য তারা ফিরে চাইবে।

দুর্যোধন। তাদের রাজ্য? তাদের রাজ্য বলতে কিছু আছে নাকি! সবই তো এখন আমার অধিকারে।

শকুনি। না, বলছিলাম কি বাবাজী, হস্তিনার সিংহাসনটা না চাইলেও না চাইতে পারে, কিন্তু ইন্দ্রপ্রস্থটা—

দুর্যোধন। ইন্দ্রপ্রস্থ? সে তো আমি পাশা খেলায় জয় করে নিয়েছি! যুধিষ্ঠির নিজে এসে বিশেষ সুবিধা করতে পারলে না, এখন আবার যদুপতি কৃষ্ণকে আমার কাছে পাঠাচ্ছে সন্ধি করতে।

শকুনি। যদুপতি কৃষ্ণ আসছেন তোমাদের সম্পত্তির মীমাংসা করতে! তাতে কৃষ্ণের লাভ?

. দুর্যোধন। লাভ কি অলাভ অত বুঝি না মাতুল। আমি জানি, যা একবার আমার হস্তগত হয়েছে, আমি বেঁচে থাকতে তার এতটুকুও আর ফিরিয়ে দেবো না।

শকুনি। এই তো আমার ভাগ্নের উপযুক্ত কথা। বিনাযুদ্ধে এতটুকুও কিছু দিও না ফিরায়ে। মনে রেখ, একফোঁটা রক্তের মূল্য অনেক, অনেক বেশী।

দুর্যোধন। সখা কর্ণকে সংবাদ দিয়েছি মাতুল, তুমি দেখ তো একবার, সখা কর্ণ এলো কিনা? [শকুনি যাইতে যাইতে ফিরিল] আর শোন মাতুল! কৃষ্ণ এলে, আমার এখানেই পাঠিয়ে দিও; কেমন? যাও।

শকুনি। আমি আবার বলে রাখি বাবাজী রক্ত চাই! শুকিয়ে মরুভূমি হয়ে গেছে, বিনা রক্তপাতে সন্ধিপত্র যেন স্বাক্ষরিত করো না। বুঝলে কিছু? হ্যাঁ, খুব সাবধান। যদুপতি কৃষ্ণ আসছেন! বিবাদ মিটাতে, না ভালভাবে বাধাতে?

[প্রস্থান।

দুর্যোধন। পাণ্ডবদের বনবাসের সময়ে আমার ঐশ্বর্য দেখাতে গিয়ে, গন্ধর্বরাজ চিত্রসেন, যখন আমাকে সপরিবারে বন্দী করেছিল • তখন অর্জুনই তাদের কাছ হতে আমাদের সকলকে মুক্ত করে এনেছিল। তার বিনিময়ে, অর্জুন যদি নিজের জন্য কিছু প্রার্থনা করে—

কৃষ্ণের প্রবেশ।

কৃষ্ণ। না মহারাজ! অর্জুন নিজের জন্য কিছুই প্রার্থনা করবে না।

দুর্যোধন। এই যে যদুপতি কৃষ্ণ!

কৃষ্ণ। যদুপতি কৃষ্ণ হয়ে আসি নাই আজি, মহামানী! মহারাজ

দুর্যোধন! আজ আমি তোমার নিকটে ধর্মরাজ যুধিষ্ঠিরের দূত হয়ে এসেছি।

দুর্যোধন। হাঃ-হাঃ-হাঃ! হাসালে যদুপতি, দুর্যোধনকেও আজ হাসালে তুমি। উত্তম। বল দূত! কি বলবার আছে তোমার?

কৃষ্ণ। পাণ্ডবদের ন্যায্য অধিকার, তাদের রাজ্য এখন তাদের ফিরিয়ে দিতে রাজী আছ কি না?

দুর্যোধন। না। ন্যায্য অধিকার বলতে আমার কাছে তাদের কিছুই নাই।

কৃষ্ণ। অথচ হস্তিনার রাজসিংহাসন, ইন্দ্রপ্রস্থ যা তুমি জোর করে অধিকার করছো, একমাত্র পাণ্ডবেরাই সব কিছুরই অধিকারী।

দুর্যোধন। তাহলে, কৌরবদের কিছুই নাই, কি বল দূত?

কৃষ্ণ। আছে কি, না আছে, তোমার বিবেককে জিজ্ঞাসা কর মহারাজ।

দুর্যোধন। বিবেক? ওঃ বিবেক। ক্ষত্রিয়ের বিবেক, রাজার বিবেক, মহামানী মহারাজ দুর্যোধনের বিবেক, নয়? ছলে, বলে, কৌশলে রাজ্য অধিকার, রাজত্ব বিস্তার, কোন রাজনীতিশাস্ত্রে বিরুদ্ধ আছে যদুরাজ?

কৃষ্ণ। বাঃ! সুন্দর বিবেকের দোহাই দিলে মহারাজ। মহারাজ পাণ্ডুর রাজসিংহাসন জোর করে অধিকার করেছ। সে কথাটা কি একবার তোমারও বিবেককে আঘাত করে না মহারাজ?

দুর্যোধন। না! মহারাজ শান্তনুর দুই পৌত্র, আমার পিতা, আর খুল্লতাত পাণ্ডু। আমার পিতা ধৃতরাষ্ট্রই জ্যেষ্ঠ, একমাত্র তিনিই এই হস্তিনার অধিকারী।

কৃষ্ণ। স্বীকার করি, তোমার পিতাই জ্যেষ্ঠ, কিন্তু তিনি জন্মান্ধ।

রাজত্বের অধিকারী হতে পারেন না। পিতামহ ভীষ্ম কি জানেন না, যে কনিষ্ঠ ভ্রাতুষ্পুত্র পাণ্ডুরাজেরই প্রতিনিধি হয়ে আছেন তিনি?

দুর্যোধন। শোন যদুপতি, আমি তোমার যুক্তি শুনতে ইচ্ছা করি না! একবার যা আমার হস্তগত হয়েছে, তার একটুও আর ফিরিয়ে দিব না।

কৃষ্ণ। ভাইয়ে ভাইয়ে বিবাদ করে, নিজেদের সর্বনাশ নিজেরাই করো না মহারাজ। তার চেয়ে আমার প্রস্তাবে সম্মত হও।

দুর্যোধন। তোমার প্রস্তাব? উত্তম। তোমার প্রস্তাবটা কি তাই বল, শুনি একবার।

কৃষ্ণ। অর্ধরাজ্য তোমরা লও, আর অর্ধরাজ্য পাণ্ডবদের দাও। তাহলে উভয় পক্ষেরই মঙ্গল হবে মহারাজ।

দুর্যোধন। বাঃ! সুন্দর প্রস্তাব করেছ তো যদুপতি। আমারই সম্পূর্ণ রাজ্যের অর্ধেকটা পাণ্ডবদের দিয়ে দিলে যদি আমারই মঙ্গল হয়, তাহলে অমঙ্গলটা কিসে হবে যদুপতি?

কৃষ্ণ। আমার প্রস্তাবমত অর্ধরাজ্য, তাও পাণ্ডবদের দেবে না মহারাজ?

দুর্যোধন। আর কেন লজ্জা দাও যদুপতি? যা বলবার, তা তো আগেই বলেছি?

কৃষ্ণ। মহারাজ! আগুন জ্বলে ওঠবার আগেই তা নিভিয়ে ফেল। অর্ধরাজ্যও যদি না দিতে চাও, বেশ! ইন্দ্রপ্রস্থ, বারনাবত, শিভিগ্রাম, কুশস্থল আর পাণ্ডবনগর, এই পাঁচখানি গ্রাম মাত্র পঞ্চ পাণ্ডবদের জন্য ত্যাগ কর। আর জগত-সুদ্ধ লোক বলুক, দুর্যোধন পাণ্ডবদের ভয়ে, পাঁচখানি গ্রাম ছেড়ে দিতে বাধ্য হয়েছে। কেমন? শোন যদুপতি! আমি দুর্যোধন! আমি নাম চাই, আমি মান

চাই, জগতে একটা অক্ষয় কীর্তি রাখতে চাই। তার বিনিময়ে, আমি প্রাণ দিতেও কাতর নই।

কৃষ্ণ। শেষ পর্যন্ত হয়তো তাইই হবে।

দুর্যোধন। দুর্যোধন ক্ষত্রিয়, বীর। সে কাপুরুষ পাণ্ডব নয়।

কৃষ্ণ। কাপুরুষ পাণ্ডব? না তুমি নিজেই কাপুরুষ? শঠ, প্রবঞ্চক, মিথ্যাবাদী, ভণ্ড।

দুর্যোধন। রসনা সংযত কর কৃষ্ণ, গিরিব্রজে নিজেকে আর ভীমার্জুনকে, ব্রাহ্মণ বলে পরিচয় দিয়ে, নিরপরাধী, নিরস্ত্র সেই জরাসন্ধকে হত্যা করবার সময়, কোথায় ছিল তোমার এই ধর্মজ্ঞান? ধর্মরাজ্য প্রতিষ্ঠা করবে তুমি?

কৃষ্ণ। মহারাজ দুর্যোধন! সীমার বহু উর্ধ্বে চলে গেছ, এই শেষ কথা ব'লি তোমায়, শোন মহারাজ! সমস্ত ভারতের কল্যাণের জন্য, সমস্ত ক্ষত্রিয় জাতির হিতের জন্য পাণ্ডবদের প্রতিনিধি হয়ে আমি নিজে আজ তোমার কৃপাপ্রার্থী, আমার প্রার্থনা পূর্ণ কর। সন্ধি ভিক্ষা দাও। ভারতের মহা-সর্বনাশ করো না, রক্তস্রোত নিবারণ কর।

দুর্যোধন। বাহবা, বলিহারী কৃষ্ণ! তোমার অভিনয়।

কৃষ্ণ। অভিনয় নয় মহারাজ, এখনও ভেবে দেখ, ভারতের কি মহা সর্বনাশ করতে চলেছ তুমি?

দুর্যোধন। মনে বড় দুঃখ হয় আমার, তুমি না যদুপতি কৃষ্ণ? পাণ্ডবদের দাসত্ব কি তোমাকে এত হীন, এত হেয় করে ফেলেছে? যার জন্য আজ তুমি নিজে আমার নিকট কৃপাপ্রার্থী হয়ে আসতে লজ্জিত হলে না! ছিঃ-ছিঃ-ছিঃ-ছিঃ! দেখছি তোমাতে আর আমাতে অনেক পার্থক্য।

কৃষ্ণ। জানি মহারাজ! একজন দস্যু আর যোদ্ধাতে যেরকম

পার্থক্য, তোমাতে আর আমাতে ঠিক সেই রকম আকাশ আর পাতাল পার্থক্য। তুমি দস্যু, উৎপীড়ক, হিংস্রক, অত্যাচারী।

দুর্যোধন। [তরবারি নিষ্কাষণ] সাবধান!

শকুনির প্রবেশ।

শকুনি। আহা-হা-হা, কর কি—কর কি বাবাজী! দূত যে সর্ব-সময়েই অবধ্য।

কৃষ্ণ। হত্যা করবে? কর। কিন্তু মহারাজ! এখনও ভাল কথা বলছি। পাণ্ডবদের জন্য মাত্র পাঁচখানি গ্রামের মোহ তুমি ত্যাগ কর।

দুর্যোধন। যাও, যাও কৃষ্ণ, বল গিয়ে তোমার যুধিষ্ঠিরকে, বিনা-যুদ্ধে সূচ্যগ্র প্রমাণ ভূমি দিব না পাণ্ডবে।

কৃষ্ণ। তবে তাই হোক মহারাজ, যুদ্ধের জন্য প্রস্তুত হও, নিয়তি কেন বাধ্যতে, তুমি কি করবে? নিয়তিই যে তোমাকে বাধ্য করাচ্ছে, কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধ অবশ্যম্ভাবী। আয়, আয় রক্তপিয়াসী রাক্ষসীর দল, তাথৈ তাথৈ তালে নেচে নেচে ছুটে আয়, শুষ্ক কুরুক্ষেত্রের সমরাঙ্গনে রক্তের সাগর বয়ে যাক।

[প্রস্থান।

শকুনি। কি বাবাজী! ভাবছো কি তুমি?

দুর্যোধন। কিছু না।

শকুনি। খাসা বলে চলে গেল, রক্তের সাগর বয়ে যাক। শুষ্ক মরুভূমি হয়ে আছে বাবাজী, শুষ্ক মরুভূমি হয়ে আছে। [মাথায় টোকা] বাবা! এতদিনে। রক্ত চাই, নয়? কত রক্ত চাই বাবা? হ্যাঁ কিছু ভেবো না বাবাজী, তোমার ভয় কি? একশো ভাই তোমরা। আর ওরা? ওই তো মাত্র পাঁচটা পাণ্ডব, আর না হয়

একটা মাত্র ওই গয়লার ছেলে কৃষ্ণ! আজ না হয় দ্বারকার রাজা হয়েছে।

দুর্যোধন। ভয় আমি কাকেও করি না মাতুল। আমি শুধু ভাবছি, এই যুদ্ধে পাণ্ডবদের পক্ষে কে কে, আর আমার পক্ষে কে কে যোগদান করতে পারে।

শকুনি। মন্ত্রণার এ সময় নয় বাবাজী, আমি মন্ত্রী তোমার, সে চিন্তা আমার। এখন চলো যাই অন্তঃপুরে, সুখে আহার-নিদ্রা করি সমাপন।

[উভয়ের প্রস্থান।

গীতকণ্ঠে সত্যবন্ধুর প্রবেশ।

সত্যবন্ধু।— গান

হাহাকার হাহাকার,
চারিদিকে উঠবে হাহাকার।
তোর বক্ষের পঞ্জর ভেঙে যাবে
থাকবে না আর অহংকার।
মান মান করিস মিছে,
মান কি রে তোর সঙ্গে যাবে?
যেমন দিবি তেমনি পাবি,
ভাবছিস না তুই একবার,
অহংকারে মত্ত হয়ে বাধালি এই রণ
ধ্বংস হবে কুরুবংশ মরবে জনগণ,
যথা ধর্ম তথা জয় হবে এইবার।
শ্মশান হবে কুরুক্ষেত্র,
নারী ক্রন্দন হবে সার।

[প্রস্থান।

—চার—

নদীতীর

কর্ণের প্রবেশ।

কর্ণ। নমঃ জবাকুসুম সংকাশম কাশ্যপেয়ং মহাদ্যুতিম্।
ধ্বান্তারিং সর্বপাপঘ্ন প্রণতোহস্মি দিবাকরম্॥

[প্রণাম]

হে দিবাকর! বুঝিতে না পারি,
যখনই তোমারে প্রণ ম দেব, কি এক অজ্ঞাত পুলকে
ভরে যায় হৃদয় আমার। মনে হয়
তোমারই করুণার দান মোর
এই সহজাত কবচ কুণ্ডল।
আর তো কারও দেহে, দেখি না ত প্রভু!
কেনই বা তবে, উদ্বেলিত হয় হৃদয় আমার?
হে দিবাকর! বলে দাও,
বলে দাও কি সম্বন্ধ তোমায় আমায়?

কুন্তীর প্রবেশ।

কুন্তী। কর্ণ! পুত্র!

কর্ণ। পুত্র? আহা কর্ণে যেন মধু বরষিল
কি মধুর সম্ভাষণ! জীবনে তো
কোনও দিন শুনি নাই, এমন মধুর ডাকে
পুত্র সম্ভাষণ? কে মা তুমি?

চিরদুঃখী কর্ণেরে আজি
পুত্র বলি সম্ভাষিলে মা ?

কুন্তী। মা ! মা ! আঃ—
মা ডাক শুনি ভরে গেল হৃদয় আমার।
কাজ নাই পরিচয়ে আর,
চলে যাই, চলে যাই, দিব না পরিচয়। [প্রস্থানোদ্যত]

কর্ণ। মা ! মাগো ! কিবা অপরাধ করিলাম চরণে তোমার ?
নহে কর্ণের নিকট হতে কেন তবে,
ব্যথিত হৃদয় লয়ে ফিরে যাও তুমি ?
কহ মাতা ! কিবা চাহ তুমি ?

কুন্তী। না চাহিতে বৎস !
চেয়েছিলাম যাহা, পেয়ে গেছি আমি।

কর্ণ। চেয়েছিলে যাহা পেয়ে গেছ তুমি ?
কিছুই তো চাহ নাই মাতা !

কুন্তী। যার মুখে মা ডাকের কাঙালিনী ছিলাম এতদিন,
তব মুখে আজি মা ডাক শুনে,
ভরে গেছে হৃদয় আমার।

কর্ণ। কে মা তুমি ? দেবী কি মানবী ?
পরিচয় কি তোমার ?

কুন্তী। পরিচয় জানিতে চেও না বৎস,*
ভেঙে যাবে বুকের পাঁজর,
ব্যথাতে ভরে যাবে হৃদয় তোমার।

কর্ণ। কত ব্যথা দিবে মা তুমি ?
আজীবন ব্যথায় ব্যথায়

জর্জরিত হয়ে আছে হৃদয় আমার,
প্রকাশ করিতে পারি নাই কোনদিন।
কিন্তু কেন মাতা, বলিতে কি পারো তুমি?
তোমারে হেরিয়া মনে হয় আজি,
ঢেলে দিই চরণে তোমার!
যত ব্যথা পুঞ্জীভূত হয়ে আছে হৃদয়ে আমার।

কুন্তী। [স্বগত] হে দেব দিনকর! ক্ষমা কর মোরে,
আর বুঝি পারি নাকো আমি, চাপিয়া রাখিতে।

কর্ণ। নিরুত্তর কি হেতু মাতা?
যতই মর্মান্তিক হোক তব কথা
সহিব, টলিবে না হৃদয় আমার।
কহ মাতা, কেবা তুমি?
তোমারে হেরিয়া কেন উদ্বেলিত হৃদয় আমার?

কুন্তী। বৎস! কুন্তীভোজ রাজার তনয়া আমি।
কুন্তী নাম মোর, চিনিতে কি পারো মোরে?

কর্ণ। পঞ্চ-কেশরী পাণ্ডব জননী?
কৃপা করি এসেছ আজ কর্ণের নিকট?
লহ মাতা প্রণাম আমার। [প্রণাম]
কহ মাতা! কিবা আজ্ঞা হয় সন্তানের প্রতি?

কুন্তী। বৎস! আরও আছে পরিচয় আমার।

কর্ণ। অসঙ্কোচে কহ মাতা।

কুন্তী। জনম দুখিনী আমি, শূরসেন পিতা মোর।

কর্ণ। বসুদেব পিতা শূরসেন?
দ্বারকা অধিপতি কৃষ্ণ তব ভ্রাতুষ্পুত্র?

তবে যে কহিলে মাতা,
কুন্তীভোজ তনয়া তুমি ?

কুন্তী। পিতা মোর শূরসেন, সত্য বাক্য রক্ষার তরে
বাল্যসখা কুন্তীভোজে তাঁর,
শিশুকালে মোরে করেছিলেন দান।

কর্ণ। তারপর ?

কুন্তী। কুন্তীভোজ-কন্যা, কুন্তী নামে
ছিলাম যখন রাজার আলয়ে,
সহজাত কবচ আর কুণ্ডলধারী,
পুত্র এক হারায়ে ফেলেছি নিজ দোষে।
ওরে পুত্র ! মনে হয় নয়,
নিশ্চয়ই তুই আমার সেই হারানো রতন।

কর্ণ। হেন অসম্ভব কথা কেন কহিছ মাতা ?
পিতা মোর অধিরথ, রাধার সন্তান আমি।

কুন্তী। না, না কর্ণ, রাধার সন্তান নয় রে তুই।
কুন্তী মাতা, দেব দিনকর পিতা তোর।

কর্ণ। হাসালে মাতা ! অপরে কহিলে
হেন অসম্ভব কথা, বাতুল বলিতাম তারে।
কেমনে সম্ভব তুমি মাতা, আর
পিতা মোর দেব দিবাকর ?

কুন্তী। দুর্বাসা ঋষি নিত্য আসিতেন,
পিতা কুন্তীভোজ রাজার আলয়ে।
সেবা যত্ন করিতাম তাঁহার।
মোর সেবায় তুষ্ট হয়ে, মন্ত্র এক দিলেন ঋষিবর,

যে কোন দেবতায় করিলে স্মরণ,
আসিবেন তিনি নিকটে আমার।

কর্ণ। হতে পারে, মন্ত্র তুমি পেয়েছিলে সত্য।
কিন্তু আমিই যে সেই পুত্র তব,
কেমনে বিশ্বাস করি মাতা ?

কুন্তী। বৎস ! বলিতে কি পারো তুমি,
কোন জননী পুত্রে তার চিনিতে না পারে ?

কর্ণ। যদি মাতা দশদিনও তার পুত্রে
করে থাকে পালন, তবে সে চিনিতে পারে
আপন সন্তানে তার।
কহ মাতা ! কতদিন আমারে
তব স্তন দুগ্ধ করায়েছ পান ?

কুন্তী। একদিনও তো নয়।

কর্ণ। অথচ, পুত্র বলি করিতেছ দাবী ?
বুঝিতে না পারি, জন্ম রহস্য কি আমার।

কুন্তী। সেই মন্ত্র পরীক্ষা করিতে,
দিবাকরে করিলাম স্মরণ।
দেবতার প্রসাদে তোরে, পুত্ররূপে পাইলাম আমি।
কিন্তু কুমারী বয়স তখন ; তাই লোকলজ্জা ভয়ে,
তাম্রকুণ্ডে ভরি, ভাসায়ে দিলাম নদীবক্ষে।

কর্ণ। ওঃ কি পাষাণী তুমি মাতা !
সেই সদ্যজাত শিশুরে তুমি,
কঠিনা, নির্দয়ার মত, নদীবক্ষে দিলে ভাসাইয়ে ?
তবে কেন আজি, তার তরে ফেল আঁখিজল ?

মনে কর, সে পুত্র তোমার,
সেই দিনই ডুবিয়া মরেছে,
নদীগর্ভের অগাধ সলিলে।

কুন্তী। না বৎস! জানিতাম আমি,
দেব অংশে জন্ম তোমার।
তুমি তো মরিতে পারো না পুত্র।
যতদিন, কবচ আর কুণ্ডল রবে তব দেহে,
অজেয়, অমর হয়ে রবে চিরকাল।
দেবতা, গন্ধর্ব, দানব কিম্বা মানব
কেহ নাহি মারিতে, পারিবে তোমায়।

কর্ণ। তাই কি মোর এই উচ্চ উদ্দীপনা?
শ্রেষ্ঠ হতেও, শ্রেষ্ঠ ধনুর্ধর হইতে বাসনা আমার?
কিন্তু মাতা! প্রতিজ্ঞা আমার,
প্রতিদ্বন্দ্বী, রাখিব না এ ধরায়।

কুন্তী কহ পুত্র! প্রতিদ্বন্দ্বী তব কে আছে ধরায়?

কর্ণ। তৃতীয় পাণ্ডব অর্জুনই,
একমাত্র প্রতিদ্বন্দ্বী মোর।

কুন্তী। ওরে কর্ণ! সে যে তোরই সহোদর।
সহোদর হয়ে তুই, সহোদরে করিবি বিনাশ?

কর্ণ। উপায় নাই, কি করিব মাতা!
প্রতিজ্ঞাবদ্ধ হয়ে আছি. দুর্যোধন পাশে,
অর্জুনে না রাখিব ধরায়।

কুন্তী। বলিস না আর ওকথা, আমি যে তোদের মা।
শুনিলে একথা, ভেঙে যাবে বক্ষের পঞ্জর।

মুছে ফেল্, মুছে ফেল্,
মন হতে তোর ভ্রাতৃ বিরোধিতা।

কর্ণ। দুর্যোধন পাশে, প্রতিজ্ঞা করিবার, আগে কেন
একথা বল নাই মাতা যে,
আমিই জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা, পঞ্চ পাণ্ডবের?
এবে সত্যভ্রষ্ট হবে কর্ণ? না, না মাতা,
হেন আদেশ কারো নাকো তুমি।

কুন্তী। ওরে কর্ণ! আমি তোর মা! মাতৃবাক্য করিলে
পালন, মাতৃ আশীর্বাদে, সত্যভ্রষ্ট হবি নাকো তুই।
[প্রস্থান।

কর্ণ। মাতৃ আশীর্বাদ! অতি তুচ্ছ মাতৃ আশীর্বাদ,
কর্ণের প্রতিজ্ঞার নিকট।
সত্যই তুমি আমরণ রহিবে, পঞ্চপাণ্ডবের জননী।
হয় অর্জুন, না হয় আমি।
একজন ধরা হতে লইন বিদায়।
কিন্তু এ কি করিলে মাতা?
নহে পরিচয়, নহে আশীর্বাদ তোমার,
এ যে মৃত্যু অভিশাপ করে গেলে দান।
সদাই জাগিবে মনে, নহি আমি অধিরথ সুত,
নহি রাধার নন্দন, কুন্তীপুত্র কর্ণ আমি এবে;
অর্জুন মোর সহোদর ভাই।
এর চেয়ে ছিল ভাল।
জগতে জানিত সবাই; হীন সুত পুত্র কর্ণ বসুসেন।
[প্রস্থান।

—পাঁচ—

কুরুক্ষেত্র প্রাঙ্গণ

অর্জুনের প্রবেশ।

অর্জুন। পারিব না, পারিব না সখা আমি যুদ্ধ করিতে

চাবুক হস্তে শ্রীকৃষ্ণের প্রবেশ।

কৃষ্ণ। কি সখা! হলো কি তোমার?

অর্জুন। যুদ্ধ আমি করিব না সখা। অস্ত্র ত্যাগ করিলাম আমার।

কৃষ্ণ। হের ওই রণস্থল? অসংখ্য অসংখ্য কুরুসেনাদল। হের ওই দুর্যোধন, দুঃশাসন, কৃপাচার্য, দ্রোণাচার্য, ভীষ্ম মহারথী। যুদ্ধ করিব না বলা, এখন কি সাজে তোমার?

অর্জুন। পিতামহ ভীষ্ম, গুরু দ্রোণাচার্য, ভাই বন্ধু, আত্মীয় স্বজন, সকলকে বধ করে, রাজত্ব অধিকার করা অপেক্ষা, শতগুণে ভাল মোর, ভিক্ষাবৃত্তিতে জীবন যাপন করা।

কৃষ্ণ। ভিক্ষাবৃত্তি তো ক্ষত্রিয়ের ধর্ম নয় সখা। তুমি নিজেই বধ হবে, কি তারাই আগে বধ হবে, যুদ্ধের আগেই, তুমি কি করে জানলে সখা? ক্ষত্রিয় তুমি, যুদ্ধ করাই তোমার ধর্ম।

অর্জুন। না, না সখা! আমি, আমার গাণ্ডিব, ধারণ করতে পারছি না! আমার হাত কাঁপছে, কণ্ঠ শুকিয়ে যাচ্ছে, সর্ব শরীর রোমাঞ্চিত হচ্ছে। এই হত্যারূপ পাপ কর্মে, আমাকে লিপ্ত হতে বলো না তুমি!

কৃষ্ণ। পাপ? পাপ তুমি কাকে বলছো সখা?

অর্জুন। জীবের মনে দুঃখ দেওয়াটাই পাপ।

কৃষ্ণ। হ্যাঁ! বাক্য, ব্যবহার, আর কর্মের দ্বারা জীবের মনে দুঃখ দেওয়াটাই হলো পাপ, আর সুখ, শান্তি, আনন্দ দেওয়াটাই হলো পুণ্য। এমন কি অসৎ চিন্তা করাটাও পাপ। তুমি তো কারও মনে দুঃখ দাও নাই সখা। যারা তোমাকে দুঃখ দিচ্ছে, তারাই তো পাপ করছে।

অর্জুন। না সখা! আমি নিজে দুঃখ পাই, তাতে ক্ষতি নেই। কিন্তু আমার জন্য, অপরে যেন দুঃখ না পায়।

কৃষ্ণ। এই তো সখা। বেশ জ্ঞানের কথা বলছো। অথচ, আমি আমি বলছো কেন? আমি বলতে, কি বোঝ তুমি? তোমার মুখ? তোমার হাত? তোমাব পা? না, তোমার এই দেহটা? কোনটা আমি?

অর্জুন। দাঁড়াও সখা! আমার মাথায় সব গুলিয়ে যাচ্ছে। আমাকে বেশ ভালভাবে বুঝিয়ে দাও, তবে, আমি আমি বলছে কে?

কৃষ্ণ। ভগবান! আত্মারূপে ভগবান, সর্বজীবের মধ্যেই বিরাজ করেন। তোমার আত্মাই বলছেন, আমি, আমি, আমি।

অর্জুন। আত্মা?

কৃষ্ণ। হ্যাঁ আত্মা। দেখ অর্জুন' এই জগৎ সংসারে, তুমি বহুবার আসা যাওয়া করেছো, তবে এই একই রূপ নিয়ে নয়। রূপের পরিবর্তন হয়, দেহের বিনাশ হয় কিন্তু আত্মার বিনাশ নাই। নৈনং ছিন্দন্তি সস্ত্রান; নৈনং দহাত পাবক, ন চৈনং ক্লেদয়ন্ত্যাপ, ন শোষয়তি মারুত।

অর্জুন। আত্মা এমন, যে আগুনে পোড়ে না, জলে ভিজে গলে যায় না। রৌদ্র বাতাসে শুকায় না, অস্ত্রের দ্বারা খণ্ডিত হয় না?

আচ্ছা সখা! তুমি তো বাসুদেব কৃষ্ণ। এসব কথা, তুমি শিখলে কোথায়?

কৃষ্ণ। আমার, আসা এবং যাওয়ার কথা, আমার মনে আছে, কিন্তু তোমার মনে নেই।

যদা যদাহি ধর্মস্য, গ্লানির্ভবতি ভারত
অভ্যুত্থানম্ অধর্মস্য, তদাৎমানম সৃজাম্যহম্।
পরিত্রাণায় সাধুনাং, বিনাশায় চ দুষ্কৃতাম্,
ধর্ম সংস্থাপনার্থায়, সম্ভবামি যুগে যুগে॥

অর্জুন। যখনই যখনই ধর্মের গ্লানি, আর অধর্মের প্রাদুর্ভাব হয়, তখনই তখনই, অসাধুদের বিনাশ, আর সাধুদের পরিত্রাণ করে, ধর্ম সংস্থাপনের জন্য, যুগে যুগে তুমিই অবতীর্ণ হও? তাহলে তুমি কি, বাসুদেবের পুত্র কৃষ্ণ নও? তবে তুমি কে?

কৃষ্ণ। অর্জুন! তুমি আমার প্রিয় সখা, তুমিই শুধু জেনে রাখ; এই বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের, একমাত্র আমিই সর্বেশ্বর! আমিই ভগবান। এই বিশ্বব্রহ্মাণ্ডটাই আমি! এই তোমাকে দিব্যচক্ষু প্রদান করলাম। [দুই কাঁধে হস্ত স্পর্শ] কি দেখছ তুমি অর্জুন?

অর্জুন। গোলোকেও তুমি, বৈকুণ্ঠেও তুমি, আবার তুমিই, এই বিশ্বচরাচর ব্যাপী রয়েছো ব্যাপীয়া।

কৃষ্ণ। এইবার দেখ, আমার বিশ্বরূপ।

অর্জুন। ও কারা? পিতামহ ভীষ্ম, গুরু দ্রোণ, দুর্যোধন, দুঃশাসন, বন্ধু, বান্ধব আত্মীয় স্বজন, সকলেই তোমার সহস্র সহস্র বদন মধ্যে করিছে প্রবেশ। ওঃ! কৃষ্ণ! সখা! আর দেখতে পারছি না। আমাকে ক্ষমা কর। [পদতলে]

কৃষ্ণ। ওঠো সখা। স্থির হও। যাদের বধ করবার জন্য তুমি

চিন্তিত হয়েছো, দেখলে তো। বহু পূর্বেই বধ হয়ে আছে তারা সকলেই। নিমিত্ত মাত্রং ভব সব্যসাচিন্। হে অর্জুন। তুমি শুধু নিমিত্ত মাত্র হও। এই যুদ্ধের ফলাফল কি হবে, আর কি না হবে, বহু পূর্বেই সব স্থির হয়ে আছে। তুমি বৃথা তোমার মোহ ত্যাগ কর।

অর্জুন। মোহ?

কৃষ্ণ। হ্যাঁ, মোহ অর্থাৎ মায়া আমারই এক অংশ এই মায়া। আমি নিজে কিছুই করি না। এই জগৎ সংসারের যা কিছু কাজ, আমার মায়াই সব কিছুই করে থাকে।

অর্জুন। তুমি নিজে কিছুই কর না, অথচ তুমি নিজেই ভগবান।

কৃষ্ণ। হ্যাঁ, আমি নিজেই ভগবান। আমার সৃষ্ট জীবের মধ্যে, মানবকেই, সর্বশ্রেষ্ঠ রূপে সৃষ্টি করেছি। প্রকৃতির সাহায্য পুরুষকার দ্বারায়, মানবেরা যে যেরূপে কর্ম করে সে, সেই রূপই অদৃষ্টপ্রাপ্ত হয়।

অর্জুন। কিছুই বুঝতে পারলাম না সখা। প্রকৃতির সাহায্য, পুরুষকার দ্বারায়, আবার বলছো, অদৃষ্ট প্রাপ্ত হয়।

অর্জুন। অদৃষ্ট অর্থাৎ ভাগ্য। মানব যখন নিজ নিজ জ্ঞান বুদ্ধি মত কর্ম করে থাকে, তখন জানতেও পারে, দেখতেও পায়, তাই বলে অদৃষ্ট। আর ফলদাতা ভগবান যখন সেই কর্মের ফল প্রদান করেন, তখন কেহ দেখতে পায় না যে, কে ফল প্রদান করছেন। তখনই বলে দৃষ্ট বা ভাগ্য। আজ তুমি যেরূপ কর্ম করবে, সেই কর্মের ফলটাই হবে, কাল তোমার অদৃষ্ট বা ভাগ্য।

অর্জুন। তবে যে বললে, মায়াই সব কিছুই করে থাকে?

কৃষ্ণ। হ্যাঁ। মায়াই, মানবের মনটাকে নিয়ে, সব সময়েই খেলা

করে থাকে। মানবের মনকে সব সময়ে চঞ্চল করে রাখে। এক মুহূর্তও স্থির থাকতে দেয় না। সব কিছুর মধ্যে, মানবের মনটাই হলো সব। তাই বলি অর্জুন! মন হতে তোমার সকল রকম চিন্তা ত্যাগ কর।

মন্মনা ভব, মদ্‌ভক্তো মদযাজী মাং নমস্কুরু।
মা মে বৈষ্যসি সত্যং তে প্রতি জানে প্রিয়হসি মে॥

অর্জুন। [প্রণাম] তবে তাই হোক কৃষ্ণ, আমি তোমার ভক্ত হলাম। এ যুদ্ধের ফলাফল সব তুমিই জান। আমি ক্ষত্রিয়, যুদ্ধ করাই আমার ধর্ম। [অস্ত্র লইয়া] বেশ! আমি যুদ্ধ করবো। চলো সখা।

[উভয়ের প্রস্থান ॥

পঞ্চম অংক

—এক—

পথ

রণসাজে অভিমন্যুর প্রবেশ।

অভিমন্যু। কি ভীষণ চক্রব্যূহ আজি রচিয়াছে কুরু সেনাগণ।
জয়দ্রথ আজি আগু'লছে দ্বার।
শিবের বরে বলীয়ান জয়দ্রথ আজি একদিনের জন্ম
পিতা মোর অর্জুন ব্যতীত,
আর সকলেরে পরাজিত করিতে পারিবে।
ওই বূ্যহ প্রবেশের কৌশল,
জানেন মোর পিতা, আর আমিও জানি।

মায়ার প্রবেশ।

মায়া। কি বৎস!
কোথায় চলেছো তুমি রণ সাজে সাজি?

অভিমন্যু। কুরুক্ষেত্রে! যুদ্ধ করিতে।
ওই দেখ মাতা! কৃপাচার্য দ্রোণাচার্য কর্ণ মহারথী,
দুর্যোধন দুঃশাসন অশ্বথামা আর শকুনি।
সাতজন মহারথী আজি রচিয়াছেন চক্রব্যূহ।

মায়া। পারিবে কি তুমি ওই চক্রব্যূহ
ভেদ করি, করিতে প্রবেশ?

অভিমন্যু। জ্যেষ্ঠতাত মোর, ধর্মরাজ যুধিষ্ঠির কহিল আমায়
আজিকার যুদ্ধে সুনিশ্চয় আমি হব জয়ী—
আমি জানি কিনা চক্রব্যূহে প্রবেশের কৌশল।
মায়া। প্রবেশের কৌশল তুমি জানিয়াছ বটে,
কিন্তু নিগমের কৌশল কিরূপ, জান কি বৎস?
অভিমন্যু। না। নিগমের কৌশল শুনিবার আগেই,
মাতা ও আমি, দুইজনেই ঘুমায়ে পড়েছিলাম।
মায়া। তবে? কিরূপে চক্রব্যূহ হইতে বাহির হইবে?
অভিমন্যু। তখন পিতা মোর নিশ্চয় আসিয়া পড়িবেন।
মায়া। যাও বৎস! রণ সাধ মিটাও তোমার।
অভিমন্যু। রণ সাধ মিটাবো আমার?
হেন কথা কেন কহিলে মাতা?
মায়া। যুদ্ধ করিবার বাসনা সবল যে তোমার।
অভিমন্যু। হ্যাঁ মাতা! যুদ্ধ করিবার
বাসনা আজি প্রবল আমার।
কিন্তু মাতা! বলিতে কি পারো তুমি,
তোমারে হেরিয়া কেন আজি
আনন্দিত হতেছে মোর মন?
মায়া। ষোল বৎসর বয়স যে তব
পূর্ণ হলো আজি।
অভিমন্যু। ষোল বৎসর বয়স মোর পূর্ণ হলো আজি?
তুমি জানিলে কেমনে মাতা?
আমি নিজেও তো জানি না তাহা।
তবে আজিকার যুদ্ধে জয় হবে নিশ্চয় আমার?

মায়া। জয় হবে, কি হবে পরাজয়
জানেন অন্তর্যামী ভগবান।

অভিমন্যু। ভগবান! অন্তর্যামী ভগবান!
ভাল কথা, স্মরণ করালে মাতা
জয় বা পরাজয়, যা হয় তাই হোক
যা করেন ভগবান! জয় ভগবান, জয় ভগবান।

[প্রস্থান।

মায়া। যা যা বৎস! আনন্দ করে ছুটে যা,
আর পরক্ষণেই চলে আয়,
যেতে হবে তোরে, ওই চন্দ্রলোকে।
ওরে আয়, চলে আয়, চলে আয়, চলে আয়।

গান।

ওরে আয় চলে আয়,
রোহিণী যে তোর তরে আছে অপেক্ষায়।
ষোল বছর পূর্ণ হোল,
ডাক পড়েছে চলো চলো,
কর্মফল যেরূপ যাহার
ফল তাকে পেতেই হয়।
জন্ম হলে মৃত্যু হবে
কথা যেমন সুনিশ্চয়,
মরণকালে মনে করিস
যিনি সর্ব মঙ্গলময়।

[প্রস্থান।

—দুই—

শিবির

কৃষ্ণের প্রবেশ।

কৃষ্ণ। এই কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধে, করেছি প্রতিজ্ঞা অস্ত্র না ধরিব আমি। এক অর্বুদ নারায়ণী সেনা মোর দিয়াছি দুর্যোধনে। আর নিজে আমি সারথি হয়েছি অর্জুনের। ভাগিনেয় মোর, বালক অভিমন্যু, সপ্তরথী বেষ্টিত হয়ে, যদি অন্যায়ভাবে নিহত না হতো, যুদ্ধ বাধে না ঘোরতর। আর হিড়িম্বা-পুত্র ভীম সন্তান, ঘটোৎকচ নিহত না হলে, কর্ণের নিকট হতে, ইন্দ্র প্রদত্ত, ওই একঘ্নী বাণ নষ্ট করা তো সম্ভব হতো না। কর্ণের হাত হতে, অর্জুনকে রক্ষা করতে হলে, এ ছাড়া আর কোন উপায় ছিল না আমার।

ভীমের প্রবেশ।

ভীম। কই! কোথা কৃষ্ণ?

কৃষ্ণ। এই তো, রয়েছি আমি মধ্যম পাণ্ডব।

ভীম। কৃষ্ণ! তুমি অতি ছল, অতি খল, অতীব কুটিল। পাণ্ডবের সখা বলে দাও পরিচয়। পাণ্ডবের মিত্র নও তুমি, মিত্ররূপী শত্রু পাণ্ডবের।

কৃষ্ণ। কেন মধ্যম পাণ্ডব? কি করিলাম আমি?

ভীম। তুমি যদি নিজে ভগবান, তবে কেন আমার পুত্র, বীর ঘটোৎকচ, অকালে ত্যজিল জীবন? ও হো-হো, পুত্রশোকের বড় ব্যথা, বড় জ্বালা বাজিল বুকেতে।

কৃষ্ণ। সকলেই নিয়তির বাধ্য।

ভীম। থামো কৃষ্ণ! তুমি কি বুঝিবে, পুত্রশোকের জ্বালা? ও, হো-হো, বাপ ঘটোৎকচ আমার। ওরে তুই যে হিড়িম্বা রাক্ষসীর সন্তান, আমার বীর পুত্র তুই। কর্ণের মাথাটা তুই, কড়মড় করে, চিবিয়ে খেয়ে ফেলতে পারলি না? আমার বীর পুত্র হয়ে, তুই অকালে ত্যজিলি প্রাণ? ও হো-হো, ঘটোৎকচ, পুত্র আমার।

কৃষ্ণ। মধ্যম পাণ্ডব। এত কাতরতা সাজে না তোমার।
শত্রুপক্ষ আনন্দে হাসিবে,
জয়োল্লাসে দিবে টিটকারী।
দুর্যোধন, দুঃশাসন, করিবে আস্ফালন।
ভুলে গেছ কি তোমার প্রতিজ্ঞার কথা?
দুঃশাসনের বক্ষ রক্তপান,
আর, গদাঘাতে দুর্যোধনের, উরুভঙ্গের কথা?

ভীম। কিন্তু কি করিব কৃষ্ণ! বলে দাও, বলে দাও তুমি,
পুত্রশোকের জ্বালা কেমনে ভুলিব আমি?
ঘটোৎকচ কি মরিবার পুত্র আমার?

কৃষ্ণ। শোন মধ্যম পাণ্ডব।
সহজাত কবচ, কুণ্ডল করিয়া দান,
বিনিময়ে তার, একঘ্ন বাণ এক পেয়েছিল কর্ণ,
ইন্দ্রের নিকট হতে।
গোপনে রেখেছিল কর্ণ,
তব ভ্রাতা অর্জুনেরে করিতে বিনাশ।
কিন্তু দুর্যোধন, কর্ণেরে বলিয়া,
ওই একঘ্ন বাণে, তব পুত্র
ঘটোৎকচে করিল নিধন?

ভীম। কি, কি কহিলে কৃষ্ণ? একঘ্ন বাণে, আমার পুত্র ঘটোৎকচে করিল নিধন?

কৃষ্ণ। তুমি না পবন-নন্দন ভীম? ক্ষত্রিয়, বীর না তুমি? জাগ্রত কর তোমার সুসুপ্ত শক্তিকে, বীর দর্পে হও অগ্রসর, প্রতিশোধ লও পুত্রহত্যার।

ভীম। প্রতিশোধ! ঠিক বলেছ কৃষ্ণ, প্রতিশোধ। পাষণ্ড দুঃশাসন। দ্রৌপদীর কেশে ধরি, এনেছিল কুরু রাজসভায়। দ্রৌপদী তাই এখনও তার বাঁধে নাই বেণী। আর দুর্যোধন, তাব উরু দেখায়ে, দ্রৌপদীরে করেছে অপমান। এই গদার আঘাতে, দুর্যোধনের উরু ভেঙে চুরমার করে দেবো। আর দুঃশাসনের বুকটা নখাঘাতে চিরিয়া, মহানন্দে আকণ্ঠ করিব রক্ত পান। আর সেই তপ্ত রক্ত হাতে, দ্রৌপদীর বেঁধে দিব বেণী। প্রতিশোধ, প্রতিশোধ। হাঃ-হাঃ-হাঃ-হাঃ।

[প্রস্থান।

কৃষ্ণ। বাকী শুধু, কবচ-কুণ্ডল বিহীন অর্ধরথী কর্ণ, আর শকুনি। কি করিবে কর্ণ? পঞ্চ-পাণ্ডবের সাথে, এখনও কর যোগদান। জ্যেষ্ঠ ভ্রাতার ন্যায় করিয়া সম্মান, ধর্মরাজ, তব দাস হয়ে রবে চিরকাল। নহে অর্জুন হস্তে, আজি তব নিধন নিশ্চয়।

[প্রস্থান।

—তিন—

কুরুক্ষেত্র প্রাঙ্গণ

দুই হাতে রক্ত শকুনির প্রবেশ।

শকুনি। রক্ত! রক্ত! চতুর্দিকেই রক্ত। কুরুক্ষেত্র রণাঙ্গণে, রক্তের সাগর বয়ে গেছে। ছিল দুঃশাসন, তারও আজি, বক্ষ চিরি, তপ্ত রক্ত পান, করিল ভীমসেন। মানব নহে সে, সুনিশ্চয় রাক্ষস প্রধান।

দ্রুত বিকর্ণের প্রবেশ।

বিকর্ণ। মাতুল! মাতুল!

শকুনি। [ভয়ে] কে? কে তুমি?

বিকর্ণ। ভয় নেই মাতুল! আমি বিকর্ণ।

শকুনি। বিকর্ণ! ভীম হস্তে দুঃশাসন ত্যজিল জীবন। অর্জুনের বাণে মরিয়াছে কর্ণ। এখন কোথা হতে এলে বাপ, তুমি বিকর্ণ? [হাত দেখাইয়া] চিনিতে কি পারো তুমি, এ কার রক্ত?

বিকর্ণ। না, মাতুল।

শকুনি। দুঃশাসনের—তোমারই সহোদর।

বিকর্ণ। আমারই সহোদর? কেহ কি আর তবে, জীবিত নাই মোর?

শকুনি। আছে, আছে বাপ, তুমি আর দুর্যোধন।

বিকর্ণ। মাতুল! শত ভাই যে ছিলাম আমরা?

শকুনি। শতের বিনিময়ে শত, এখনও পূরণ হয় নাই বাপ। এখনও তুমি আছ, আছে দুর্যোধন, আর আমিও আছি বেঁচে, শেষ কি হয়, শুধু দেখিব বলিয়া! হাঃ-হাঃ-হাঃ-হাঃ।

বিকর্ণ। ওকি মাতুল! পাগল হলে নাকি তুমি?

শকুনি। পাগল! এখনও হই নাই বাপ, কিন্তু হতে দেরী নাই। যদি বাঁচিবার, থাকে তোমার সাধ, তবে পালাও, পালাও বাপ আমার, নহে রাক্ষস, ভীমসেন, আসিবে নিশ্চয়।

বিকর্ণ। ভীমসেনে ভয় করি নাকো মাতুল। কি করিবে ভীম-সেন আমার?

শকুনি। দুঃশাসনের বক্ষ চিরি, আকণ্ঠ করিল সে তপ্তরক্ত পান। তুমি তো দেখ নাই, আমি যে স্বচক্ষে দেখিয়াছি বাপ।

দুর্যোধনের প্রবেশ।

দুর্যোধন। মাতুল! সখা কর্ণও আজি, নিহত হইল আমার?

শকুনি। তা হোক বাবাজী! কর্ণ নিহত হলেও তোমার, বিকর্ণ এখনও জীবিত আছে।

দুর্যোধন। বিকর্ণ ভাই আমার! আমার সব গেছে রে, সব গেছে ভাই আমার।

বিকর্ণ। এখন আর কাঁদিলে কি হবে দাদা? বালকের চপলতা বলে, উপহাস করে বিতাড়িত করেছিলে রাজসভা হতে। তখন তো শুন নাই মোর হিতকথা।

শকুনি। তখন কি, ধড়ের উপর মাথা ছিল বাপ? মাথার উপরে ছিল আর একটা মাথা। তাই তো তোমার হিতকথা, ভাল লাগে নাই।

দুর্যোধন। ভাইরে বিকর্ণ! অভিমান করিস নাকো ভাই। আমি যে দাদা তোর। চেয়ে দেখ, শ্মশান হয়েছে আজি হস্তিনানগর।

বিকর্ণ। কে দেখিবে আঁখিজল তব? আর কেহ বেঁচে নাই দাদা।

মাতা গান্ধারী, শুনিবেন যবে, তার শত পুত্রের মাঝে। তুমি আর আমি ছাড়া, কেহ বেঁচে নাই, কাঁদিয়া পাগল হবেন তিনি।

শকুনি। [দুর্যোধনের প্রতি] ভীমসেনের প্রতিজ্ঞা ভীষণ। গদা-ঘাতে উরু তব ভাঙিবে নিশ্চয়। তাই কহি বাবাজী! আজিকার মত, কোন গুপ্তস্থানে, লুপ্ত রহ তুমি।

দুর্যোধন। মৃত্যুভয় করি না মাতুল। শুধু মানের ভয় করে থাকি আমি। হতমান হইলে আমার, মনে হয় তার চেয়ে মৃত্যু মোর শতগুণে ভাল।

শকুনি। তাই যাও বাবাজী! প্রাণ অপেক্ষা মান রাখিতে তব, দ্বৈপায়ন হ্রদে গিয়ে, আজিকার মত, বিশ্রাম লহহ তুমি। নহে ভীম-সেন তব, হতমান করিবে নিশ্চয়।

দুর্যোধন। আজিকার রণে, তুমি কি করিবে মাতুল?

শকুনি। বিকর্ণ যদি সেনাপতি হয়, আজিকার রণে আমারে একাই তবে, যুদ্ধ করিতে হবেই। কিন্তু সহদেবে দেখিতে পেলে, তোমারই মত বাবাজী, আমিও লুকাবো নিশ্চয়।

বিকর্ণ। সহদেবে, ভয় কি মাতুল?

শকুনি। তুমি তো জান না বাপ, প্রতিজ্ঞা করেছে সহদেব, আমারে হত্যা করিবে নিশ্চয়।

দুর্যোধন। বিকর্ণ! আজিকার মত, তুমি তবে হও সেনাপতি। তুমি ছাড়া মোর, আর কেহ বেঁচে নাই। সকলেই গিয়াছে মরিয়া শ্মশান হয়েছে কুরুক্ষেত্র আজি।

বিকর্ণ। দাদা! আর কেন? সন্ধি কর এবে পাণ্ডবের সাথে। এখনও কি জ্ঞানচক্ষু ফুটে নাই তব? মাতা গান্ধারী জিজ্ঞাসিবেন যবে, ওরে বিকর্ণ! কোথা মোর পুত্রগণ? কুশলে আছে তো সবে?

কহ দাদা! কি বলে বোঝাবো মায়েরে আমি? কাজ নাই আর যুদ্ধে দাদা। ধরি চরণে তোমার। [পদতলে]

দুর্যোধন। ওঠো বিবর্ণ! শোন ভাই! মরিব! তবু মর্যাদা মোর ক্ষুণ্ণ না করিব। মাতুল! তুমিও কি আজি, এই কুরুক্ষেত্র শ্মশানে, মৃত্যুরে করিতেছ ভয়?

শকুনি। শ্মশানে ভয় করি না বাবাজী। বলেছি না? ভয় করি আমি, ওই সহদেবে। প্রভাত হইলে তখন, যা হয় তাই হবে। এখন চলো যাই, ভাবিয়া দেখি, কি করা যায়। এস দুর্যোধন! এস বিবর্ণ! হেঃ-হেঃ-হেঃ-হেঃ।

[দুইজনের হাত ধরিয়া প্রস্থান।

—চার—

শিবির

অর্জুনের প্রবেশ।

অর্জুন। অভিমন্যু! অভিমন্যু! বীর পুত্র আমার!
আয় বাবা, ফিরে আয়।
কার উপর করেছিস অভিমান?
বড় ব্যথা, বড় দাগা পেয়েছিস নয়?
সপ্তরথী অন্যায় ভাবে, একযোগে
তোকে করেছে হত্যা
ও হোঃ হোঃ! আমি তোর বাবা।
অদ্বিতীয় ধনুর্ধর বীর অর্জুন

আজ পুত্রহারা, পুত্রহারা।
ছাড় রাজ্য, ছাড় যশ মান খ্যাতি।
কার তরে রাখিব জীবন?
এই গাণ্ডীবের শরাঘাতে,
ত্যজিয়া জীবন আজ, দগ্ধ প্রাণ শীতল করিব।
[তীর যোজনা করিল]

কৃষ্ণের প্রবেশ।

কৃষ্ণ। কি কর, কি কর সখা? [ধনু ধরিয়া]
আত্মহত্যা মহাপাপ, সাজে না তোমার।

অর্জুন। ও হো: কৃষ্ণ! এত নিষ্ঠুর তুমি?
মরণেও সাধিলে বাদ?

কৃষ্ণ। আত্মহত্যা মহাপাপ, করো নাকো সখা।
যতকাল আয়ু না ফুরাবে,
ততকাল আত্মা তোমার,
দেহ তরে করিবে হাহাকার।
তার চেয়ে রণে মৃত্যু আত্মার হয়, স্বর্গে অধিকার।

অর্জুন। ওঃ, কি করিলে সখা? কি করিলে তুমি?
বলে দাও, বলে দাও আমায়,
কোথা গেলে আবার ফিরে পাবো,
আমার অভিমন্যুকে?

কৃষ্ণ। তোমার অভিমন্যু! অভিমন্যু যদি তোমার হতো,
তুমি না যেতে দিলে, কারও সাধ্য নাই যে
লয়ে যায় তারে।

অর্জুন। অভিমন্যু আমার নয়?
কেন তবে ছলনা করি,
অন্তরালে লয়ে গেলে মোরে?
শুনিতেও দিলে না তার কাতর ক্রন্দন,
শুনিতেও দিলে না তুমি,
সে আমারে বাবা—বাবা বলি ডাকিল যখন।
কৃষ্ণ! কৃষ্ণ! কি করিলে তুমি?

কৃষ্ণ। অর্জুন। এত অধীরতা সাজে না তোমার।
তুমি না ক্ষত্রিয় বীর?
তুমি না প্রিয় সখা আমার?

অর্জুন। তাই এত দুঃখ দিলে তুমি?
জানিলাম আজ, তোমারে যে ভালবাসে,
দুঃখ দাও, তারেই তুমি বেশী।

কৃষ্ণ। তুমি জান না অর্জুন,
আমি জানি পূর্ব কথা তার।
অভিশপ্ত চন্দ্র, অভিমন্যু রূপে,
ষোল বৎসরের জন্য, এসেছিল ধরায়।

অর্জুন। আর আমাকে ভোলাতে চেও না কৃষ্ণ।

কৃষ্ণ। শোন অর্জুন!
ষোল বৎসর পূর্ণ হলো যবে,
চলে গেল নিজ নিকেতন,
অমরধামে সে।
সেথা রোগ নাই, শোক নাই,
নাই দুঃখ, নাই জরা, ব্যাধি মৃত্যু।

যদি সত্যই, তুমি, অভিমন্যুকে ভালবেসে থাকো,
কর আশীর্বাদ, শোক না কারও আর।

অর্জুন। ভালবাসি? তুমি কি জান না কৃষ্ণ!
কত ভালবাসি তারে?
তোমারই ভগিনী, সুভদ্রার সন্তান না সে?
আরও কি জান না তুমি,
অভিমন্যু কি ছিল আমার?

কৃষ্ণ। জানি সখা! অভিমন্যু প্রাণসম ছিল তোমার।
তুমি কি বলিতে পারো?
তুমিই কি ডেকেছিলে তারে—
তোমারই কাছে আসিতে?

অর্জুন। না।

কৃষ্ণ। তোমাকে জানায়ে আগে,
সেকি নিজ ইচ্ছায়, এসেছিল এই পাণ্ডব কুলে,
আমারই ভগিনী সুভদ্রার তনয় রূপে?
অথবা কেহ কি তোমায় করেছিল দান?

অর্জুন। না, তাও তো নয়।

কৃষ্ণ। তবে কি গচ্ছিত রাখিয়াছিল কেহ
তোমার কাছে, পালন করিতে?
সেই গচ্ছিত রতন, তার প্রয়োজনে,
যদি সেই-ই লইয়া যায়;
তার তরে মিছে শোক কেন কর সখা?

অর্জুন। কিন্তু মন যে বোঝে না কৃষ্ণ।
কি বলে বোঝাই তাকে?

তবে কি আপন ভাবিয়া,
বৃথাই তারে এতদিন করিলাম পালন ?
কৃষ্ণ। মায়ারূপী প্রকৃতির তাড়নায়,
বাধ্য হয়েছো তুমি, নিজ পুত্রজ্ঞানে, পালন করিতে।
শুধু পুত্র কেন ?
আপন বলিতে, কেহ নাই এই জগৎ সংসারে।
আত্মা আর কর্মের ফল,
সেই তো আপন, সঙ্গের সাথী।
তারাই শুধু সাথে যায়, সাথে আসে।
আর তো কেহ, সাথী নাহি হয়।
অর্জুন। ইচ্ছা মৃত্যু যার, সেই পিতামহ ভীষ্ম,
আশৈশব যাঁর স্নেহে লালিত পালিত মোরা।
তিনিও মৃত্যু ইচ্ছা করি, শরশয্যায় লয়েছেন আশ্রয়।
গুরু মোর দ্রোণাচার্য,
নিজ হস্তে তাঁহারেও আমি, করিলাম বধ।
বন্ধু, বান্ধব, আত্মীয়-স্বজন, কেহ নাই জীবিত আর।
জনশূন্য শ্মশান হয়েছে রণস্থল।
ও হোঃ কৃষ্ণ! হস্তিনার রূপ দেখে মোর,
বুক ফেটে যায়।
কৃষ্ণ। সখা! বৃথা শোক করো নাকো আর।
একদিন, এই জগৎ ছেড়ে, সকলকেই যেতে হবে চলে,
তুমি কি বলিতে পারো,
চিরকাল, তুমি রহিবে জগতে ?
মর্তবাসী জীব, কেহ তো অমর নহে।

অর্জুন। জানি সখা! কেহই অমর নহে।
আরও জানি, সর্বসুখে সুখী,
একজনও নাই, সংসারের মাঝে।
কিছু না কিছু দুঃখ, সকলেরই আছে।
তবুও বলি, হে কৃষ্ণ!
ধর্মরাজ্য স্থাপন মানসে, এ কি করিলে সখা?
প্রজাহীন রাজ্যে কিবা প্রয়োজন?
শুধু নারীর, শুধু বিধবার,
বুকফাটা করুণ আর্তনাদ, হাহাকার,
আর মর্মভেদী দীর্ঘ নিঃশ্বাস।
এই নিয়ে ধর্মরাজ্য করিবে স্থাপন?

কৃষ্ণ। কোটি কোটি জীব, নিত্য আসে, আর নিত্য চলে যায়।
এই তো জগতের চিরন্তন প্রথা।
নিমেষেই ভাঙেন যিনি, নিমেষেই গড়েন,
তাঁর লীলা, তুমি তো বুঝিবে না সখা।
তুমি যন্ত্র, যন্ত্রী সেই-ই, এই বিশ্বরাজ্য যার।
তুমি শুধু কর্ম করে যাও।
ক্ষত্রিয় তুমি, যুদ্ধ করাই তোমার ধর্ম।

অর্জুন। কাজ নাই ধর্ম কর্ম মোর, আর যুদ্ধ করিব না সখা।

কৃষ্ণ। তবে দিয়ে দাও, যার কর্ম তারে ফিরাইয়ে।
তা তো পারিবে না সখা।
যদি পারো, অতি উত্তম সেকথা।
সর্বধর্মান পরিত্যজ্য মামেকং শরণং ব্রজ।
অহং ত্বাং সর্ব পাপেভ্যো মোক্ষয়িষ্যামি মাঃ শুচঃ॥

অর্জুন। তাই নাও কৃষ্ণ! তোমার কর্ম সব;
তুমি ফিরায়ে নাও।
আর পারি না সখা, আর পারি না আমি।
বন্ধু, বান্ধব, আত্মীয়-স্বজন,
পিতামহ ভীষ্ম, গুরু দ্রোণ, পুত্রবধ শোক।
আর সহিতে পারি না আমি।
তার চেয়ে, সর্ব কর্ম, দিলাম তোমারে ফিরাইয়ে।
শোক দুঃখ জ্বালা আর কর্মফল যত
সব, তোমারই কৃষ্ণ!
আজি হতে আমিও আশ্রিত তব
ওই শ্রীচরণ কমলে। [প্রণাম]

কৃষ্ণ। [অর্জুনকে উঠাইয়া]
সর্বধর্মান পরিত্যজ্য মামেকং শরণং ব্রজ।
অহং ত্বাং সর্ব পাপেভ্যো মোক্ষয়িষ্যামি মাঃ শুচঃ॥

—যবনিকা—

শুদ্ধিপত্র—

পাতা	পঙ্ক্তি	আছে	হবে
১০	১৬	ব্রহ্মা	ব্রহ্ম
১৫	২	দুর্যোধন	পুরোচন
১৬	গান	যে গান আছে	অন্য গান

গান

সুন্দর আকাশ সুন্দর বাতাস
দেখ যা সুন্দর বল তো কাহার?
ভাবিতে কি পার কে গড়েছে বল
সুন্দর এসব জগৎ সংসার।
কোথায় ছিলে কোথায় এলে
কোথায় তোমায় যেতে হবে
কে এনেছে এই ভবের মাঝে
আপন জনা কে তোমার?
রাখে হরি ত মারে কে তোমাকে
কাতর হৃদয়ে ডাক তাঁহাকে
জানাবেন তিনি উপায় তোমার
বারে বারে তাঁকে কর নমস্কার।

৩৩	৩	কহিও	কহিব
৩৫	৯	নমস্তে	নমস্তে
৩৬	২	একমাস	একমাত্র
৩৯	৪	জীবনে	জীবন

পাতা	পঙ্‌ক্তি	আছে	হবে
৬৪		পদ্মাবতীর প্রবেশ	ও কথার পর গীতকণ্ঠে মায়ার প্রবেশ

গান

কেন আমি পথে পথে খুঁজে বেড়াই আপন জনা,
আমি কে যে কেন বেড়াই জেনেও কেউ তা জানে না।
যে আমাকে ভালবাসে তাকেই আমি ভালবাসি
হৃদয় মাঝে থেকে তাহার শান্তি দিই আর বেদনা।
আমার মায়ায় ডুবে থাকে আমার আমার বলে সবে
আমার আমার বলছে কে যে তাকে তবু চায় না।

৪৬	২১	আমাকে	আমাকে যে
৪৮	২	তুমিই	তুমিই তো
৮৪	১৩	দেখিতে	দেখিয়ে
৯৭	২৩	ত্যাগ করা	পরে দুর্যোধন বলিবে
১০৬	২৪	বলিল	বলিস
১১১	১৯	অদৃষ্ট	দৃষ্ট
১১১	২১	দৃষ্ট	অদৃষ্ট